হারামণি

[illegible] সঙ্গীত সংগ্রহ

রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম. এ.,

কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪২

انا لله و انا اليه راجعون　　　قرآن

Verily we are from God and to God we shall return.

—KORAN.

الماضی اشبه بالآتی من الماء بالماء

ابن خلدون

The Past more closely resembles the Future than water resembles water.

—IBN KHALDUN.

[Translated by PROFESSOR E. G. BROWNE, F.B.A., in his *Arabian Medicine*, at p. 96. Cambridge, 1921.]

علیکم بدواوین العرب و شعار الجاهلیة فان فیها معانی کتابکم و تفسیر کلامکم

You should take to the Diwans of the Arabs and the poems of Jahiliya, since therein are stored the purports of your books and the elucidations of your speeches.

With the influx of foreign converts to Islam an urgent need arose for grammars and dictionaries of the Arabic language in which the word of God had been revealed. To elucidate the meanings of rare and obscure words occurring therein, it was necessary to collect as many as possible of the old poems, which contains the inexhaustible treasury of the Arabic Tongue, p. 27.

[PROFESSOR E. G. BROWNE in his *Literary History of Persia*, Vol. I. London, 1914.]

We shall see in a subsequent chapter that the necessity of preserving the text of the Holy Book uncorrupted, and of elucidating its obscurities, caused the Moslems to invent a science of grammar and lexicography, and to collect the old pre-Muhammadan poetry and traditions, which must otherwise have perished, p. xxiv.

[PROFESSOR R. A. NICHOLSON in his *Literary History of the Arabs*. London, 1914.]

উৎসর্গ

প্রিন্সিপাল খানবাহাদুর ইব্রাহিম খাঁ

এম-এ, বি-এল

করকমলেষু

"বন্ধু !

এ যে আমার লজ্জাবতী লতা,
কি যে পেয়েছে আকাশ হ'তে,
কি এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।"

২৭শে মাঘ, ১৩৪০
খলিলপুর, পাবনা

সূচীপত্র

মেভলভী (Mevlevi) দরবেশগণের চক্রনৃত্য

আশীর্ব্বাদ

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাউল-সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

"কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে।"

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো

মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ”—যাঁকে জান্‌বার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুন্‌লুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জান্‌বারা তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। “অন্তরতর যদয়মাত্মা” উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন “মনের মানুষ” ব’লে শুন্‌লুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেম্‌নি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোক-সাহিত্যে এমন অপূর্ব্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব’লে বিশ্বাস করিনে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেম্‌নি, তার ভালমন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে; তারপর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আন্‌তে লেগে যায়। তারা মজুরি করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধিতা চ’লে যায়, কৃত্রিমতায় নানাপ্রকারে বিকৃত হ’তে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চ’লে গেছে তা চল্‌তি হাটের শস্তা দামের জিনিষ হ’য়ে পথে পথে বিকোচ্চে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,—তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের

শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টান্‌বার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিষের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা কর্‌তে ও তাকে গভীর ক'রে চিন্‌তে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চল্‌তে থাকে। এইজন্যে সাধারণতঃ যে-সব বাউলগান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক্ থেকে তার দাম বেশী নয়।

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে-একটি বড় আন্দোলন জেগেছিল সেটি মুসলমান অভ্যাগমের আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এলো, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হোলো কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হ'লেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশঃই কমে আস্‌ছিল কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ ক'রে নিয়েছিল, সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হ'য়ে উঠ্‌লুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা কর্‌লে দেখা যাবে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ কর্‌বার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই

আপন জীবনে ও বাক্য-প্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন, ততই পরমাশ্চর্য্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এম্‌নি ক'রেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্ঘাটিত ক'রে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয়নি। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হ'তে পেরেচে, সেইসব চিত্তে সেই ধর্ম্মসঙ্গমে ভারত-বর্ষের যথার্থ মানস-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেইসব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস, নানক প্রভৃতির চরিত্রে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্ত্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেচে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্চেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেচে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, —এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায়

ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্ব্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ ক'রে এসেচে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মহাশয় বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেচেন, আমি তার অভিনন্দন করি, —সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব-চিত্তের যে-তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধ'রে আপন সত্য রক্ষা ক'রে এসেচে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*   *   *

VISVA BHARATI

Founder President
Rabindranath Tagore

SANTINIKETAN
Bengal, India.
২৮।১।৪১

সবিনয় নিবেদন

আমার পিতা আপনার চিঠিখানা আজ পেয়েছেন। তাঁর বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় নূতন করে আপনার বইয়ের জন্য কোন ভূমিকা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁর এই অক্ষমতা দয়া করে ক্ষমা করবেন।

শ্রীযুক্ত অনিলবাবু আপনাকে আগেই জানিয়েছেন যে প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার পিতার প্রবন্ধটী আপনার বইয়ের ভূমিকা-স্বরূপ ব্যবহার করতে পারেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব কয়েক বৎসর পূর্বে যখন 'হারামণি' বইখানি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের নিমিত্ত আমার হাতে দেন, তখন আমি আনন্দ সহকারে তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলাম। তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বাংলা দেশের অমূল্য সম্পদ্ এই গান ও ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। যাঁহারা বাংলার প্রাচীন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ্ উদ্ধার করিবার জন্য আগ্রহশীল, তাঁহারা মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের এই প্রশংসার্হ উদ্যমে সাধুবাদ না করিয়া পারিবেন না। স্বর্গত মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই উদ্ধার-কার্য্যে এক সময়ে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বাংলার জাতীয় ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কার করিতে হইলে এই সকল উপাদান অপরিহার্য। দেশের সত্যকার জীবন-ধারার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত যে সকল গান, কবিতা, ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা এবং প্রবাদ, তাহা অমূল্য। ইহারা অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে শুধু এই কারণে ইহাদের মূল্য নহে, আমার মনে হয় ইহাদের মধ্যে বাঙালী জাতির প্রাণসত্তা নিহিত রহিয়াছে। আমাদের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা প্রকাশ করিবার যে ভঙ্গীটি ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বাঙালী জাতির ধাতুগত বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে যেমন খাল বিল নদী নালার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, তেমনি আমাদের গান কবিতা ছড়ার মধ্যে একটি বিশেষ

বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলে। ইহাই আমার মতে বাঙালীর অবিসংবাদিত মরমী পরিচয়।

বাঙালীর এই যে জাতিগত পরিচয়, ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার জীবনধারা যে ভাববৈভবের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল, হয়ত তাহা হইতে আমরা ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছি। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বাংলার জল বায়ু আকাশ বাতাস এই ভাবধারারই অনুকূল। আমরা এখন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কয়েক সহস্র বা লক্ষ লোক হয়ত সহরের মোহে মুগ্ধ হইয়াছি, তাহা হইলেও কোটী কোটী লোক এখনও এই পল্লীমাতার কোলে লালিত পালিত হইয়া পরিশেষে ইহারই ধূলির সহিত মিশাইতেছে। সুতরাং আমাদের ইতিহাসের যথার্থ অনুসরণ করিতে হইলে বাংলার যে জীবনধারা সেই ছায়ায় ঘেরা বংশবেতসকুঞ্জের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া যাইতেছে, তাহারই সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে। বাংলার গীতি-কবিতা যে অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে, তাহার কারণ বাঙালীর প্রকৃতি প্রথম হইতেই তাহার সারি, বারাসে (বারমেসে) মঙ্গলগানের মধ্য দিয়া এক নির্মল স্নিগ্ধ করুণ রসেরই প্রবাহ বহাইয়াছিল। কাজেই আমাদের এই পল্লী-সাহিত্য-সম্পদ্ শুধু যে অতীতের অন্ধকার কক্ষে আলোকবর্ত্তি দেখাইতেছে তাহা নহে, ভবিষ্যতের উন্নতির দিকেও সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। বাংলার এই সম্পদ্ কি ভাবে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা যে এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক জাতীয় ভাবের

সন্ধান পাই, তাহার মধ্যে ভেদবুদ্ধির কোনও অবকাশ নাই। নদীর সলিলপ্রবাহের মতই এই ধারাটি স্বচ্ছন্দভাবে বহিয়া গিয়াছিল, দুধারের কূলের বিচার করে নাই। ইহা কোনও ধর্ম্মবিরোধ বা বর্ণভেদের দ্বারা ব্যাহত হয় নাই। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, সকলেরই মধ্যে মূলগত যে সাম্য, তাহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় ভাবধারা। সমুদ্রোপকূলে বালুকারাশির মধ্যে যেমন অগণিত মণিমুক্তা ছড়ানো থাকে, বাংলার পল্লীজীবনে তেমনই বহু অমূল্য রত্ন বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। 'হারামণি' তাহারই সংগ্রহ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
[illegible]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভূমিকা

আল্লাহ্ তায়ালার অসীম অনুগ্রহে আবার আমার স্বদেশবাসী ও স্বভাষা-ভাষীদের সম্মুখে আমার সুদীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফল উপস্থিত করিতেছি। আমার প্রথম গ্রাম্যগান সংগ্রহ ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলা দেশের সুবিখ্যাত গাথা সংগ্রহ পুস্তক মৈমনসিংহ গীতিকা [১৯২৩] এবং পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা [১৯২৬-১৯৩২] প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সাহিত্যের প্রতি বাংলাদেশের জনসাধারণের একটা আগ্রহপূর্ণ শিল্পী মনের পরিচায়ক প্রচেষ্টা সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট হয়। দীনেশচন্দ্রের যুগপরিবর্ত্তনকারী গ্রন্থরাজি বঙ্গের বাহিরে, ভারতের বাহিরে, এশিয়ার বাহিরে সর্ব্বত্র বঙ্গদেশের চাষীদের মনোহর সাহিত্যের পরিচয় প্রকাশ করে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রচনা দ্বারা দীনেশচন্দ্র অবিনশ্বর কীর্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা সমূহ প্রকাশ করিয়া লোকসাহিত্যের বিশ্বপরিচয় ঘটাইলেন। আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যাযুক্ত নরনারীর বিচিত্র চরিত্র এমন করিয়া আর কোথাও আমাদের প্রাচীন শিক্ষিত সাহিত্যে ব্যক্ত হয় নাই। এই অপরিসীম কৌতূহলকর গ্রন্থরাজি মানব জাতির পরম আদরের সামগ্রী; দীনেশচন্দ্র সত্যই বাংলার বিশপ পার্সী Percy, বিশপ পার্সীর Reliques প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজী ও আমেরিকীয় ইংরাজী সাহিত্যে গাথা জাতীয় সাহিত্য সংরক্ষণের, প্রকাশের, সংগ্রহের এবং সম্পাদনের বহুল চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় দীনেশচন্দ্রের চেষ্টার পর আর কেহ ব্যক্তিগত ভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে বাংলাদেশের লোক সাহিত্যের সংগ্রহের, প্রকাশের এবং প্রচারের আদৌ কোন চেষ্টা করেন নাই। দীনেশচন্দ্র বারংবার লোক সাহিত্যে সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কোন সুফল এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। বাংলাদেশ আমাদের, বাংলাভাষা আমাদের, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের, বাংলার স্বদেশ প্রেম আমাদের অথচ আমরা প্রতিকূলে

কার্য্য করিতে আদৌ অগ্রসর হই না, ইহা সত্যই ক্ষোভের বিষয়। এই বাহাদুরী প্রকাশ আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী, এই গভীর ঔদাসীন্য আমাদের জাতীয় জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ।

শুনা যায় ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের মূলে পার্সীর Reliques এর প্রভাব বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে দীনেশচন্দ্রের সঙ্কলিত গ্রাম্যগাথার প্রভাব পড়ে নাই, ভবিষ্যতে পড়িবে কিনা সন্দেহের বিষয়।

যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের পঙ্কিলপ্রবাহে আমাদের নাগরিক বাংলা সাহিত্যের মহারাষ্ট্রখাদ পূর্ণ। এই পূতিগন্ধময় বাংলা সাহিত্যের বিষাক্ত প্রবাহের মধ্যে সত্যই লোক সাহিত্যের অনাবিল স্বচ্ছধারা মিশিয়া কোন বাতাস ও প্রভাব দেখাইতে পারে নাই। আমাদের বর্ত্তমান মনই ইহার জন্য দায়ী।

আমাদের দেশের গাথা-সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমাদের গাথা-সাহিত্যের ক্রমেতিহাস আমরা অবগত নহি। ইহার ইতিহাস রচনার চেষ্টা করি নাই। ইউরোপে এই চেষ্টা হইয়াছে। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাদি রচনা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্ডের ইংরাজী ও স্কটীশ গাথা সংগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ,—"Standard collection of British Ballad." (P. VIII. Ballad in Literature by T. F. Handerson. Cambridge. 1912.)

ইংরাজীগাথার উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ইংরাজীতে গাথা বলিতে কি বুঝায় তৎসম্বন্ধে Kittredge বলেন "A Ballad is song that tells a story or to take the other point of view—a story told in song." (P. XI—English and Scottish Ballads by F. J. Child, London. 1904.) এদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দীনেশচন্দ্র-সংগৃহীত বাংলা গাথা ইংরাজী গাথা পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে। ইহার একটু পরে বলিতেছেন, 'A Ballad has no author, (ibid. P. XI.) কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গীতিকার প্রায় প্রত্যেকটির রচয়িতা রহিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে

ইহার দুই একটি আবার পুঁথি আকারে মুসলমানদের দ্বারা মুসলমানী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গাথার সঙ্গে নৃত্যের যোগ রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের গীতিকাগুলি সাধারণতঃ গাজীর গীত নামে গীত। পূর্ব্ববঙ্গের গাজীর সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন রায় বলিতেছেন "পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্র এক সময় গাজীর গীতের ভূরি প্রচলন ছিল। এখনও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। হিন্দু রাজাদিগের গুণ গরিমা যেরূপ চারণ এবং ভাটমুখে দিগন্ত-ব্যাপ্ত হইত, সুবর্ণগ্রামের মুসলমান অধিপতিদিগের ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি সেইরূপ গীতাকারে গৃহে গৃহে শুনানের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।" (দ্রষ্টব্য ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত, পৃষ্ঠা ৪২৪, বঙ্গাব্দ ১৩১৯।)

ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমল কুমার রায় আমাকে গাজীর পটের কথা বলিয়াছিলেন। [এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রণীত পটুয়াসঙ্গীত দ্রষ্টব্য।] পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর গাজীর পট পাওয়া যায় বলিয়া তিনি আমাকে সংবাদ দেন এবং উহা সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিবেন প্রতিশ্রুতি দেন। নানা কারণে ঐ পট আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অক্লান্ত চেষ্টায় কতগুলি পট এবং 'পটুয়াসঙ্গীত' [কলিকাতা, ১৯৩৯] সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন।

গাজী সাহেবকে আমরা সত্যপীরের কাহিনী জানি। তিনি ও বঙ্গদেশের হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত চিত্তের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এখনও তাঁহার সিন্নী হিন্দুরা পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। নিঃসন্দেহে গ্রামের চিত্তকে সত্যপীর গভীররূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন। কঙ্ক নামক একজন গ্রাম্য হিন্দু যুবক তাঁহার প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় মৈমনসিংহের একটি সুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে একজন পীর কী আশাতীত প্রভাব বিস্তার করেন। [দ্রষ্টব্য মৈমনসিংহ গীতিকা,—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।]

পশ্চিমবঙ্গের সুবিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রথম কাব্য রচনা করেন সত্যপীরের অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে। তিনি যে এই সময়ে দুইখানি

পুঁথি রচনা করেন, উহা হইতেই এই মুসলমান পীরের অলৌকিক প্রভাব কি প্রকার হিন্দুসমাজের ধর্মাচরণে পরিণত হইয়াছিল তাহা সত্যই আশ্চর্য্য। এই সত্যপীর কে, এবং কোথা হইতে কোন সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন? পাবনা, রংপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত জাগ গানে আমরা একজন পীরের সাক্ষ্য পাই। গোয়ালিনী, কুমারিণী প্রভৃতি সকলেই পীরকে তাড়াইল। তাহার ফলে গোয়ালিনীর গাভীগরু বাথানে মরিয়া গেল ইত্যাকার নানাবিধ গুরুতর অনিষ্টের সৃষ্টি হইল। পঞ্জাবের রূপকথাও পীরদের অলৌকিক কাহিনী ও প্রভাবে পূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র কোথাও পীর মহিমা প্রচারিত উদ্ধৃত হয় নাই। অবশ্য পরবর্তীকালের শিক্ষিত বাংলা সাহিত্যে পীরদিগকে বিষম বিদ্রূপ করা হইয়াছে। পাঁচপীর সম্পর্কে কোনও গ্রন্থাদি কিংবা কবিতাদির সাক্ষাৎ না পাওয়া গেলেও তাঁহারা যে ভারতবর্ষের জনচিত্তের উপর যৎপরোনাস্তি প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডক্টর ইউসুফ হোসেন তাঁহার L' Ind Mystique en Moyen Age মধ্যযুগের ভারতীয় মরমীয়া বাদ (প্যারী, ১৯২৬) এবং ডক্টর এনামুল হক্‌ 'বঙ্গে সূফীপ্রভাব' (কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৭১—২৭৯) নামক গ্রন্থদ্বয়ে পাঁচপীর সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। বিহারের হিন্দু-মুসলমান চাষীদের নিকট পাঁচপীর বিশেষ সম্মানিত ও পূজিত।*

বটতলার মুসলমানী পুঁথিতে দু একজন পীরের অলৌকিক কাহিনী প্রচারের কথা জানিতে পারা যায়। চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ডক্টর এনামুল হক M. A, Ph. D. সাহেব আমাকে লালমতির পুঁথি প্রদান করেন। উহাতে এই পীরের প্রভাবের বিবরণী রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থ বটতলায় মুদ্রিত আকারেও পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবের রূপকথা পাঁচ পীরের অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ। (Vide Romantic Tales from the Punjab by Swynnerton,

---

* A Panch Pyriya is a Hindu who worship Mussalman Saints. P. 407. Bihar Peasant Life by Sir George Grierson.

Oxford.) অবশ্য বাংলাদেশের যে সকল রূপকথা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই হিন্দু জীবনকে লইয়া। মুসলমানী রূপকথা মাত্র দু' একটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ('শিরণী'-অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন এম-এ সম্পাদিত, ১৯৩৫, ঢাকা)। বাংলা দেশের সকলগুলি রূপকথা সংগৃহীত হইলে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর। R. F. Burton তাঁহার Sindh, and the races that inhabit the Valley of the Indus. [London, 1851.] এ পাঁচপীরের একটি তালিকা দিয়াছেন। পঞ্জাবে, সিন্ধু প্রদেশে, বিহারে এবং বাংলায় সর্ব্বত্র পাঁচপীরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তবে স্থানভেদে পাঁচপীরের নামভেদ কিংবা রূপভেদ ঘটিয়াছে। পাঁচপীরের কথা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচারিত। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়, মুসলমান সভ্যতার এই পীরবাদী অংশ ভারতবর্ষের জনচিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে পাঁচপীরের 'পূজা' করিয়া আসিতেছে। পাঁচপীরের মধ্যে হিন্দু প্রভাবের কোন গন্ধ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। (দ্রষ্টব্য বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃ.)। 'পাক পাঞ্জাতন' হইতে সম্ভবতঃ এই পাঁচপীর ধারণা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গ্রাম্য গানে পাক্ পাঞ্জাতনের বারংবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচের ধারণা মুসলমান সমাজে নূতন নহে। মুসলমানদের পাঁচবার পবিত্র উপাসনা করিতে হয়।

বাংলাদেশে গাথাজাতীয় কবিতা বা গানের পরই বাউল গান, বা মারফতী গান আসে। আমাদের সংগ্রহকে বাউলগান সংগ্রহ বলা যাইতে পারে। বাউলগানের ধারা অতীব প্রাচীন। ইদানীং বাউলদের সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু আলোচনা এবং বাউলগান সমাদর করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের "বাংলা কাব্য পরিচয়" (কলিকাতা, ১৯৩৮) কিংবা চারুচন্দ্রের "বঙ্গবীণা" গ্রন্থে বাউলদের গান স্থানলাভ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বহু হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তি বাউল গান রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি। ইদানীং রবীন্দ্রনাথের বাউলগান সুপ্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীনকালের "বৌদ্ধগান ও দোঁহা"র মধ্যে নিগূঢ় সাধনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহার পূর্ণ অর্থ উদ্ঘাটন করা একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। তবে বাউলগানের

রহস্য জানিতে পারিলে ঐ সকল বৌদ্ধ গানের মনন ধারা জানিতে পারা যাইবে।

বাউলদের সাধনার ধারার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও সম্যক পরিচয় নাই। তবে তাহাদের সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া তাহাদের সাধনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ খবর লাভ ঘটিয়াছে। বাউলেরা তান্ত্রিক পরিভাষা খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছে। ষট্‌চক্রকে আমরা প্রায়ই গানে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। ষট্‌চক্রের মর্ম আমরা গ্রন্থাদিতে যাহা পাই তাহা ছাড়াও অন্য অর্থে তাহারা ইহার ব্যবহার করিয়াছে। অর্থাৎ গতানুগতিক অর্থ ব্যতিরেকে একটি প্রচ্ছন্ন রহস্যমণ্ডিত ভাষায় তাহারা তাহাদের সাধনার কথা গানে প্রকাশ করিয়াছে। নাথ সুফীদের সম্বন্ধে নাথপন্থী বাংলা সাহিত্য যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও এই বাউলানুগ রীতি প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। গোরক্ষবিজয়ে কিংবা মীন-চেতনে রহিয়াছে, "কায়া সাধ"। কায়া সাধিবার কথা বার বার বলা হইয়াছে। বাউলদের সাধনা কায়া সাধনের সাধনা। সূফীদেরও ঐ একই প্রকারের সাধনা। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর যাবতীয় মরমিয়া সাধনাই গুপ্ত এবং দেহকে অবলম্বন করিয়া। আত্মাকে জানিতে হইবে এবং দেহের মধ্যে যে সকল আলোককেন্দ্র রহিয়াছে তাহাদের সহিত যথাযথরূপে পরিচিতি ঘটাইতে হইবে, এবং তাহাদের মর্ম জানিয়া তদনুযায়ী সাধনা ও অধ্যবসায় করিতে হইবে।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কি প্রকারে বাউল সাধনার প্রবর্তন হইয়াছিল তাহা আদৌ জানিবার উপায় নাই। বাউলদের সাধনার পদচিহ্ন যাহা আমরা বাউলগানে পাইতেছি তাহা কত প্রাচীন তাহা সেই সকল গানের ভাষার উপর নির্ভর করিয়া কিছুই বলা যায় না। কেননা মৌখিক গান যতই সুপ্রাচীন হউক না কেন লোকমুখে প্রচারকালে তাহাতে যুগ যুগ ধরিয়া নানাবিধ যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং ভাষার প্রাচীনত্ব তাহাতে আদৌ সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের ইতিহাস আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। হিন্দু এবং বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস নিতান্ত সামান্য ও অসম্পূর্ণ এবং ঐ যুগের সাহিত্যিক নিদর্শনও অপ্রচুর। সুতরাং ঐ যুগের মনন ধারা বুঝিবার ও বুঝাইবার কোন উপযুক্ত পন্থাই উন্মুক্ত নাই। কেবলমাত্র হাতড়াহাতড়ী কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তবে ইহা সত্য যে, প্রাচীন

বাউল মতবাদ কালক্রমে মুসলমানী মারফতী ও সূফীমতবাদ দ্বারা পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। অথবা ইহাতে অপূর্ব্ব এক সংমিশ্রণ হইয়াছিল। অবশ্য এই সংমিশ্রণের ইতিবৃত্তও ঘনতমসাবৃত। সরকারী ইতিহাসাদিতে মুসলমানদের রাজ্যজয়, রাজ্যবিস্তার এবং রাজ্যশাসনের সুবিস্তৃত কাহিনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত শক্তির মনোরম বিকাশের বিবরণী আমরা পূর্ণরূপে জানি। কিন্তু লোক-শিল্পে, লোকসাহিত্যে, এবং লোকচিত্তে এই মিলন কি প্রকার দ্রুত ও সার্থকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ইতিহাসের কোন সন্ধান নাই। অশিক্ষিত বহু মনের মিলন বা সংমিশ্রণের সেই কাহিনী বাউলদের গানে বা মারফতী গানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক সাধনার এবং যুগের কথা আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিব না। তবে এই মাত্র অনুমান করিয়া বলিতেছি যে বঙ্গদেশে প্রচলিত তান্ত্রিক মতবাদ সম্ভবতঃ এই বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বিকশিত হইয়াছিল। এই তান্ত্রিকতার সঠিক ইতিবৃত্ত ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় বিরচিত হয় নাই, অন্ততঃ আমি জানি না। এই তান্ত্রিক মতবাদ কোথা হইতে আসিল? ইহার মধ্যে কি প্রকারে চীনাচার প্রবেশ করিল? এই সকল প্রশ্নের সমাধান আমি করিতে পারি নাই।

মুসলমানের আমলে সূফীমতবাদ এই দেশে প্রবেশ করে। মুসলমানের সূফীমতবাদ উদ্ভবের প্রধান কেন্দ্র ইরাণ, মিশর এবং অংশতঃ মধ্য এশিয়া। লোকশক্তি, বুদ্ধিশক্তি এবং বিত্তশক্তি, সকলই ইসলামের ঐ দেশ সমূহ হইতে এই দেশে আসিত। এক কথায় ঐ সকল দেশের সহিত মুসলমান আমলের ভারতবর্ষের জীবন্ত যোগাযোগ ছিল। শুধু ব্যবসায়ী নহেন, কবি নহেন, সৈনিক নহেন, প্রভূত সূফী সন্ন্যাসী মানবপ্রীতির বাণী এবং মুক্তির বাণী লইয়া তৎকালীন আচার্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব হইতে তেহেরাণ, মক্কা, বোখারা, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ মুসলমান কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে একটি নিত্য এবং জীবন্ত যোগাযোগ বর্ত্তমান ছিল। বাংলাদেশের বেশরা ফকীরের মধ্যে ইরাণী কিংবা তুর্কীস্থানী [illegible] একটী যোগসূত্র ছিল বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। [illegible]

স্থানে বাশরা ফকীরদের আস্তানা রহিয়াছে। [দ্রষ্টব্য ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা] চট্টগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুদেশের ভিটার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং গতাগতি সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা যায় না। বাংলাদেশের বেশরা ফকীরদের গানই মারফতী গান। [প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা] বেশরা ফকীরদের বড় আশ্রয়স্থল জিন্দাপীর। জিন্দাপীরকে কেহ কেহ মাদারশাহ বলিয়া উল্লেখ করেন। (Vide Notes on Mohamedanism by T. P. Hughes. আবার কেহ খাজা খিজির বলিয়া থাকেন। (Shah Abdul Latif of Bhiti by S. T. Sorely.)

মাদারশাহ পীরের জীবনী ভারী বিচিত্র। ডক্টর ইনামুল হক তাঁর বঙ্গে সূফীপ্রভাব গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে কলিকাতায় বুহার লাইব্রেরীর পারস্য ভাষার পাণ্ডুলিপি "মিরাত-ই মাদারী" অবলম্বনে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। [Vide Indian Culture Vol. I Pp 340-41] যুক্তপ্রদেশের মাকানপুরে তাঁহার মকবরা রহিয়াছে। (দ্রষ্টব্য ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা— শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, কলিকাতা।) এই মাদারী ফকীর বলিয়া এক বেশরা-ফকীরের দল বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্র রহিয়াছে। মাদারের বাঁশ বলিয়া অন্যত্র একটি বেশরা অনুষ্ঠানের প্রচলন বঙ্গদেশে রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি (দ্রষ্টব্য হারামণি প্রথম খণ্ড।) তাহারা একটি বাঁশকে নানাভাবে সুসজ্জিত করিয়া তাহা লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া গান করে। যে সকল গান তাহারা করে তাহা আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই বাঁশকে মাদারের বাঁশ বলে। এই বাঁশের সঙ্গে মাদারের কি সম্পর্ক রহিয়াছে উহা অবধারণ করিতে পারি নাই। পাবনা, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই বংশপূজা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বা আছে। মাদারের বাঁশকে কোথাও কোথাও গাজীর বাঁশ বলিয়া আখ্যাত করা হয়। গাজী এবং মাদার এক ব্যক্তিই কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। একটি গ্রাম্য গানে পাওয়া যায়—

যাও জিন্দাপীরের খান্দানে
আর হায়াতের মর্ম্ম কে জানে।

এখানে জিন্দাপীর বলিতে বোধ হয় পীর মাদার শাহ্‌কে বুঝাইতেছে। (Notes on Mohamedanism by T. P. Hughes. P. 141.)

বাংলা সাহিত্যে গাজীর গানের কথা সুপরিচিত। গাজীর গানের কথা ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দক্ষিণরায় এবং গাজী ত সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা। গাজীর নাম বাংলাদেশের বাহিরে প্রচারিত আছে কিনা জানি না। তবে মাদারের নাম ভারত বিখ্যাত। গাজী বা মাদারের বাঁশ-বিবাহের একটি বিবরণী তুলিয়া দিতেছি—

With reference to your memoranda regarding to the Mussalman ceremony of marrying girls to a bamboo called Ghazi Miyan, which necessitates their living as fakir, I have the honour to report that I have made enquiries through the police. Ghazi Miyan is said to have been an inspired darvesh, who lived many centuries ago. There are only two places in the Bogra District where these mock marriages take place,—at Hindu kasaba in the police circle Khetlal and Ketua khushiya in police circle Sherpur. The fair at Hindu Kasaba takes place about 10th Jaistha corresponding with 22nd May each year, and lasts one day only. Certain rent free lands near the spot called the Pirpal have been made over to the fakirs to supply funds for expenses of the ceremony, and to support them, and a woman fakir, who was in her childhood, some forty years ago, married to Ghazi Miyan. I am told that for some years the practice of marrying girls with bamboo has not been in force, but it is admitted that girls of five or six were forced into making those mock marriages by their parents. Persons who have lost all their children or have none, think it praiseworthy to vow that, should they have a child who survives he or she shall be devoted to the service of Ghazi Miyan as a propriatory offering for a further increase to that family. When no girl is provided a

mock marriage between two bamboos is customary. (Bogra : Pages 182-83.) এই বাঁশ হইতেছে পীরের প্রতীক, যেমন পদ্ম বুদ্ধদেবের, পাট শিবঠাকুরের। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই রীতি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রকার বিবাহের কথা আর কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। অবশ্য হিন্দুদের দেবদাসীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর অপর কোন দেশে ইহার প্রচলন আছে কিনা জানি না। ডক্টর ওয়েষ্টারমার্ক তাঁহার History of Human Marriges এবং Development of Moral Ideas নামক গ্রন্থদ্বয়ের কোথাও এই বংশ বিবাহের উল্লেখ করেন নাই। ইহা মানুষের মনের এক অদ্ভুত বিকাশ বলিয়া মনে হয়। ওড্‌নেল সাহেব এই গাজীর বাঁশের পূর্ণ বিবরণী দিয়েছেন।—

The ceremony is performed by the neighbouring villages, who collect at the appointed time carrying bamboos intended to represent different persons and variously dressed. First there is the Ghazi Miyan bamboo, clothed in the red cloth called Salu and with a narrow strip of white round it spirally from bottom to top, the whole ending a Chamar or tuft of cow Chamar-hair. By side of this is carried a bamboo called Hatila Sahib dressed in plain red with numerous cow hair tufts along it. Near them follows a third called the "Bibir Bans" or woman's bamboo. It is precisely like the first except that it is shorter and smaller. Behind these came two bamboos called Shah Madar and Baro Madar. They are dressed in black with white similarly wound round them. (Bogra. P. 184.)

আমরা দেখিতে পাইতেছি মাদার শাহ্‌ বা গাজীপীর * এক সময়

---

* শুধু বাংলাদেশে নহে বিহারী চাষাদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত রহিয়াছে। Sir George Grierson বলেন,—

"They (Panch Pir) are worshipped by Mussalman drummers

বঙ্গদেশের চাষীদের মনোরাজ্য দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। নতুবা কি প্রকারে এই বংশ বিবাহ এবং উৎসবের ব্যবস্থা দূর গণ্ডগ্রামে সম্ভবপর হইল? ঢাকার ইতিহাস লেখক বলিতেছেন বগুড়াগ্রামের মাদারী ফকিরের অনেক অলৌকিক কাহিনী লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মাঘীপূর্ণিমার দিন এখনও এই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য প্রায় চল্লিশ সহস্র লোক সমবেত হইয়া থাকে। (ঢাকার ইতিহাস প্রথমখণ্ড— যতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ৪৩৩।)

ডক্টর ইনামুল হক্ সাহেব তাঁর "বঙ্গে সূফীপ্রভাবে" বাস্তুকর শ্রেণীর "দফালী" ফকিরদের দ্বারা হিন্দুগণের পাঁচপীর পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (পৃঃ ২৪১, বঙ্গে সূফীপ্রভাব)

আমরা নল্যা ডাকার কথা জানি। যতদূর মনে হইতেছে মাদারের দাশ কলেরা প্রভৃতির আগমনে কিংবা বিশেষ মানসিক করিয়া সারাদিন দেখাইয়া রাত্রির বেলা সকলে দলবদ্ধ হইয়া ভজন করে বা নল্যা ডাকে। নল্যা শব্দটী সম্ভবতঃ ফারসী নালিদান (অর্থ ক্রন্দন করা) হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। রাত্রিবেলা মাদারপীর সম্বর্দ্ধনের একটি চমৎকার ছবি 'রূপম' (পৃঃ ৯১, ১৯২০) পত্রিকায় (শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু শেখর গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত) প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং পরলোকগত খানবাহাদুর অধ্যাপক আগা মুহম্মদ কাজিম শিরাজী 'মাদার' [প্রাগুক্ত] সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নল্যাগান বাংলাদেশের কোথাও কোথাও এখনও দেখা যায়। মাদারী ফকির সম্প্রদায়ের অলৌকিকত্বের কথা পাদ্রী হিউজেচ্ উল্লেখ করিয়াছেন (Notes. P. 141.), বেশরা বা বাশরা ফকির বাংলাদেশ একসময়ে ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। 'বঙ্গে সূফীপ্রভাব' নামক গ্রন্থে বন্ধুবর ডক্টর ইনামুল হক্ সাহেব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

(Daphali) who during an outbreak of Cholera act as village Mussalman priests. They go about beating drums, with an iron bar wrapped in red cloth and adorned with flowers, which represents Ghazi Miyan. They are paid in kind by the people at whose doors they stop and drum. (Page 40. Behar Peasant life by Sir George Grierson. Patna, 1920.)

করিয়াছেন। উত্তর ভারত ও সিন্ধুপ্রদেশের সূফীদের সঙ্গে বঙ্গের সূফীদের আনাগোনা ছিল। এই সম্পর্কে মুসলমান আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী আলাউল্ হকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তর ভারতের বুল্লাহ্ শাহ্, লাল হোসেন এবং সিন্ধুদেশের শাহ্ আব্দুল লতীফ প্রভৃতি শাহদের জীবনী ও বাণী বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য Punjabi Sufi Poets by Dr. Lajwanta Ramkrishna. Oxford and Shah Abdul Latif by T. Sorley. Oxford. Diwan-i-Abdul Latif by Prof. Gidwani)।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অন্যতম সূফী কবি লালন শাহের কোন কবিতা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই, বা তাঁহার সম্পূর্ণ পদগুলি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় নাই। লালন শাহ্ নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী ভঁাড়ারা গ্রামে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমপাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সঠিক জীবন বৃত্তান্ত আরেও জানিতে পারা যায় নাই। নদীয়া জিলার অন্তর্গত চন্দা নামক গ্রামবাসী বন্ধুবর মৌলবী মীর আহম্মদ হোসেন এম, এস্, সি; বি, টি, এম (অধ্যাপক, ইস্লামিয়া কলেজ, কলিকাতা) আমাকে এক পত্রে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া পাঠান যে নদীয়া জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত ভঁাড়ারা গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে লালনের জন্ম হয়। লালন শৈশবকাল হইতেই ধর্মভীরু ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল লালন চন্দ্র রায়। বিবাহের পর মাতৃসঙ্গে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে যান। নবদ্বীপে তিনি ভয়ঙ্কররূপে বসন্ত রোগাক্রান্ত হন। এই নিদারুণ রোগে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে এবং তাঁহার জীবনের আশা আত্মীয়বর্গ পরিত্যাগ করেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অন্তর্জলী করিয়া রাখিতে তাঁহার মাতাকে উপদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া আসা হয়। ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে এবং তিনি পানীয় জল প্রার্থনা করেন। দৈবক্রমে তথায় একজন মুসলমান মহিলা জল নিতে আসেন। তিনি তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে জলপ্রদান করেন এবং স্বীয় স্বামীর সহযোগিতায়

স্বগৃহে লইয়া গিয়া রোগ পরিচর্য্যা আরম্ভ করেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার জীবন রক্ষা হয় কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটী একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ঐ স্ত্রীলোকের স্বামীটী একজন ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান ফকির ছিলেন। লালন তাঁহাদিগের সঙ্গে ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মমাতা বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তথায় এই মুসলমান পরিবারভুক্ত হইয়া বসবাস করিতে থাকেন। কালক্রমে তিনি স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বে উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। এক্ষণে মুসলমান ধর্ম্মের আচার পদ্ধতি শিখিতে ও পালন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক ধার্ম্মিক মুসলমান ফকিরের সংস্রবে আসিয়া, তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া তিনি অনতিবিলম্বে সংসার বিরাগী হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল নবদ্বীপ অবস্থানের পর তিনি স্বীয় মাতার সন্দর্শন লাভে অভিলাষী হন। তদনুসারে তাঁহার ধর্ম্মপিতার অনুমতিক্রমে স্বীয় গ্রাম ভাঁড়ারায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাইবার সময় তাঁহার ধর্ম্মপিতা বলিয়া দেন, "লালন! আমি তোমার পিতা, আমার নিকট হইতে তোমার দীক্ষা লওয়া সমীচীন নহে। তুমি উপযুক্ত গুরু সন্ধান করিয়া যথাযথরূপে দীক্ষিত হইও। অবশ্য যাহা কিছু শিখিয়াছ তাহা যত্নে রক্ষা করিও।"

বাটীতে ফিরিয়া তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী হইবেন কিনা? তাঁহার স্ত্রী অসম্মত হওয়ায় লালন একাকী পুনর্ব্বার বাহির হইয়া পড়েন। তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার মাতা তাঁহাকে বাটীতে রাখিতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাকে বাটীতে রাখিবে কে? তিনি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া হিন্দু মুসলমান শাস্ত্রসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন, তদনন্তর ধর্ম্মপিতার আদেশবাক্য স্মরণ হওয়ায় সদ্‌গুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, অনেক চেষ্টার পর নদীয়া জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামস্থ সিরাজসাঁই নামক একজন পাল্কী বাহকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট একবৎসর অবস্থান করার পর তিনি ফকিরীমতে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহা জনশ্রুতি যে তিনি এই একবৎসর সিরাজসাঁইকে পাল্কী বহন করিতে দেন নাই। তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করিতেন। যাহা হউক

তিনি সিরাজসাঁইএর নিকট উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া লালনশাহ্ ফকির নাম গ্রহণ করিয়া কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী ছেঁওড়িয়া গ্রামের ভিতর যে গভীর বন ছিল সেই বনের একটী আম্রবৃক্ষের নিয়ে বসিয়া সাধনায় নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি বন হইতে বাহির হইতেন না। আনযেল নামক এক প্রকার কচু খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। পরে গ্রামস্থ লোকেরা সংবাদ পাইলে ফকীরের অনুমতিক্রমে একটী আখ্ড়া প্রস্তুত করিয়া দেয়। কিছুকাল পরে এখানে একজন বিধবা বয়নকারিণী মুসলমান্নীকে তিনি নেকাহ্ করেন এবং পানের বরোজ করিয়া তাহার ব্যবসায় করিতে থাকেন। ফকীরকে প্রায়ই দেখা যাইত না, শুনা যাইত তিনি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নিজভাবে মগ্ন থাকিতেন এবং গান রচনা করিতেন। সকলেই তাঁহাকে দিনের মধ্যে পাঁচবার ওজু করিতে দেখিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ নামাজ পড়িতে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শিষ্যের অবধি নাই। আজ প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বন্ধুবর আহম্মদ হোসেনের উপরিউক্ত বিবরণী হইতে তাঁহার জীবনী সঙ্কলিত হইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জসীমুদ্দীন তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু মালমশলা সংগ্রহ করিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (বঙ্গবাণী, ১৩৩৩) এবং তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দউদ্দীন লালন সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশ করেন। (সওগাত, ১৩৩৫)। মৌলবী জসীম-উদ্দীনের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে তিনি পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে অবস্থানকালে ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করেন। বেশরা ফকীরদের ভাগ্যে ইহা যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। মিসেস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ার নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহাদের শিলাইদহ অবস্থানকালে লালন প্রায়ই তাঁহাদের বোটে আসিতেন। লালনের সুদীর্ঘ বাবরী ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রায় তাঁহাদিগকে গান শুনাইতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত লালনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। অনাথকৃষ্ণদেব তাঁহার "বঙ্গের কবিতা" গ্রন্থে লালনশাহী সুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "গ্রাম্যসঙ্গীতে লালনশাই সুর ও এক সময়ে নাম কিনিয়াছিল" (বঙ্গের কবিতা। কলিকাতা। ১৩১৮ সাল। পৃঃ ২৬৮)

"শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্ত্তমান যুগ" নামক গ্রন্থে বঙ্গের সঙ্গীত-বেত্তাগণের মধ্যে লালনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন, "লালনশাহের রচিত পদ শুনিলেই বুঝা যায় লালন যেমনই প্রতিভাশালী তেমনই উচ্চশ্রেণীর সাধক।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নিম্নে একটী পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। (পুরা পদটী মৌলবী জসীমউদ্দীন সাহেবের 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।)

("আমার) বাড়ীর কাছে আরশি নগর,
এক পড়শী বসত করে
আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম যাতনা সকল যেত দূরে।
(আমার) সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

এই পদে লালন পড়শী বা প্রতিবেশী শব্দে শ্রীভগবানকেই অভিহিত করিয়াছেন এবং 'আরশিনগর' অর্থাৎ দর্পণ-নগর শব্দে দ্বিদলপদ্মস্থান অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ্ঞাচক্রেই জ্যোতিঃ ও রূপ দর্শন হয় বলিয়া বাউলগণ উহাকে 'রূপের ঘর, বলিয়া থাকেন' (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯)

লালন ফকীর অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী পাঠে স্বতঃই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়। সহজ সরল ভাষার মধ্যে কি অপরূপ ভাব ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে! তিনি জটিল ও নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল ভাবে ও সরল ভাষায় তাঁহার রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত মরমিয়াবাদ তাঁহার চিত্তে প্রগাঢ় সমন্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই লোক-কবির বাণী আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণমূল্য অবধারণে ইহার বিশেষ প্রয়োজন, তর্ক এবং বিচারে জাতীয় জীবনের যে সকল জটিল গ্রন্থি উন্মোচন সম্ভব হইতেছে না, লালন এবং তাঁহার মত বাণী চিত্তের সংস্পর্শে আসিলে

তাহা আপনা আপনি খুলিয়া যাইবে। লালনের কিছু গান আমরা ইতিপূর্ব্বে হারামণি প্রথম খণ্ডে (১৯২৬) গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সংগ্রহে তাঁহার কিছু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস্ মহাশয়ের কুষ্টিয়া হইতে লিখিত পত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম যে তথাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এম, এ, মহাশয় লালন ফকীরের সমগ্র গান সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং উহা প্রকাশের চেষ্টায় আছেন। মতিলাল বাবু কিছু গান মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপরাপর বহুলোক বহু পত্রিকায় লালন ফকীরের গান প্রকাশ এবং আলোচনা করিয়াছেন। আমি সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লালন ফকীরের গান সংগ্রহ দেখিয়াই গ্রাম্যগানের প্রতি আকৃষ্ট হই। (দ্রষ্টব্য ধানের মঞ্জরী—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রণীত পৃঃ ১০৩-১১০)

আমি কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্টেট্ শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম লালন ফকীরের গান সংগ্রহের ও সাধনার স্থান ইত্যাদি দর্শন করিবার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যাইতে পারি নাই। মুন্সী মোহাম্মদ জসীমউদ্দীন নামক আমার এক আত্মীয় যুবককে কুষ্টিয়া যাইয়া লালন ফকিরের আস্তানা দর্শন এবং গান সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করি। তিনি মাত্র কয়েকটী গান সংগ্রহ করিয়া আনেন, এবং উহা 'উদয়ন' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রহে প্রকাশিত গানগুলির মধ্যে মাত্র লালন ফকিরের গানগুলি মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৪৫।

লালন লোকোত্তর মরমী কবি। তাঁহার রচনাপাঠ পরম উপভোগ্য। তাঁহার গান শ্রবণে অলৌকিক আন্তরিক আহ্লাদ হয়। তাঁহার ভাব হৃদয়ে সহজে প্রবিষ্ট হয়। তাঁহার রচিত পদাবলীর ইংরেজী অনুবাদ হওয়া উচিত।* আমি লালন ফকীরের ও অন্যান্য কবিদিগের কিছু রচনার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছি।

---

* Verrier Elwin বলিয়াছেন, "The translation of folksongs is specially valuable as opening a door direct into a people's mind. (In his Foreword to the Field of Embroidered Quilt. Oxford. 1934.)

লালন ব্যতীত মদন প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান বাউল ফকীরদের রচিত এবং লোকমুখে প্রচারিত গ্রাম্যগানগুলিও বিশেষ মনোহর। শেখ মদন ফকীরের একটী গান রবীন্দ্রনাথ নিখিল ভারত দর্শন সভায় সভাপতির অভিভাষণে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঐ গানটী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। গানটী নিম্নে তুলিয়া দিতেছি,—

রে নিঠুর গরজী

তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি,

সবুর বিহনে ?

দেখনা আমার পরমগুরু সাঁই

সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল,

তাড়াহুড়া নাই।

তোর লোভ প্রচণ্ড,

তাই ভরসা দণ্ড,

এর আছে কোন উপায়।

রে গরজী !

কয় যে মদন,

শোন নিবেদন,

দিসনে বেদন

সেই শ্রীগুরুর মনে,

সহজ ধারা

আপন হারা

তার বাণী শুনে।

রে গরজী !

লালন ও মদন ফকীর ব্যতীত বাংলা ও আসামে বিশেষতঃ [illegible] অঞ্চলে বহু সংখ্যক গ্রাম্য ফকীরের রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার এই পল্লী গান সংগ্রহে মাত্র রাজশাহী জিলার নওগাঁ মহকুমা অঞ্চলের [illegible] পাওয়া যাইবে। তবে এই অঞ্চলের গানগুলি কোথায় [illegible] [illegible]

কোন্ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নওগাঁ আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। কেননা এই অঞ্চলের গানের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের গানের হুবহু মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য হারামণি (প্রথম খণ্ডে) প্রকাশিত কয়েকটী গানও এই সংগ্রহ হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই। অপরাপর হিন্দু মুসলমান ফকীরদের জীবনী সম্বন্ধে আদৌ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পাগলা কানাইএর জারীগান বঙ্গ প্রসিদ্ধ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার রচনার প্রশংসা করিয়াছেন। যশোহরের সুবিখ্যাত কবি হেডমাষ্টার গোলাম মোস্তাফাকে পাগলা কানাইএর এই সকল জারীগান সংগ্রহ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যশোহর কোর্টের কর্ম্মচারী মৌলবী ওহিদ সাহেব আমাকে পাগলা কানাইএর জারীগান সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে একটি গানও পাই নাই। পাগলা কানাইএর জারী গানগুলি সারল্যে ও মর্ম্মস্পর্শিতায় পূর্ণ। বঙ্গচাষী সম্প্রদায়ের মনের কথা তাঁহার গানে ধরা পড়িয়াছে। আর কাহারও জারীগান এত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নহে। 'শরৎচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের' গ্রন্থকার বলিতেছেন, "কানাই প্রথমতঃ গুরুর উপদেশানুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, এইজন্য ইঁহার নাম রটিল পাগলা কানাই। সাধনাবলে আত্মশক্তির বিকাশহেতু অবশেষে ইঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রকাশ পাইল। কিন্তু কানাই নিরক্ষর। তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি জন্মিল, আসরে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি একসঙ্গে গান রচনা ও গাওনা করিতে সমর্থ হইতেন।" (পৃষ্ঠা ১৫৯) আমরা হারামণির প্রথম খণ্ডে পাগলা কানাইএর একটি গান প্রকাশ করিয়াছি। (দ্রষ্টব্য হারামণি প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৭৩।৭৪) পাগলা কানাই মুসলমান ছিলেন এবং লালন ফকীরের সমসাময়িক ছিলেন। পাগলা কানাইএর পরে ইদুবিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য তিনি ধুয়া রচনায় অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। তিনি যৎসামান্য লেখাপড়া জানিতেন, "শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্ত্তমান যুগ" গ্রন্থকার তাঁহার একটী গান উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "অশিক্ষিত চাষা মুসলমান হইয়া ইদু সেই

কবি খেউরের কালে এমন প্রেমের কথা কোথায় শিখিলেন। আহা প্রতিভার কি মহীয়সী শক্তি। ইদু যথার্থই প্রেমিক" (পৃঃ—১৬১)। পরলোকগত রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ফিকিরচাঁদ বলিয়া প্রখ্যাত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের বাউল গান সংগ্রহ ও জীবনী আমরা পাইয়াছি। কাঙাল হরিনাথ ও লালন ফকির সমকালীন সুহৃদ ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে বহুবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল বলিয়া জানি এবং উভয়ে প্রায় প্রতিবেশী ছিলেন। কুমারখালী এবং কুষ্টিয়া পার্শ্ববর্ত্তীস্থান। কাঙাল হরিনাথের বাউলগানের দল ছিল। তাহাতে জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তাঁহার সাগরেদী করিয়াছিলেন। হরিনাথ একজন ক্ষণজন্মা সাধক ছিলেন। তাঁহার রচনা ঈশ্বরোপলব্ধির জ্যোতিতে পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের কোন বাউলের গান বা জীবনী আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বটতলা হইতে প্রচারিত দীন বাউলের গান সংগ্রহ দেখিয়াছি। গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দীন বাউল নাম লইয়া বাউল গান রচনা করিতেন। লালন, মদন বাউল ও ঈশান ফকীরের নামে গান বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা ও কাব্য রসযুক্ত এবং উচ্চভাবসমন্বিত। ঈশান ফকীরের গান বেশী সংগৃহীত হইতে দেখি নাই। আমি নিজে মাত্র দুইটী গান সংগ্রহ করিয়াছি। একটি প্রবাসী পত্রে ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছি। অপরটী বুলবুল পত্রিকায় ছাপাইয়াছিলাম। ঈশান ফকীরের একটী গান "বঙ্গ-বীণায়" রহিয়াছে। [illegible] চারুচন্দ্র তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। [illegible] পুঁথিতে ঈশানের গানটী ভারী সুন্দর। তাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

দয়া হইতে দয়াময় নাম গিয়াছে জানা
যারে ডাকে দয়া কর আমায় করুণা।
ডাকিলে যে দয়া করে
দয়াল ব'লে কে কয় তারে,
না ডাকিলে দয়া করে দয়াল সে জনা।
এ ভব সাগরে,
কেহ অলি ডুইবা মরে,
লভে না তোর এ হরির নাম পেয়ে যাতনা।

শোন ওহে বংশীধারী,
কইরাছ কড়ার ভিখারী
তবুও তোমার চরণ তরী কখন ভুলি না।
ঘরের বাহির করলে মোরে
এ ছিল তোমার অন্তরে
নিরাশ ক'র্য্যা গাছের তলে নিতে পারলি না॥
দুঃখের কত আছে বাকী,
যা আছে তা দেও দেখি,
আমি কি দুঃখের ভয় রাখি তাহা জাননা।
ঈশানচন্দ্র বলে ভাবছি বেটা
আপনি খাইলা আপনার মাথা
কার কাছে কই দুঃখের কথা ভেবে বাঁচি না॥
বামান দুঃখী পাইলে পরে
কথা বলতাম আমি প্রকাশ করে
সুখী জনা দুঃখীর বেদন কখন জানে না।

ঈশানের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে ছিল নিঃসন্দেহ। তাঁহার কয়েকটী গানই পূর্ব্ববঙ্গ (ময়মনসিংহ, ঢাকা) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শানাল [সম্ভবতঃ শাহ লাল] ফকীরের নামও পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে [সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালে] কবি জসীমউদ্দীন তাঁহার কয়েকটী গান সংগ্রহ করিয়া সরলা দেবী সম্পাদিত ভারতীতে প্রকাশ করেন। শানাল ফকীরের গান আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী জানিতে পারা যায় শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মজুমদার মহাশয়ের "শানাল চরিত" [ঢাকা, ১৩২৬] হইতে।

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন সংগৃহীত মনোহর বাউল গান সংগ্রহ রহিয়াছে। তিনি অতিশয় কৃপণ। রবীন্দ্রনাথ এবং চারুচন্দ্র প্রভৃতি দুই একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ ব্যতীত তাঁহার সংগ্রহ কেহ চক্ষে দেখে নাই। ডক্টর আরণল্ড বাকে আমাকে শান্তিনিকেতন হইতে পত্রে জানাইয়াছিলেন যে মুক্তা যেমন গোপন থাকে, তেমন

ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে এই সকল গান লুক্কায়িত রহিয়াছে, উহা তিনি সহজে প্রকাশ করিতে চান না, ইহা ভারী আশ্চর্য্য। তিনি স্বয়ং বাউলদের মত uncommunicative এবং নির্লিপ্ত। বাংলাদেশে ক্ষিতিমোহনের নাম বাউল গান সংগ্রাহক হিসাবে খুব বেশী, অথচ তিনি একটী সঙ্কলন প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন না। ইহা সত্যই চরম দুঃখের বিষয়। তাঁহার সংগ্রহের কিছু অংশ তাঁহার প্রবন্ধাদিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাদিতে [বিশেষ করিয়া "মানুষের ধর্ম্ম" Religion of Man. London] এবং বঙ্গবীণা, বাংলার কাব্য পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহার সংগৃহীত জগা কৈবর্ত্ত, বিশা ভূঁইমালী প্রভৃতির বাউল গান বাংলা-দেশের একটী আশ্চর্য্য কাব্য ও তত্ত্বলোকের সংবাদ বহন করিয়া আনে। আমার বর্ত্তমান এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহে যে সকল বাউল ও রচকদের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা বাংলার বাউল নামক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাউল গান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার "লোক সাহিত্যে" বাউল গান সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই, বাংলার "ছন্দ" সম্বন্ধে আলোচনা কালে লালন ফকীর প্রভৃতির রচনার ব্যবহার তিনি করিয়াছেন। আমরা টলষ্টয়ের জীবনী হইতে জানিতে পারি যে তিনি রুশদেশের গ্রাম্যগান সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। [Life of Tolstoy. 2 vols. By Maude দ্রষ্টব্য] আমাদের দেশের গ্রাম্যগান সর্ব্বপ্রথম স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন রঙ্গপুর হইতে সংগ্রহ করেন। Govar এর Folksongs of Madras [Madras, 1887.] সুপ্রসিদ্ধ। গোভার সাহেবের বইই সর্ব্বপ্রথম আমাদের লোক-গানের সৌন্দর্য্য ও শক্তির দিকে সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গদেশে গ্রাম্যগান— গাথা নহে—কেহ ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধে আমাদের বাউলদের ধর্ম্ম ও গান সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। [Creative Unity: An Indian folk religion. Calcutta. 1928.] ডক্টর আরনল্ড বাকে আমাদের ভারতীয় গ্রাম্য গান সংগ্রহের জন্য অক্সফোর্ড

ইউনিভারসিটির পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা রোটারী ক্লাবে Folksong Hunting সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বঙ্গের বিদগ্ধ চিত্তে একটী সাড়া চাহিয়াছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে কিছু কিছু বক্তৃতা মাদ্রাজ, বরোদা, নওগাঁ ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দিয়াছিলেন। বরোদায় প্রদত্ত বক্তৃতা কয়েকটি পুস্তিকাকারে বরোদা সরকারী প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। (Baroda State Press. 1934.) আধুনিক কালের মধ্যে চন্দ্রকান্ত, আশুতোষ চৌধুরী, জসীমুদ্দীন, মনোরঞ্জন প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাম্যগাথা সংগ্রহ বিভাগের বেতনভোগী সংগ্রাহকদের নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল পূর্ব্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গুরুসদয়, যোগেন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, আবদুল করীম প্রভৃতির নাম লোকসাহিত্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। আমাদের সঙ্গে যাঁহারা সংগ্রহ কার্য্যে উৎসাহ সহকারে গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৈমনসিংহের করটীয়ার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ মোরশেদের নাম ও গান সংগ্রহ বাস্তবিক প্রশংসনীয়। বীরভূমের জনৈক মুসলমান দোকান কিছু গান সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সত্যার্থী লোকসাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী। [Vide Guzrat and its Literature by K. M. Munshi] তাঁহার রচিত প্রবন্ধ, প্রকাশিত গ্রন্থ এবং সংগৃহীত গান সমগ্রভারতীয় পর্য্যায়ভুক্ত। বিদেশী কর্ম্মীদের মধ্যে Cecil Sharp এর নাম আমাদের আদর্শ মনে হয়। [Cecil Sharp by A. H. Foxtrangways. Oxford. 1930.]

লোকসাহিত্যের আদিভিত্তির কথা আমরা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপে পাই। অন্যান্য দেশে Riddles বা হিঁয়ালী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে মন্ত্রসাহিত্য রহিয়াছে। আমাদের দেশে চোর ধরিবার মন্ত্র, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধি সারাইবার মন্ত্র প্রচলিত ছিল। কবি জসীমুদ্দীন সাহেব ঐ ধরণের কিছু বাংলা মন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমি নিজেও দুই একটী সংগ্রহ করিয়াছিলাম কিন্তু ঐগুলি বর্ত্তমানে খুঁজিয়া পাইতেছি না। মন্ত্রের পরেই ঘুমপাড়ানী গান আসে। সকল দেশেই ঘুমপাড়ানী গান রহিয়াছে [বেদবাণী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।

আরবীতে ঘুমপাড়ান গান আছে বলিয়া খানসাহেব আবদুল হাকীম এম, এ সাহেবের নিকট শুনিয়াছি। মুবাবিরদ ও কামিলে উহার নিদর্শনী পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম আমাদের বাংলা ছেলে ভুলান ছড়ার দিকে বাঙ্গালী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছেলে-ভুলান ছড়া আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর রহিয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "খুকুমণির ছড়া" একটী অতীব মূল্যবান জাতীয় গ্রন্থ। ইহার মধ্যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর এক অভিনব ঐতিহাসিক বর্ণনা রহিয়াছে। বাংলার সুখ-দুঃখের ব্যথা, আশা ও নিরাশা প্রভৃতির বিচিত্র সুর ইহাতে ধৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী শিশুকে কতভাবে কত বিচিত্র সাজে আমরা দেখিতে পাই। খোকনকে হাজার চুমো দেওয়া হইতেছে, খোকনকে নাচান হইতেছে, খোকনকে নাওয়ান হইতেছে, খোকনের বিয়ে দেওয়া হইতেছে, খোকনকে বাবু সাজান হইতেছে, খোকনকে মাছ ধরিতে দেওয়া হইতেছে, খোকাকে ঘুম পাড়ান হইতেছে, খোকাকে নৌকা বিহারে দেওয়া হইতেছে, খোকনকে বাগানিতে দেখাইতেছে ইত্যাদি। একের শিশুর জন্য কত ভাবী জীবন-চিত্র বিচিত্র জাপানী পর্দার মত মনোহর ভাবে পর পর ফিরিয়াছে। বিদেশের দেশের ছেলে ভুলান ছড়া (Nursery Rhymes) এর সঙ্গে আমাদের দেশের খুকুমণির ছড়ার বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। শিশুকে সব সময়ে এত প্রবলভাবে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী ছেলে ভুলান ছড়ার উল্লেখ করা যাইতেছে [দ্রষ্টব্য Mother Goose, Heinneman, London.]। ছেলেরা, শিশুরা সমস্বরে, প্রকাশ্যে ছড়া, আবৃত্তি করিয়া থাকে। ঐ প্রকার ছড়ার সংগ্রহ দেখা যায় না। ছড়ার মধ্যে ভাষা ও ভাব দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। ছেলেদের ছড়ার পরেই মেয়েদের ছড়াও রহিয়াছে। ছোট ছোট ব্রত ও পূজা পার্ব্বণের ছড়া রহিয়াছে। ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বাংলার ব্রত" ঐ প্রকার ছড়ার চমৎকার উদাহরণ। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের সংগৃহীত ব্রতকথাগুলি উল্লেখযোগ্য। মনসার গান, লক্ষ্মীর ছড়া, শনির পাঁচালী, গোরক্ষনাথের পূজার ছড়া, শিয়ালের ছড়া প্রভৃতিতে অবিকশিত ও রূঢ় লোকসাহিত্য পর্য্যায়ের

অপর্য্যাপ্ত সামগ্রী রহিয়াছে। দরিদ্র মুসলমান ভিক্ষুকেরা হিন্দুর বাড়ীতে ঐ সকল ছড়াগান করিয়া জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে। [Vide History of Bengali Leterature by D. C. Sen.] কেহ কেহ বলেন ইহা হিন্দু প্রভাবের ফল। ইহা সত্য নহে। জীবিকা উপায়ের জন্য বহু লোকে বহু পন্থা বা বৃত্তি অবলম্বন করেন। যাহা হউক শিয়ালের ছড়াগুলি বিশেষ উপকারী। নানাগ্রামের নানা লোকের এবং নানা বিষয়ের সুদীর্ঘ ছড়ারাশি আমরা বালক কালে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে শুনিতাম। ইদানীং শিয়ালদের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুসদয় বীরভূম হইতে যে সকল গান সংগ্রহ করিয়াছেন ঐগুলিও ছড়া জাতীয়। ফরিদপুর অঞ্চলের মুসলমান ভিক্ষুকের নিকট ঐ ধরণের সুদীর্ঘ ছড়া শুনিয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সকল সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাই নাই। মুসলমানী ব্রত রোজার সময় রোমজান মাসে ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের ভিক্ষুকেরা দলে দলে পাবনা প্রভৃতি জেলায় ভিক্ষার্থ আসে, এবং ঐ সময় তাহারা রাশি রাশি মুসলমানী ছড়া বলিয়া থাকে। নামাজী, বেনামাজী, অপেরের পাপের শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ক ছড়া তাহারা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ভিক্ষার্থ অনর্গল বলিয়া যায়। এ ছাড়া সাপের ছড়া, ভূতের ছড়া রোজাদের নিকট পাওয়া যায়। সেগুলিও বিশেষ কৌতূহলকর।

মেয়েলী গানগুলি ভারী সুন্দর। আমরা বহু মেয়েলী গান সংগ্রহ করিয়াছি—উহা মুসলমান মেয়েদের নিকট হইতে প্রাপ্ত, দুই চারিটী মাত্র হিন্দু রমণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। মেয়েলী গানে বাংলা দেশের একটী আশ্চর্য্য রকমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল গান অপূর্ব্ব রসসিক্ত। সুবিখ্যাত সমালোচক শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস "হারামণি" প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদের একটী মেয়েলীগানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কোমলতা ও করুণতা এক অলৌকিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই সকল মেয়েলীগানে প্রকাশিত হইয়াছে। কে যে এই সকল গান রচনা করিয়াছে তাহা আদৌ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বাংলাদেশের অন্য প্রকারের বহু গানের স্রষ্টার নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মেয়েলী

গানগুলি সম্ভবতঃ বাংলার নারীর এক বিচিত্র সৃষ্টি। বঙ্গনারীদের অতি প্রাচীন কোন সাহিত্য-সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে নাই। হঠাৎ খনার বচনের ন্যায় এই মেয়েলী গানগুলির মধ্যে যে তাহাদের মঙ্গল হস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে উহার প্রামাণ্য কোন সাক্ষ্য উপস্থিত না করিতে পারিলেও স্বতঃসিদ্ধের মত ইহা গ্রহণযোগ্য যে এইগুলির স্রষ্টা বাংলা হিন্দু মুসলমান নারীবৃন্দ। উৎসব আনন্দে যে কোন কথা এবং অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাহারা তাহা সম্পাদন করিয়াছে। বাংলাদেশের অন্য কোন প্রকার গানের রচয়িতা হিসাবে আমরা বঙ্গনারীকে পাই না। আরবদেশে শোকসঙ্গীত রচয়িত্রীরূপে আরব নারীদিগকে পাই। Dirge বা শোকসঙ্গীত নারীরা তৎদেশে সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যের একটী অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন। [Vide Encyclopaedia of Islam ; and the Mufaddaliyat by C. J. Lyall. P. 215.] আমাদের দেশে ঐ ধরণের শোক-গাথা জন্মলাভ করে নাই। আরব দেশের ঐ সকল সঙ্গীতের রচয়িত্রী যে তাহারা তাহার কোন প্রমাণ নাই। মাত্র সঙ্গীতের রূপ, বিষয়বস্তু, এবং ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ সকল গান আরব রমণীদের সৃষ্টি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরাও বলিতে পারি যে বাঙ্গালাদেশের মেয়েলীগানগুলির স্রষ্টা বঙ্গরমণীকুল।

বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিবার রীতি সম্ভবতঃ অতীব প্রাচীন। তুলসী দাস প্রণীত রামচরিত মানসে আমরা দেখিতে পাই যে রামচন্দ্রের বিবাহের সময় গান গীত হইয়াছে, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা দেখি যে চৈতন্য দেবের বিবাহের সময় পুরনারীরা গান গাহিতেছে এবং নৃত্য করিতেছে। মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা পাই যে নায়কেরা বিবাহ করিতে যাইতেছে, তখন গ্রাম্য নারীরা গান গাহিতেছে। বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিবার এবং নৃত্য করিবার পদ্ধতি ছিল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই ইহার ব্যবহার ছিল। হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষার ফলে উহা ত্যাগ করিয়াছেন। মুসলমানেরা মাদ্রাসা শিক্ষার ফলে উহা আর গ্রহণ করেন নাই। ফলে এই গানগুলি এখন লোকবিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই গানগুলি দ্রুত সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যে মেয়েলীগান সংগ্রহ করিয়াছি

তাহা মুসলমান ভদ্রলোক ও ছাত্রেরা মুসলমান মহিলাদের নিকট হইতে আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা নিজেরাও গ্রাম্য মুসলমান মহিলাদের নিকট হইতে অনেক গান সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের সংগ্রহে দিনাজপুর, পাবনা, নদীয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বগুড়া, প্রভৃতি জেলার মেয়েলীগান রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গান বিশেষ পাই নাই। হাওড়া প্রভৃতি জেলা হইতে মেয়েলীগান সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। ঐ ঐ অঞ্চলের কৃতী ও শিক্ষিত যুবকেরা লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করিলে বঙ্গভারতীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে। মেয়েলীগানের মধ্যে বাংলার যে পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহা ঐ সকল গান পাঠে মিলিবে। আমরা অন্যত্র মেয়েলীগান সংগ্রহ দেখি নাই। বাংলাদেশের মেয়েলীগান সর্ব্বপ্রথম আমাদের "হারামণি" (প্রথমখণ্ড) পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। অপরগুলি পরবর্ত্তী গ্রন্থে প্রচারিত হইবে। ঢাকা ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের (১৯৩২-১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের) মুসলমান ছাত্রেরা আমাকে বহু মেয়েলীগান সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত মেয়েলীগানগুলির মধ্যে মুসলমানী প্রভাব ও রেওয়াজ প্রবল। [দ্রষ্টব্য পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা ৪র্থ খণ্ড—মহীপালের গানের ভূমিকায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন]। মুসলমানী শব্দ, মুসলমান মহিলাদের ব্যবহৃত অলঙ্কার এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির স্পষ্ট ছাপ এই সকল গানে পাওয়া যাইবে। ইহা দ্বারা দেখা যায় বহু আরবী ফারসী শব্দও ইহার মধ্যে রহিয়াছে।

জাগ গান উত্তরবঙ্গের প্রিয় গ্রাম্যগান। রাখালবালকেরা সমস্ত পৌষমাস ধরিয়া রাত জাগিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া থাকে। জাগগান পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা জানি না। জাগ শব্দটী সম্ভবতঃ জাগরণ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। গোরক্ষবিজয়ে 'জাগরণ' পাওয়া যায়। মধ্যযুগে আমরা "......মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে" জানিতে পাই। মঙ্গলচণ্ডীর গান রাত্রিজাগরণ করিয়া সম্পাদিত হইত। এবং জাগগান ও রাত্রিজাগরণ করিয়া গীত হয়। অন্য কোন গ্রাম্যগান রাত্রিজাগরণ করিয়া দলবদ্ধ ভাবে গীত হয় না। অবশ্য সাধারণ গ্রামবাসীদের পক্ষে রাত্রিই কর্ম্ম হইতে

বিশ্রাম লইবার উপযুক্ত সময় এবং বিশ্রাম লইবার সময়ই আমোদ উৎসব করিবার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পূর্ব্ববঙ্গে গ্রাম্য উপাখ্যান বা পরমকথা বা রূপকথা বলিবার প্রশস্ত সময় রজনী। সমস্ত পৌষমাস ধরিয়া জাগগান গাহিয়া রাখাল বালকেরা সংক্রান্তির দিনে মাঠে যাইয়া উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্র এই উৎসব আহারাদির দ্বারা পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই জাগ গান সোনা পীর, শ্রীচৈতন্য দেব ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাখাল বালকদের গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে। কৃষ্ণযাত্রা বা গোষ্ঠযাত্রা ও গ্রাম্যযাত্রার তিনি শ্রেষ্ঠ নায়ক। রাখাল বালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া গান রচনা করিয়া গ্রামবাসীদিগকে গান গাহিয়া শুনাইবে, এবং যৎসামান্য ভিক্ষা লইবে তাহা আদৌ আশ্চর্য্য নয়, এবং গৃহবাসীরা যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যৎসামান্য ভিক্ষা দিবে তাহাও বিশ্বাস্য। সোনাপীরের জীবনী লইয়া রাখালেরা কত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মৈমনসিংহ গীতিকা হইতে জানিতে পারি। সোনা পীরকে আমরা জানি কিন্তু এই সোনা পীরের গান হইতে তাঁহাকে উত্তর বঙ্গের পাবনা জিলার একজন প্রসিদ্ধ পীর বলিয়া অনুমান করা যায়। পাবনার ইতিহাস রচয়িতা রাধারমণ সাহা পাবনা জিলার সোনাবাজু, সোনা পরগনা, সোনাতলার বিল প্রভৃতিতে সোনা পীরের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। এক গানের দুই ছত্রে সোনা পীরের বাটীর স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে।

চাটমোহর সহর দিয়া সোনা পীরের বাড়ী,
চল্লিশ হাজার ঘর যাহার দক্ষিণ দুয়ারী।

চাটমহর পাবনা জিলার একটী মুসলমান-প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে একটী প্রাচীন মসজিদ রহিয়াছে। তাহার গাত্রমূলে ইষ্টকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি লক্ষিত হয় [প্রাগুক্ত দ্রষ্টব্য]। সুতরাং ধারণা করা যায় যে সোনাপীর এক সময় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। রাখাল বালকেরাও তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলীর দ্বারা চমৎকৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া গান রচনা করিয়াছিল। তবে একটী আশ্চর্য্য কথা এই যে সোনাপীর এবং মাণিক পীরের নামের মধ্যে সোনা এবং মাণিক দুইটী খাঁটী বাংলা শব্দ। যাহা

হউক সোনা পীরকে লইয়া জাগগান পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বাংলা দেশের রাখালেরা আলোচনা করিতেছে—ইহাই আশ্চর্য্য নতুবা তাঁহার জীবনীত' বাংলাদেশে একেবারে ছাইয়া গিয়াছিল। আমি অপর কোন পীর বা দেবের জীবনী বা বিষয় লইয়া রচিত কোন জাগগান দেখি নাই। জাগগানের এক অংশ আমরা বহুপূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। অপর এক অংশ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ছাপাইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে উহা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

জাগগানের এক অংশ পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, উহা সম্পূর্ণ জাগগান নহে, তবে মাঝে মাঝে জাগ গানের দুই চারিটী ছত্র পাওয়া যায়। শুধু এই সোনারায়ের গান যাহাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের একজনের বাড়ী পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে। এই সোনারায়ের গানের মধ্যে মেয়েলীগানের কয়েকটি ছত্রও মুদ্রিত হইয়াছে। 'মংসঙ্কলিত 'হারামণি' প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৯৭ এবং ৯৮ দ্রষ্টব্য এবং পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার ৪র্থ খণ্ডের ২য় ভাগের পৃষ্ঠা ৪৭১ দ্রষ্টব্য।' শুধু তাহাই নহে পাবনা জেলার প্রচলিত জাগগানের ধুয়ার সঙ্গে "সেও ফুলে হ'লনারে সোনারায়ের বিয়া" এবং পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার সোনারায়ের গানের ধুয়া মিলিয়া যাইতেছে। (দ্রষ্টব্য প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৪৭১)। যাহা হউক জাগগানগুলি একত্র করিলে তবে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৩২৮ সালের প্রবাসীর 'বেতালের বৈঠকে' জাগগান সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তদুত্তরে কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন যে ঢাকা এবং বাখরগঞ্জ জেলায় অন্য নামে* অনুরূপ উৎসব প্রচলিত রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে লোকসঙ্গীতের ইতিহাসে জাগগান একটি বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য নিঃসন্দেহ।

আমরা রাজসাহী সরদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে অবস্থান কালে এক রজনীতে নিকটস্থ একটি হিন্দু-বাটীতে জাগগানের অনুরূপ গান দল বাঁধিয়া গাহিতে শুনিয়াছিলাম। আমি ঐ সকল গান সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

* দ্রষ্টব্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৯ সাল পৃ ১৬৭-১৭০।

ঘাটুগান মৈমনসিংহ জেলার একপ্রকার গ্রাম্যগান। মৈমনসিংহ জেলার গাথা জাতীয় গান ত পৃথিবী খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মৈমনসিংহের ঘাটুগানের সংগ্রহ আমরা বেশী দেখি নাই। ঘাটুগানও জাগগানের বা গোষ্ঠযাত্রার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রধান গান। আমরা নিজেরা ঘাটুগান শুনি নাই বা মৈমনসিংহের ঘাটুগান পুস্তকাকারে বিশেষ দেখি নাই। এইজন্য আমরা আমাদের জনৈক পরিচিত মৈমনসিংহবাসীকে এই বিষয়ে এবং এই সকল গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে ঘাটুগান লিরিক বা খণ্ড কবিতা জাতীয় গান।

ঘাটুগানে একটি সৌম্যদর্শন কিশোরকে মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া গানের আসরে নামান হয়। অনেক সময় ঘাটু বালকের চুরি করিবার কথা পর্য্যন্ত শোনা যায়। ঘাটুগান মৈমনসিংহের বিশেষ প্রিয় গান। ঘাটু শব্দটীর উৎপত্তি হইল কি করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ঘাটের সঙ্গে—যমুনার ঘাটের সঙ্গে এই গানগুলি যুক্ত বলিয়াই ঘাটুনাম হইয়াছে। যমুনার ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার মিলনের কথা সর্ব্বজনবিদিত। যাহা হউক মুন্সী [illegible] উদ্দীন সাহেব শ্রীহট্ট হইতে যে কয়েকটি ঘাটুগান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে দুই একটী উদ্ধার করিয়া দিতেছি। একটি গানে পাই

একরূপ আমারই অন্তরে গো রইল,
আরেক রূপ সইগো, যমুনার কিনারে।
জল ভরিতে গেলাম সইগো যমুনার কিনারে,
গাগরী নামাইয়া গো জলে চাইয়া রইলাম রূপ পানে।

এই গানটী হইতে দেখা যাইতেছে জলের ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সাক্ষাৎকার হইতেছে। অনুরূপ প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ মৈমনসিংহ গীতিকায়—

"জল ভর সুন্দর কন্যা, জলে দিছ ঢেউ।
আমার সঙ্গে কও না কথা আমার সঙ্গে নাই কেউ"—

জলের ঘাটে মিলনের কথা পাইতেছি।

অপর একটি ঘাটুগানে পাই

কত বারে বারে করি গো মানা ডুবাইও না কলসী
ওগো জলে ঢেউ দিও না গো সখী।
একে ঘাটে চিকন গো কালা, গলে শোভে বনমালা
হাতে মোহন বাঁশী।
শ্যামের বাঁশীর সুরে মন উদাসী গৃহে রইতে পারি না
শ্যাম কালারূপ নিরখি ওগো জলে ঢেউ দিও না।

এই কবিতাটীর সুরের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার সুরের ঐক্য পরিলক্ষিত হইবে। রাধার মনের গোপনীয় কথা ভারী চমৎকার ভাবে গ্রাম্য কবি আঁকিয়াছেন। জলের মুকুরে শ্রীকৃষ্ণের চিকন কাল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবার কি ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত হইয়াছে। এই আকুল আগ্রহের প্রধান কারণ কালার মোহন বাঁশীর মাতুময় সুরধ্বনি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, তাই সে বারে বারে বলিতেছে।

বাজে বংশী গহীন কাননে গো কি শুনাইলা হায়
মোহন মুরলী রবে প্রাণই যায়।
যখন বঙ্কে বাজায় গো বাঁশী, শুনিয়া মন হয় উদাসী
পিঞ্জিরার পাখী গো হয়ে ঝুমিয়ে মরি :
আকুল করিল চিত্ত শ্যাম চিকন কালায়
গো মোহন মুরারী বার প্রাণই যায়।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ও বিরহের প্রতীক স্বরূপ। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কয়েদী জেলে যাইতেছে, তবুও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গান গাহিতেছে, ইহা সত্যই আশ্চর্য্য। *

দলবদ্ধ ভাবে অপরাপর যে সকল গান বাঙ্গলায় গীত হয়, তাহার মধ্যে জারী গান রহিয়াছে। জারীগান হজরত ইমাম হোসেন এবং হাসানের নিষ্করুণ হত্যার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। জারীগান সম্ভবত বাংলার

* ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত বিদ্যাপতির "কীর্ত্তিলতা"র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। পাগলা কানাইএর ধূয়া ও জারীগান সুপ্রসিদ্ধ। নিম্নোক্ত মৈমনসিংহের জারীগান বাঙ্গালার ব্রতচারীদলের প্রচেষ্টায় সুপরিচিত।

কাইয়া ধান খা'লরে
থাবার মানুষ আছে আমার কামের মানুষ নাইরে!

গানটী ব্রতচারীদের কল্যাণে বাঙ্গালার ব্রতচারী দ্বারা গীত হয়।

আমাদের হারামণি প্রথম খণ্ডে একটী জারী গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, উহা নীচে তুলিয়া দিতেছি।

"হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন
ওহে সেই পথে ফিরিলে দুই ভাই জোরের ভাই এমাম হোছেন।
সেই না পথে যাবোরে আমি করো আমার গোর কাফন
রামলক্ষণ গেছেরে বনে অযুধ্যা ছেড়ে।
ঐ লক্ষণ গেছেরে দুই ভাই মিলিয়া একত্র করে
ভাই ভাই বলে ডাকছে হানেফ আর কি প্রাণের ভাই আছে
যে বনের বল কাশেমারে জয়নাল সে বল ফেলেছে
যদি বনের বল করছ তুমি সে বল কি পার আমার আছে
জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।"

জারীগান বাংলার মুসলমানদের নিজস্ব করুণাত্মক গান। জারী গানের মত বাংলার সুর অন্য কোন গানে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্রভাবে অন্য কোন পল্লীগানে যুদ্ধ করা হয় নাই। মানুষ অবস্থার দাস। চারিদিকে মরু ধূ ধূ করিতেছে। এক বিন্দু বারি পাইবার উপায় নাই। পিপাসার্ত্ত নরনারী বিশেষতঃ শিশুদের অসহ্য এবং অকথ্য যন্ত্রণা দেখিয়া সভাই আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে

"জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।"

বিদেশী পর্য্যটকেরা ইরাণীদের এই শোকাবহ উৎসব দেখিয়া চোখের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বিদেশীরা এই মহরম শোক উৎসবের

অভিনয়কে Miracle plays বা Passion plays নাম দিয়াছেন। মীর মশররফ হোসেন মরহুম তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধুতে' বঙ্গে আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জারীগানের বিষয়বস্তু লইয়াই ইমাম যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। যাত্রা সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য বলিবার বাসনা রহিল। [জয়ন্তী উৎসর্গ—অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

সারিগান সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত নাই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলিতেছেন, [অশ্লীলতা-দুষ্ট লোকসঙ্গীতে] কুৎসিত সামাজিক গান বা নৌকায় বাইচ খেলিবার সময় বিশেষ করিয়া গীত হয়।" (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান পৃষ্ঠা ২০৫৩)। এই গানও জারীর ন্যায় সমস্বরে গীত হয়। রামপ্রসাদের গানে পাওয়া যায় "রামপ্রসাদ বলে কালী নামে দাঁড়ের সারি গেয়ে।" বাংলার একটি কবিতায় পাই "সারি গেয়ে দাঁড়ীগণ বেয়ে যায় তরী।" সারিগানের প্রচলন পূর্ব্ববঙ্গেই সমধিক। নৌকা বাইচের সময় এই গানের অতীব প্রচলন ও সমাদর হয়। নদীনালা খালবিল যখন বর্ষার জলে টইটুম্বুর হয় তখন পল্লীবাসীদের চিত্ত বর্ষার আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং সেই আনন্দ তাহারা প্রকাশ করে নৌকা বাইচে এবং সারি গানে। ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের নৌকা বাইচ সুপ্রসিদ্ধ। ঢাকাতেই নবাবী নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখনও নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিবৎসর মহাসমারোহে বুড়ীগঙ্গায় নৌকা বাইচ সম্পাদিত হইতে দেখিয়াছি। অতীব ক্ষোভের বিষয়, আমাদের নবীন শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এই সকল জাতীয় সামরিক ক্রীড়া ও আনন্দ উৎসব হইতে সাবধানে নিজদিগকে দূরে রাখেন। নৌকা বাইচের গান আমরা বেশী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সারিগান এককালে খুব প্রচলিত ছিল। ইদানীং অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক কারণ বশতঃ ইহা ঘটিতেছে। সারিগানেও শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে লইয়া অনেক অশ্লীল গান পাওয়া যায়। সারিগান নৌকা বাইচে ব্যতীত অন্যত্র গীত হয় বলিয়া শুনি নাই। বৈঠার তালে তালে এই গান গাওয়া হয়।

গম্ভীরা গান মালদহের সুপ্রসিদ্ধ গান। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার প্রণীত "Folk Element in Hindu Religion" এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস

পালিত প্রণীত "আদ্যের গম্ভীরা" নামক পুস্তকদ্বয়ে ইহার বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক গান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত কিছু লিখিলাম না।

বীরভূমে প্রচলিত "ভাদোর গান" এবং তদঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত গান ও নৃত্য—বাগদীরাই সাধারণতঃ এই উৎসবের উদ্যোগকারী। ভাদো দেবীর পূজা উপলক্ষেই এই সকল গান গীত হয়। "Hasting's Encylopædia of Religion & Ethics" এর Bagdi প্রবন্ধে পাইতেছি 'They also parade the effigy of a female saint named Bhadu who is said to have been daughter of the Raja of Puchet, and who died a virgin for good of the people. Her worship consists of songs and wild dances in which men and women and children take part. (Vol. II. P. 328.) বাগদীদের ভাদোর অনুরূপ একটি উৎসবের কথা ওরাওঁদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং উহাই অবিকল ঐ জাতির উৎসব। তাহাদিগকে প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করা হয়, [illegible] প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বাংলাদেশ হইতে বহুদূরেও পাওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ প্রাচীন পরিবেশ বা রীতি এক্ষণে বদলিয়া এবং [illegible] রূপে অস্পষ্ট লুপ্ত হইতে পারে। যাহা হউক ওরাওঁদের রীতি [illegible] প্রদেশের নির্দেশক, প্রাগুক্ত গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে।

"After this all eat and make merry, dance and sing obscene songs and indulge in orgies in which self-respect and decency are forgotten". [Vol. II P. 503.]

বীরভূমবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছি যে ভাদো উৎসবটীও অশ্লীল। স্বল্প মূল্যে সুলভ কাগজে এই সকল গান ছাপাইয়া বিক্রয় হয় বলিয়া শুনিয়াছি। দুই একটী প্রবন্ধ এ সম্বন্ধে কোথাও কোথাও প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত "বিরা" ভাসাইবার উৎসবের খুব প্রচলন এককালে ছিল। বর্ত্তমানে উহা প্রায় এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। রঙ্গপুর

জেলায় বিরা উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি। এইসব উৎসব উপলক্ষে রঙ্গীন বিচিত্র কাগজে দোলমঞ্চ তৈয়ারী হয়। খাজা খিজরের কোন গান প্রচলিত আছে কিনা জানিনা। খাজা খিজর * সম্বন্ধে স্যার রিচার্ড টেম্পল London Folk Lore Society এর রজত জয়ন্তী উৎসবের সভাপতির অভিভাষণে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। [Vide the Indian Antiquary. Supplement. August. 1930. Pp. 3-14.] খাজা খিজরের প্রভাব বঙ্গীয় গণচিত্তের উপর অপরিসীম, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিরা উৎসব বালককালে পাবনায় নিরীক্ষণ করিয়াছি।

"সংবাদপত্রে সেকালের কথা" হইতে জানিতে পারা যায় খাজা খিজরের বিরা উৎসবে কলিকাতার গণ্যমান্য হিন্দু নাগরিকেরাও বিশেষ উৎসাহ সহকারে যোগ দিতেন।

মুর্শিদাবাদ হইতে "ভাল ভোলের" কিছু গান সংগ্রহ করা গিয়াছে।

নন্দলাল সেনগুপ্ত তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ভূমিকায় [পৃষ্ঠা, ১৩১] হাপু গানের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ঐ গান শুনি নাই ও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পাগলা কানাইয়ের ধুয়া সুপ্রসিদ্ধ, ইন্দু বিশ্বাসের নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ধুয়া লিরিক জাতীয় কবিতা। ধুয়া সম্বন্ধে আমাদের 'হারামণি' প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। [দ্রষ্টব্য 'হারামণি' ১ম পৃষ্ঠা ৷৶০]

চৈত্র মাসে পাট ঠাকুরের পূজার গান বা গাজনের গান বাংলা দেশের বিশেষ প্রিয় লোকসঙ্গীত। আমরা ঐ সকল গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাংলায় শৈব সঙ্গীত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া শুনি নাই, তবে শ্যামা সঙ্গীতেই দেশ ছাইয়া আছে। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত ত এখন লোকসঙ্গীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বাংলার অতিপ্রিয় আগমনী গান এই শ্যামা সঙ্গীতের এক মধুর দিক বলিতে হয়। শিবকে অবলম্বন করিয়া পটুয়ারা গান করে। "পটুয়া সঙ্গীত" ৺গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের দৌলতে এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শিবকে একেবারে ঘরোয়া চাষীতে

---

* সিন্ধু প্রদেশে খাজা খিজরের প্রভাব জনচিত্তের উপর প্রবল। S. T. Sorely প্রণীত Shah Abdul Latif of Bhit দ্রষ্টব্য।

পরিণত করা হইয়াছে। তাঁহার কোচনীর বা মেচনীর প্রেম একেবারে নিতান্ত গ্রামীণ ব্যাপারে পর্য্যবষিত হইয়াছে।

শ্যামা-সঙ্গীত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সংগ্রহে বর্দ্ধমান জেলা হইতে সংগৃহীত সহস্রাধিক শ্যামা-সঙ্গীত রহিয়াছে। শ্যামা-পূজা বঙ্গীয় হিন্দু জমিদারদের অতিপ্রিয় কর্ত্তব্য ও উৎসব। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শ্যামা-সঙ্গীত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কীর্ত্তন সুরের গ্রাম্য গান পাওয়া যায়। আমাদের 'হারামণি' প্রথম খণ্ডের শেষ গানটী বারমাসী কীর্ত্তনসুরে বোধ হয় গীত হইতে পারে।

নানান ধরণের নানান সুরের গান গ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায়, এই সকল গান দেশীয় গান পর্য্যায়ভুক্ত। ভারতীয় দেশী সঙ্গীত মুসলমানী আমলে পর্য্যাপ্ত উৎসাহ পাইয়াছিল। হিন্দুযুগে মার্গ সঙ্গীত আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশী সঙ্গীত ও সাহিত্যের তাদৃশ সমাদর ও চর্চ্চা ঐ যুগে হয় নাই। মুসলমানদের আমলেই ইহাদের সমাদর ও চর্চ্চা হইয়াছিল। মিয়া তানসেনের অপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রতিভার যাদুস্পর্শে দেশী সঙ্গীত যেন অকস্মাৎ অহল্যার মত নবীন শ্রীসৌন্দর্য্য পাইয়া আপনার মাধুর্য্যে সকলকে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। মুসলমানের স্পেনে লোকসঙ্গীতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। Zazal জজল এবং Muwash Shah মুবাশাহ নামক দুইটি নূতন ধরণের লোকসঙ্গীতের সুর ইঁহারা স্পেনে জন্ম দিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য Pp. 416-17 এবং Pp. 449 50. Literary History of the Arabs. By R. A. Nicholson. London. 1914.)। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ব্ববঙ্গের পরাগল খাঁর দেশী সাহিত্যে অজস্র উৎসাহ প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা কি দেশী সঙ্গীতের উৎসাহ দেন নাই? এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করিলে স্থির সিদ্ধান্তের পক্ষে অনুকূল হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল লোক-সঙ্গীত এবং সুর প্রচলিত রহিয়াছে তাহা যথাযথ রূপে সঙ্কলন করিলে হিন্দু ও মুসলমান দেশী সঙ্গীতের স্বরূপ বুঝা যাইবে। Dr. Arnold Bake এই প্রকারের গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি হিন্দু ক্লাসিকাল

সঙ্গীত সম্বন্ধে পারগ; লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে অতীব কৌতূহলী, মুসলমান সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হয় নাই। ১৯৩২ সালে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস্ মহাশয়ের নওগাঁস্থ বাংলোতে তাঁহার সঙ্গে রাজসাহীর লোকসঙ্গীত রেকর্ড সম্পর্কে বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। তিনি কলিকাতা Rotary Club এ Folk Song Hunting of India* সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি বলেন যে ভারতীয় লোকসঙ্গীতের একটি survey করা উচিত।

আমরা নিজেরা স্বরবিদ্ নহি। কাজেই আমাদের সংগৃহীত লোক-সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা করিতে পারি নাই। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সম্বন্ধে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব বঙ্গদেশে হইবে না। ইতিমধ্যে গ্রামোফোন কোম্পানীর মারফতে রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া, মৈমনসিংহের জারী, মালদহের গম্ভীরা ও অন্যান্য গ্রাম্য সুর রেকর্ড করা হইয়াছে। বাংলার বাউল, ভাটিয়ালী ও ঢাকার ছাদপেটা গানও রেকর্ড হইয়াছে। আব্বাস উদ্দীন, কে. মল্লিক, শচীন দেববর্ম্মণ, অজয়কুমারের নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তবে অনেকস্থলে ইঁহারা খাঁটী দেশী সুরেরও বাত্যয় করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে হয়। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ও সঙ্গীতের বদহজমীর দরুণ আমরা আমাদের ঘরের সামগ্রী ঘৃণা করিতে শিক্ষা পাইতেছিলাম। সেই হাওয়া যে বদলাইয়াছে ইহা কতকটা সুখের বিষয়। অন্য যে কোন দেশের রস-সামগ্রী উপভোগ করা, রসসিক্ত চিত্তেরই প্রয়োজন।

---

* Suggesting means for the collection and preservation of folksongs and folkdances, Dr. Bake said that what was needed, was a band of "hunters" fitted with recording instruments knowing the language of the people in the places they went to These people should visit each province, district and village, survey each caste and community for what they possessed with regard to songs, games aud dances. He added that along with the records of songs, films should be taken of dances and games. (Vide the Statesman. dated 20. 4. 33.)

আমাদের গ্রাম্যগান গাহিবার জন্য গোপীযন্ত্র বা লাউয়া সুপরিচিত। গোরক্ষবিজয়ে লাউয়ার কথা বারে বারে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এখনও অলাবু খোলে প্রস্তুত এক তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রকে লাউয়া বলে। কোথাও কোথাও ইহাকে একতারাও বলে। সারিঙ্গ বা সারেঙ্গী কাষ্ঠনির্ম্মিত মজবুত এবং একাধিক তারযুক্ত। ইহার সুর বড়ই করুণ। উজান বা ভাটী যাইতে তরঙ্গহীন নদীর বুকে ইহার সুরলহরী এক অজানিত দরদের আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে। ভাটিয়ালী গানের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে একটী এলায়িত সুরশ্রী বিস্তারিত হয়। দুই তারযুক্ত দোতারা নামক গ্রাম্যগীত গাহিবার যন্ত্র পাওয়া যায়। করতালও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। করতালের পরিবর্তে কোথাও কোথাও কাঠের দুইটী দণ্ড দ্বারা এক প্রকার অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করা হয়। মুর্শিদী গানের আসরে ঢোল ব্যবহৃত হয়। কোন কোন গানে বাঁশিও ব্যবহৃত হয়। বাঁশী ও অতীব প্রিয় যন্ত্র। পল্লী বালকের [illegible] মোহন বাঁশীর সুরে [illegible] মোহিত হয়। শুনা যায় [illegible] বাঁশীর সুরে মুগ্ধ [illegible] স্বীয় আবাস ভুলিয়া যায়। [illegible] প্রথম যাদে [illegible] বিপন্ন হয়; [illegible] পুরুষদের শুনিতে নাই।

এই সকল গ্রাম্যগান সকল প্রকারের গান। [illegible] রাখাল বালকদের [illegible]। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই গান গাহিয়া থাকে। মুসলমানদের [illegible] গান গাওয়া সমাজে [illegible] একটু নীচু বা অবজ্ঞার পাত্র হইয়া থাকে। কাজ করিবার সময় গান গাওয়া হয়। সাধারণতঃ মাঠের কাজের শ্রম ও কষ্ট ভুলাইবার জন্যই গ্রাম্যগান গ্রাম্য কৃষকেরা গাহে। মেয়েরাও গান গাহিয়া থাকে। তবে উৎসব ব্যতিরেকে তাহাদের গান বড় শুনা যায় না, পুরুষরা রাত্রির বেলাতে কাহাকেও অপরদিগকে গান শুনাইয়া থাকে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম। মেয়েরা অবশ্য পুরুষদের গান উপভোগ করে, ক্ষেত্রমতে পান প্রভৃতির যোগান দেয়। নিজেদের আত্মীয় হইলে আবার দুই একটী গানের ফরমাস করে। জেলেরাও

গান গাহিয়া থাকে। জেলেদের নিকট হইতে আমরা কোন গ্রাম্য গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ফকীর, বৈরাগী ও বৈষ্ণবীরা ত গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। কবির গানের কবিরা পেশাদার গায়ক। জারী গানের দল আছে। সারি মাত্র নৌকা বাইচের সময় গীত হয়। পল্লীতে নহে, প্রান্তরে এই গান গীত হয়। রীতিমত দলবল লইয়া, আসর বান্ধিয়া গান গাহিতে হয়। নৌকার মাল্লা ও মাঝিরা ও গান গায়, তাহার সাধারণতঃ কৃষকশ্রেণীর। চট্টগ্রামের নৌকাকে সাম্পান বলে। সাম্পানের মাঝির গান চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ লোক সঙ্গীত। কাজী নজরুল ইসলাম সাম্পানের মাঝির সুর আমাদের শিক্ষিত সঙ্গীতভুক্ত করিয়াছেন। চট্টগ্রামে বিবাহোৎসবের গান পুরুষ ও নারী উভয়েই গাহে। অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক এম-এ বলেন "এই প্রকার গায়ক দুই শ্রেণীর। প্রথম অন্দর বাড়ীতে মেয়েরা বিবাহের সময় মেয়েলী গান গায়। দ্বিতীয় বহির্বাটিতে পুরুষেরা সুর করিয়া গান গায় এবং লাঠি খেলে। পুরুষদের মধ্যে যাহারা গান গায়, তাহারা পাল্কীর বেহারা। বিবাহের সময় তাহারা যেরূপ প্রাণ খুলিয়া গান গায়, তাহা বেশ উপভোগের বিষয়।" (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৬৪৭, মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ় ১৩৪২) আমরা যে সকল মেয়েলী গান ছাপাইয়াছি বা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা চট্টগ্রামের গান হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এই জন্য আমরা উপরিউক্ত প্রবন্ধ হইতে একটি গান তুলিয়া দিতেছি।

"সোণার নাপিতা রে

আঁয়ার অ বাড়ী যাইবা

সোণার নরইং রূপার বাটি

সাঙ্গি করি নিবা।

ও সোণার নাপিতারে।

ভালা করি কামা নাপিত

বাপের দুর্লভ পুতরে।

চিকণ গড়ি কামা নাপিত

সুন্দর তুলি কামা নাপিত

মায়ের দুর্লভ পুতরে। [প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৬৪৭]

বরের গোসলের সময়, কামানের সময়, কাপড় পরাইবার সময় প্রভৃতি সময়ে প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগী গান রহিয়াছে এবং উহা গীত হয়। আমাদের সঙ্কলিত হারামণি প্রথম খণ্ডে (পৃষ্ঠা ৯১—১০৯) অনেকগুলি ঈদৃশ গান রহিয়াছে। রাজসাহী জেলার নওগাঁ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মেয়েরা বিবাহোৎসবের সময় সদলে বিবাহ বাড়ী আসিয়া বিবাহের প্রয়োজনীয় গীত ও নৃত্য সম্পাদন করিয়া মূল্য লইয়া যায়। অতীতে (অর্থাৎ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে) পুরুষেরাও মেয়েলী গান গাহিত বলিয়া শুনিয়াছি। বিবাহের গানই খুব বড় উৎসবের গান। "মুসলমানী" দেওয়ার উৎসব উপলক্ষে গান গাওয়া হয়। ঐ গান আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সাধারণতঃ মুসলমান মেয়েরাই ঐ গান গাহিয়া থাকে। হিন্দু মেয়েরা বিবাহের উৎসবে গ্রাম্য গান গাহিয়া থাকে বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু আমি ঐ সকল গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মাত্র বর্দ্ধমান জেলা হইতে ঐ প্রকার কতগুলি মেয়েলী গান পাইয়াছি। হিন্দু সমাজের যুবকেরা এদিকে মনোযোগী হইলে ভাল হয়। [illegible] পল্লীগ্রামের অপরাপর বৃত্তি অবলম্বনকারীরাও গান গাহিয়া থাকে। সন্ধান করিলে প্রত্যেক পল্লীবাসীর নিকট হইতে লোকসঙ্গীতের দুই একটা [illegible] সংগ্রহ করা যায়। মুসলমান সমাজের পুরুষেরা [illegible] ভদ্রলোকেরাও এককালে ফকিরী গান গাহিতেন। পাবনা জিলার সুজানগর থানার অন্তর্গত মুরারীপুর গ্রামের কাইমিরজীদের [illegible] মধ্যে এই ফকিরী গান প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের দুই একজনের নিকট হইতে কয়েকটী ফকিরী গান সংগ্রহ করিয়াছিলাম, [illegible] মুন্সী [illegible] হোসেন ও তদীয় মধ্যম ভ্রাতার প্রদত্ত কয়েকটী গান আমাদের হারামণি প্রথম খণ্ডে রহিয়াছে। (দ্রষ্টব্য হারামণি পৃষ্ঠা ১৪)। মুসলমান সমাজের উচ্চস্তরেও এই 'বেদাতী' প্রথা ঢুকিয়াছিল। চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারে সুশিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিরা ফকিরী গান গাহিয়া থাকেন। বিলাত ফেরত জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার পিতার রচিত কতগুলি অনুরূপ ফকিরী গানের বই আমাকে উপঢৌকন দিয়াছেন। ঐ সকল গান কুমিল্লা অঞ্চলেও বিশেষ প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। বটতলা হইতেও মাইজভাণ্ডারী সুরের গানের একখানি ক্ষুদ্র

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মাইজভাণ্ডার যাইতে পারি নাই। তবে শুনিয়াছি চট্টগ্রামে ও চট্টগ্রামের বাহিরে মাইজভাণ্ডারী একটী বড় দল রহিয়াছে। বটতলা হইতে অপরাপর ধরণের বাউল এবং মারফতী গানের কতগুলি পুস্তক হিন্দু মুসলমান গ্রাহকদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দীনবাউলের নাম বিখ্যাত।

মুসলমান শাস্ত্র সঙ্গীতের ঘোরতর বিরোধী। শাস্ত্রকে অমান্য করিয়া গান বাড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহার জন্য বড় ভোগ করিতে হইয়াছে। মুসলমান সুফীদের 'সামা' গান ও নৃত্য সুপ্রসিদ্ধ। তুর্কীর মৌলবী [= মেভ্‌লভী] সুফী সম্প্রদায়ের গান বাজনা ও নাচ ত জগৎ বিখ্যাত। মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী ঐ দলের আদিগুরু। গানের জন্য মুসলমান অধ্যুষিত বঙ্গ গ্রাম্য অঞ্চলে এখনও একটা তীব্র বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। একটী উদাহরণ দিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজবাড়ী [ই, বি, আর] রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সোনাকাঁদর গ্রাম নিবাসী পরলোকগত মৌলবী আব্দুল লতিফ সাহেবের পুত্র ঠাণ্ডা বা ঠানা মিয়ার এইজন্য জেল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পিতা ঐ অঞ্চলের একজন সুবিখ্যাত আলেম ও জবরদস্ত লোক ছিলেন। হিন্দু মুসলমানেরা তাঁহাকে অকৃত্রিম ভক্তি করিত। তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের উপকার করিতেন। তিনি পাশ করা পাকা মৌলবী ছিলেন। কাজেই সঙ্গীতের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ গান গাহিতে সাহস করিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঐ অঞ্চলের তন্তুবায় শ্রেণীর মুসলমানেরা বেশরা গান অর্থাৎ ফকিরী গান গাহিতে থাকে, তাহা তিনি নিষেধ করেন।

ঐ অশিক্ষিত মুসলমানেরা ইহা আদৌ কর্ণপাত করে না। ফলে তিনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাদের গানের আসর ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে হাতাহাতি এবং অকস্মাৎ জনৈক ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়; পরে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়। অপর আর দুই একটী উদাহরণ *

* ঢাকা ২৭শে এপ্রিল

গতকল্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি. এস. পি. মুখোপাধ্যায় সাভার থানার বোলমাসি নিবাসী মনসুরালি, নবাবালি ও অন্যান্য ১১ জন মুসলমানকে প্রতিবেশী মুসলমানের

in the pilgrimage, the Egyptian Government ascertained in April that Ibn saud intended to impose certain humilating restrictions on the customary ceremonial of the Mahmal, on the ground that it savoured of idolatry. After a diplomatic correspondence which appears to have been as ardous as that which had been provoked by king Husayn in 1923, the Egyptian Government at length induced Ibn saud to sanction the traditional procedure, except that the military escort of the Mahmal were not to smoke or to play their music. Accordingly the Mahmal started out on its customary itinerary ; but on the 19th. June during a halt at Mina, the Najdi pilgrims encamped on the spot were infuriarated by the bugle calls of the Egyptian escort and began to stone the Egyptian caravan Ibn saud informed of what was happening, at once sent his son Faysal to intervene, with a party of Najdi troops ; but before these had succeeded in dispersing their fanatical countrymen, the Egyptians opened fire, with the result that twenty five Najdi pilgrims (men, women and children) and forty camels were killed, and Ibn saud had to intervene in person to stop the fighting. P 319. [Vide Survey of International Affairs 1925. vol. I. Edited by A. J. Toyenbee. Oxford. 1927.]

চট্টগ্রাম কলেজ — মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

১৯৪০

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের উন্নতিবিধানার্থ কোন প্রকার ইঙ্গিত বা সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন বা পল্লীগান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশার্থ প্রেরণ করিতে চাহেন তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব। ক্রমশঃ আরও পল্লীগান সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

টাঙ্গাইলের কবাতিপাড়া নিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ খুরশীদ সাহেব কতকগুলি গান আমাকে পাঠাইয়াছেন।

পল্লীগান গায়কের মুখ হইতে অবিকল যাহা শুনা যাইবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং [illegible] সকল ঠিকানা ইত্যাদি দিতে হইবে। পল্লীগানের কোন প্রকার পরিবর্তন করা নিতান্তই গর্হিত কর্ম। পল্লীগান [illegible] লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। যেগুলির ভাব উচ্চ এবং [illegible] vulgar পল্লীগান [illegible]।

[illegible]

মুহম্মদ মনস্তুর উদ্দীন এম-এ
অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ
রাজসাহী

বাংলার বাউল

আমাদের মধ্যে এককালে গভীরভাবে জ্ঞানচর্চ্চা হইয়াছিল। সেই জ্ঞানস্পৃহা এবং জ্ঞানচর্চ্চার ধারা আমাদের মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি আমাদের চতুষ্পার্শ্বে কি ঘটিতেছে সে বিষয়েও আমরা অত্যন্ত উদাসীন। হিন্দুমুসলমান সমস্ত বাঙ্গালীরই এই মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, আজও তাহা প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছিলেন "দেশের এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু না হইবার কারণ, নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিষ আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত।" যাহা হউক আমার মনে হয় এখন নিজেদের ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া আগ্রহের সঙ্গে এই আলস্যের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের খবর লইতেই হইবে নতুবা আমাদের চিন্তাধারা ও মননধারার পরিস্ফুরণ দেখা যাইবে না। আর একটি কথাও বলিয়া রাখি যে, বিদেশীয় পণ্ডিতেরা আমাদের অনেকের অনাদৃত অবজ্ঞাতপ্রায় এবং অজ্ঞাত বাউলদের জীবন ও বাণী বিশেষ যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিতে লিপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং আমাদের আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বাংলাদেশে বাউল বলিয়া একটী সম্প্রদায় আছে, আর এই সম্প্রদায়ের সঠিক বিবরণ তাহাদের মতবাদের ইতিহাস এবং তাহাদের জীবন আদর্শের প্রত্যেক গানগুলি এখনও সংগৃহীত হইল না। গুণিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এই বাউলদের জীবন ও বাণীর কিছু কিছু সন্ধান করিয়াছেন এবং তাহাদের রচনা ও গান দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিতেছি,

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি আমার লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সদাসর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ

আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময় আমার মনের মধ্যে সহজভাবে বিঁধে গেছে।" (হারামণির ভূমিকা পৃঃ ৵০)। সুতরাং আমার মনে হয় বাউলদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই অনুসন্ধান কি প্রকারে সহজ ও ফলপ্রদ হইতে পারে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বাংলাদেশের সবগুলি জেলার সরকারী বিবরণী Gazetteerএ আছে। এই সকল গেজেটিয়ারে প্রধান প্রধান ধর্ম্মস্থান, ধর্ম্ম উৎসব প্রভৃতির কিছু কিছু কাহিনী দেওয়া আছে। বাংলাদেশের অনেক জেলার ইতিহাস স্বতন্ত্রাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গেজেটিয়ার এবং ইতিহাস অবলম্বন করিয়া আমরা বাউলদের কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করিতে পারি। বাংলাদেশে বাউলদের প্রধান প্রধান কেন্দ্রের ইতিহাস, তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবনী এবং গান সংগ্রহ করিতে হইবে। স্থানের ইতিহাস, জীবনী এবং গান প্রত্যেক জিলা হইতে জোগাড় করিতে হইবে। তাহা হইলে বাউলদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর হইবে। এই প্রস্তাব লোকসমাজে প্রচার করা নিতান্ত সহজ কিন্তু ইহার ক্ষুদ্রতম অংশও ত কার্য্যে পরিণত করা কঠিন ব্যাপার। তবে কঠিন কাজও সমাধা হইতেছে, আর এই কাজ কেনই বা সম্পন্ন হইবে না। কিন্তু এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করিতেছি। বাংলা দেশের অধিকাংশ জেলাতেই ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিদের সাহায্য পাইলেই ইহা সহজে সম্পন্ন হইবে। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতেই উচ্চ ইংরাজী, মধ্য ইংরাজী ও প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবর্গের কার্য্যকরী সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে এই দুরূহ কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হইবে। বাংলাদেশের জমিদারদের দুর্ভিক্ষ হয় নাই, তাঁহাদের প্রবল সাহায্য পাওয়া নিশ্চয়ই যাইবে। আমার নিজের কথা বলিতে পারি যে ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া এই দুরূহ কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত

করিলে নিশ্চয়ই ইহা সফল হইবে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অশীতিপর গ্রাম্য ভদ্রলোকের নিকট হইতে এই বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। রাজসাহী জেলার পতিসরের একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে কতগুলি গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সুশিক্ষিত মৌলবীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের পুরনারীর সাহায্যে বিবাহোৎসবে গীত মেয়েলী গান সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে পূর্ণিয়া নিবাসী মৌলবী সানাউল্লা এম, এ, সাহেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বারা কাজ করা যাইবে, তাহা আমি সবিশেষ জানি। নওগাঁ মহকুমার পণ্ডিতেরা আমাকে যে প্রকার উৎসাহের সহিত সাহায্য করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদের সাহায্যে আমি নওগাঁ হইতে অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। এই গানগুলি সত্বরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে * এবং ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নাম স্বীকৃত হইবে। সম্ভবতঃ এই গানগুলি ঢাকা বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবে। † সুতরাং নওগাঁ মহকুমার মত অন্যান্য মহকুমায় উপযুক্ত সাহায্য পাইলে গানগুলি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। [illegible] ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের [illegible] এ বিষয়ে আমাকে [illegible] কষ্ট করিতে হইবে, তবেই এই [illegible] সম্ভবপর হইবে।

বাংলাদেশের এই [illegible] প্রচলিত গানে পাওয়া যাইবে। এই সমস্তের মধ্যে [illegible] না থাকিতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু [illegible] বাঁধিয়া গান গাহিয়া তাহারা জীবন কাটাইত [illegible] সন্ধান লইতে হইবে। শেখ সাদী পৌত্তলিকতার স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যে সোমনাথ মন্দিরে সেবকের কাজ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আলবেরুনী রাজপুত্র হইয়াও সুদীর্ঘকাল

---

* এই গ্রন্থের গানগুলি নওগাঁ মহকুমায় সংগ্রহ। † কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল।

কৃচ্ছ্র জ্ঞান সাধনায়, ভারতীয় তথ্যের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে কি সেই স্বাস্থ্যবান জ্ঞান চর্চ্চা দেখা দিবে না। বাউলদের মধ্যে প্রচলিত কতগুলি গান সাহিত্যের দিক্ হইতে হিসাব করিলে অতিশয় উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। এ বিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি। "এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্ব্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।" (হারামণির ভূমিকা পৃঃ—৶০) সুতরাং এই গানগুলি যথা সম্ভব দ্রুত সংগ্রহ করা উচিত, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির নানা তথ্য পাওয়া যাইবে। এমন সকল তথ্য পাওয়া যাইবে, যাহা লিখিত ইতিহাসে পাওয়া সম্ভবপর নহে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বাউল গান ছাড়া, কবি গান কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পুরাতন ভারতীতে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার "লোকসাহিত্যে" ইহার কিছু সাক্ষাৎ মিলিবে। শুধু তাহাই নহে। তিনি Visvabharati Quarterly "বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কয়েকটী গানের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার The Fugitive. [Macmilan & Co. Calcutta.] নামক ইংরাজী গ্রন্থে, এই জাতীয় কয়েকটী গানের অনুবাদ রহিয়াছে। তাঁহার "Religion of Man" নামক গ্রন্থে অনেকগুলি বাউল গান তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং বাংলার বাউলদের গানগুলি সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি সে বিষয়ে কেহ দ্বিমত হইবেন না।

বাউল কাহাদিগকে বলিব ? পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় ইহাদের তুলিয়া ভারী চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের সম্বন্ধে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াদিতেছি।

"একটী বিশেষ ধর্ম্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত "আছে" এই অর্থদ্যোতক ল প্রত্যয় যোগ করিয়া

নিষ্পন্ন ; এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধনা করেন, তাঁহারা বাউল। কেহ বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস প্রশ্বাস অর্থ জীবনধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা বাউল। আবার কেহ বলেন সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রকৃতরূপ বাউল। যাঁহারা বাতাধিক তাঁহারা পাগল, যাঁহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে, এরূপ সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার ব্যবহার সম্পন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় বাউল।"

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে এই বাউলদের বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার সহিত আলোচনার ফল মৎপ্রণীত 'হারামণি' প্রথমখণ্ডে পাওয়া যাইবে। হারামণি হইতে তাহাদের কাল নির্ণয়ের জন্য নিম্নে কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে নিশ্চয়ই মুসলমান ফকীর হইতে। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বাউল সম্প্রদায় প্রবল ছিল।" (হারামণি ১ম খণ্ড পৃঃ—৪১)

বাউলদের ধর্ম্মমতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বাউলদের গানগুলির অনেক লোক সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পারস্যের সুফীদের মত বাউলেরা বিশেষ ভক্তিশীল। আমার মনে হয় ইসলামের আদি যুগের পারস্য সূফীগণ অবনতির বৌদ্ধ শ্রমণদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সংস্পর্শে এই সুফীদের জীবনে কার্য্যকরী হইয়াছিল কেননা পোষাকে প্রায় উভয়েই হইল একই প্রকারের। এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত [illegible] এবং জীবনযাত্রা প্রণালীও সম্পূর্ণরূপে এক জাতীয়। আবার বাংলা দেশের এই বাউলের পোষাক মুসলমান সুফীদের পোষাকের ন্যায় এবং ইহারা বৌদ্ধ শ্রমণদের ধ্বংসাবশিষ্ট বলা যাইতে পারে। নাথ যোগীদের সহিত ইহাদের মতবাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। শুধু মতবাদের নহে, জীবন প্রণালীরও সম্ভবতঃ সম্পর্ক থাকিতে পারে।

বাউলেরা ধর্ম্মের "আচার বিচারের মরুবালুরাশিতে" নিজেদিগকে হারাইয়া ফেলে নাই। তাহাদের নিজেদের উপর বড় বেশী জোর দিয়াছে।

ইহাদিগকে প্রকৃত সহজিয়া বলা যাইতে পারে, কেন না সকল বিষয়ে ইহারা সহজভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করে। আহারের জন্য, পোষাকের জন্য, উপদেশের জন্য অন্যের কাছে হাত বাড়াইতে আদৌ উৎসুক নহে। "সহজভাবে জীবন যাপন এবং ধর্ম্ম সাধন করাই বাউলদের উদ্দেশ্য, সেইজন্য তাহারা চুল দাড়ি বাড়িতে দেয়, কিছুই কাটে না। ইহারা কাহারও উচ্ছিষ্ট মতের ধার ধারে না, তাহারা প্রত্যেকে নিজের বিবেক বুদ্ধির নির্দ্দেশ ও ধারণা অনুযায়ী চলিতে চায়।" (বঙ্গবীণা, পৃঃ ১৫১)

অধ্যাপক ক্ষিতি মোহন সেন ইহাদের এই মনোভাবের মূল উৎস সন্ধান করিতে যাইয়া ঋক্‌বেদের ব্রাত্যদের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাত্যেরা বৈদিক্ যুগের আচার বিচার মানিত না, তাহাদের ইচ্ছা মতই চলিত। উত্তর ভারতেই তাহাদের বাসস্থান ছিল। এই হিসাবে অবশ্য ইহাদিগকে বাউলদের আদি পুরুষ বলা যাইতে পারে। ব্রাত্যদের অনেক পরে বাংলাদেশে নাথ যোগীদের সাক্ষাৎ মিলে। তাহারা বিশেষ মতাবলম্বী ছিল এবং ভ্রমণশীল ছিল। এই নাথ যোগীদের সঙ্গে বাউলদের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা হয়। নাথ যোগীদের অনেক পরে আবার মুসলমান সূফীরা আসেন। নাথ যোগীদের জীবনে বড় কথা ছিল ত্যাগ, মুসলমান সূফীদের জীবনের প্রধান কথা হইল প্রেম। উত্তরকালে এই উভয় মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিল এই বাউলদের মধ্যে। বাউলেরা এই নাথ যোগীদের বা বৌদ্ধ পন্থাবলম্বী ছিলেন। কেন না বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক প্রশ্ন, অনেক তথ্য, অনেক সত্য বাউলদের গানে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে বাউলদের মধ্যে প্রচলিত উপমার ধারণার এবং বলিবার ভঙ্গীর সঙ্গে নাথ যোগীদের রচিত দোঁহার বেশী সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত বৌদ্ধগান ও দোঁহার দুই একটী গান এখানে তুলিয়া দিতেছি।

"পড়িল ভিত্তি কি উত্থিত হোই ॥
তরুফল্ দরিশনে এউ অঘঘাই।
বেজ্জ দেকখি কি রোগ পালাই ॥"

"পতিত ভিত্তি কি উত্থিত হয় ?
তরুস্থিত ফল দেখিলে তাহার আঘ্রাণ হয় না।
বৈদ্য দেখিলে কি রোগ পালায় ?"

ইহার সঙ্গে তুলনা করুন

বিলে কি ইলশে থাকে ?
কিলালে কি কাঁঠাল পাকে ?

এই দুইটি কবিতায় প্রশ্ন করিবার ধারা একই।

নিম্নের দুইটী গানের বিষয় বস্তু একই জাতীয়

দুলি দুহি পিটা ধরণ না জাই ;
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই
আঙ্গন ঘর পণ শুন গো বিআতী
কানেট চোরে নিল অধরাতী।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
(চর্য্যা ২)

[illegible] হয় মোর চোকে বিশ্বাস করে কে ?
তোমার [illegible]
বান হয় কি বৃষ্টির জলে ?
শুক নি চাইলে মেলে, জলে দোকান পাতি।
(হারামণি পৃঃ ৩৬)

দুলি (অর্থাৎ কচ্ছপী) দুহিয়া পাত্রে (দুগ্ধ) ধরিতেছে না ;
গাছের তেঁতুল কুম্ভীরে খাইতেছে।
অঙ্গনকে ঘরে লইয়া আইস, ওগো বিআতী (তুমি) শুন।

অর্দ্ধ রাত্রিতে কানেট (অর্থাৎ কর্ণপট্ট, কর্ণভূষণ), চোরে লইয়া গেল,
শাশুড়ী নিদ্রা গেল, বহুড়ী জাগিয়া আছে ;
কানেট চোরে লইল, কোথায় গিয়া তাহা খুজিবে ও
দিবসে বহুড়ী কাকের ডরে ভয় পায় (অথবা ভরে বাকড়ে)
কিন্তু রাত্রি হইলে কামরূপ যায়।
এইরূপ চর্য্যা কুকুরীপাদের দ্বারা গীত হইল
কোটীর মধ্যে একটীর হৃদয়ে
(ইহা অর্থাৎ ইহার প্রকৃত অর্থ) প্রকাশ করিল।

এই গানটার সঙ্গে নীচের গ্রাম্য গানটার তুলনা করুন।

"সাঁই করবেশের কথা, এ কথা বলবো কারে
শুনবে কেরে, কারে বলব কি ?
পরকে বুঝাতে পারি নিজে বুঝি না।
বলদ্ রইল গাভীর প্যাটে পাহা গেল মাঠে।
আগ্‌নে গেল গড়গড়াতে সূর্য্য ম'ল দীপে
গঙ্গা ম'ল জল পিপাসায় ব্রহ্মা ম'ল শীতে।
আমি এক কথা শুন্যা আ'লেম ত্রিবেণীর ঘাটে
একটা ছেলে জন্ম নিল তিন পোয়াতের প্যাটে।
রাজার বাড়ী চুরিরে পুষ্করিণীর পারে সিঁদ্
জলের উপর সয্যা পাত্যা চোরা পারে নিদ। (হারামণি পৃঃ ৭৭-৭৮)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার এই ভ্রমণশীল ও ভিক্ষাজীবীদের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে এই বিষয়ের সুস্পষ্টতার জন্য তুলিয়া দিতেছি—পাল বংশের রাজত্ব কালে বাংলার অবস্থা কিরূপ ছিল তৎসম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ছিল,—

"দেব-ভজা আর গুরু-ভজা God worshipper আর Man worshippe1 গুরু ভজা গুরু হতে রায় গুরু হয়ে হয়ে শেষে বজ্রযানে এসে দাঁড়ায়, এরা দেহাত্মবাদী। এই দেহটাই সব, এই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র অনুকরণে স্বর্গ নরক আছে। আমাদের দেশে যারা ভিক্ষা করে, এরা বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ন।" [প্রবাসী মাঘ, ১৩৩০, পৃষ্ঠা ৪৭৭]। সুতরাং এই

ভিক্ষাজীবী বাউলদের নিকট হইতে অনেক কিছু জানিবার আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এক সময় সমস্ত ভারতবর্ষে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সে বৌদ্ধধর্ম্ম গেল কোথায়? তুরুক তাজিকেরা আসিয়া হয়ত তাহাদের কোন কোন মঠ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, শাস্ত্রবাদী গোঁড়া হিন্দুরা তাহাদের যথেষ্ট উৎপীড়ন করিয়াছিল। কিন্তু একটী ধর্ম্ম কি এত সহজে জনসাধারণের মধ্যে হইতে লুপ্ত হইয়া যায়? নিশ্চয়ই লোপ পায় নাই। এই ধর্ম্ম রাতারাতি ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহার ধারা নিরন্তর ভাবে স্রোতস্বতী। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের ফল্গুধারার সন্ধান আমাদিগকে দিয়াছেন। ইহাদের জীবনপ্রণালী ধর্ম্মমত পোষাক পরিচ্ছদ মিলাইয়া দেখিতে হইবে এই ধারার ইতিবৃত্ত কতটুকু জানিতে পারা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের বড় কথা হইতেছে শূন্যবাদ, এই শূন্যবাদের নিদর্শন বাউলদের মধ্যে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি। "ভারতীয় মধ্যযুগে শূন্যবাদ" নামক প্রবন্ধে এ বিষয় তিনি বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "বাংলা দেশের বাউল নিরঞ্জনদের মধ্যেও এই শূন্যবাদ পাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলের [illegible], [illegible] ও [illegible] বাজপুরী বাউল সমাজে, উত্তর বঙ্গের [illegible] [illegible], ঢাকা বিক্রমপুর নবসিংদী বাউল সমাজে এবং রাঢ়ের বাউলদের মধ্যে সকলেরই শূন্য ও 'সহজের' খুব বড় স্থান।" [illegible]

এই শূন্য কি? এই শূন্য সম্বন্ধে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন "শূন্যবাদ বা শূন্যতত্ত্ব অতি প্রাচীন, বেদের দশম মণ্ডলের (নাসদীয় সূক্তে) স্পষ্টভাবে শূন্যতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অঘমর্ষণ হিরণ্যগর্ভ (৪।১০) আসিল, ব্রহ্মণস্পতি ও বিশ্বকর্ম্মা (১০,৮১) প্রভৃতিতেও শূন্য তত্ত্বের আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ গ্রন্থের সৃষ্টিবাদের প্রভাবও শূন্যতত্ত্ব প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। উপনিষদে "অসঙ্গম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্" বলিয়া ব্রহ্মের যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের কোন

পার্থক্য দেখা যায় না। বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অনাত্মক। আত্মাশূন্য জীবের চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের আত্মা নাই, অথবা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির নিরাময় চিন্তা ও বৈরাগ্যের আধার মনের মধ্যে ও আত্মা নাই।" (চারুচন্দ্রের শূন্যপুরাণ পৃঃ ৯২-৯৩)

চারুচন্দ্র এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অধিক অবগত হইবেন।

শূন্যবাদের পরেই তাহাদের সহজবাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। সহজমতবাদ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত প্রবোধচন্দ্র বাগচী বাউলদের ধর্ম্ম নামক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "এই সহজ সাধনা উত্তর ভারতের মধ্যযুগের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র,—এর উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের সহজযানে, প্রসার গণপন্থী বৈষ্ণব বাউল ও কবির পন্থীদের সাধনায়।... ...এ সহজ কি তা লালন ফকীর অন্যভাবে বলেছেন।

"সুখ পা'লে হও সুখ ভোলা,
ও মন দুখ পা'লে হও দুখ উতলা।"
লালন কয় সাধনের খেলা [১১]
মন তোর কিসে জুৎ ধরে
"মহারস যার হৃদকমলে।" [১১]

এই মহারস হচ্ছে সহজ, সুখ বা দুঃখে চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হবে না— বাস্তব জগতের কোন আঘাতেই মন চঞ্চল হ'বে না—এই উদাস অবস্থার হচ্ছে সহজ অবস্থা। বৌদ্ধ সহজ মানে সিদ্ধেরা বলেছেন—সহজে জ্ঞান অভাব নাই, পাপ পুণ্য নাই, রাগ বিরাগ নাই, সহজ স্বভাবতঃই নির্ম্মল, এই সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হ'লে স্বপ্ন, ভূত আর মন ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ উপাধি সকল নষ্ট হয়, সম রস উৎপন্ন," (বাউলের ধর্ম্ম—প্রবোধচন্দ্র বাগচি। দৈনিক বঙ্গবাণী, ৭ই মাঘ, ১৩৩৮)

বাউলদের সাধনা সহজ সাধনা হইলেও গুরু ব্যতিরেকে এই পথে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্য তাহারা সর্ব্বদা গুরুর ভজনা করিবার, গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিবার জন্য আদিষ্ট ও প্রস্তুত। এই গুরুবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাধনা হইতে গৃহীত হইয়াছে। গুরুবাদ অর্থ মনের একটি বিশিষ্ট

ভঙ্গী। পারস্যেও গুরুবাদের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল এবং সুফীদের মধ্যে উহা পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সুফী গুরুবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ গুরু-বাদের মিলন ঘটিয়াছিল ভারতবর্ষে। মুসলমান সুফীরা এবং বৌদ্ধ শ্রমণেরা একই ভাবে গুরুকে শ্রদ্ধা করিত। এ সম্বন্ধে বাউল গান প্রবন্ধে আমি কিছু আলোচনা করিয়াছি।

যাহা হউক শূন্যবাদ, সহজ বাদ, এবং গুরুবাদ মিলাইয়া তবে বাউলকে পাওয়া যাইবে। বাউলদের পরিচয় গান ব্যতিরেকে অন্য কোথায় বিশেষ পাওয়া যাইবে না। যাহাতে স্পষ্টভাবে তাহাদের কথা জানিতে পারা যায়। ইহাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন মুদ্রিত কি অমুদ্রিত পুস্তক দেখি নাই। বাউলদের মধ্যে কতকগুলি [illegible] ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত আছে বলিয়া শুনা যায়। উহা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। [illegible] হইতেছে আমরা সত্যের সন্ধান করিতেছি [illegible] আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ঐ সকল [illegible] গ্রহণ করিতে যাইতেছি না, [illegible] উহাদের সম্বন্ধে একজন [illegible] উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"The reader may find much that will outrage his feelings, and possibly hurt his sense of modesty: but the concealment of truth is the only indecorum known to science. To keep anything secret within its cold and passionless expanse would be the same as to throw a cloth round a naked statue. P. 7. (The History of Human marriage by Edmond Westermarck. Macmillan & Co. 1901.)

মৌলবী [illegible] সাহেবের "[illegible] ফকীর" গ্রন্থে (নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৩১২ সাল) এবং রঙ্গপুরে প্রকাশিত "বাউল ধ্বংস ফৎওয়া" নামক অন্য এক গ্রন্থে এই বিষয়ের কিছু উল্লেখ আছে। এই বাউলেরা খাঁটী মুসলমান নহে। তাহা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। তাহাদিগকে শরিয়তানুযায়ী মুসলমান বানাইয়া লইতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে তাহারা যাহা তাহার সঠিক বিবরণ একটা প্রয়োজন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের হঠযোগে

অনেক কুৎসিত ব্যাপার ঘটে। বাউলেরাও হঠযোগ সাধনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করে। তিব্বতে তান্ত্রিকদের মধ্যে যে সকল কদাচার প্রচলিত রহিয়াছে তাহা ভয়াবহ।* বৌদ্ধ তান্ত্রিকমত অতিশয় জঘন্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের শেষ চিহ্ন বাউল। পরে তাহারা হিন্দু গোঁড়া সমাজের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বোধ হয় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এবং এই জন্যই তাহাদের পূর্ব্ব আচরিত ঘৃণাকারজনক, অহিতকর ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানগুলি গুপ্তভাবে চলিয়া আসিতেছে। লৌকিক তান্ত্রিকবাদের কোন ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই তান্ত্রিক মতবাদ তিব্বতের পার্ব্বত্য প্রদেশে এখনও অবিশ্রান্ত ভাবে প্রচারিত হইতেছে।†

কেহ কেহ বলেন বাউলেরা বৈষ্ণব (দ্রষ্টব্য বিশ্বকোষ পৃ ১২০ এবং বঙ্গবীণা—চারুচন্দ্র প্রণীত)। উহা ভুল। বাউলের মধ্যে একদল অবশ্য বৈষ্ণব আছে, তাই বলিয়া সকলেই বৈষ্ণব নয়। তাহারা যেমন বৈষ্ণব নয় তেমনি আবার মুসলমান সূফীও নহে। তাহারা সকলে বাউল। বিশ্বকোষ সঙ্কলিয়তা বাউলদের অঘোর পন্থী কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য বিশ্বকোষ পৃ ১২০)

* ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গ্রন্থ Les Chants Mystique De Kanha et De Saraha সমালোচনা উপলক্ষে Jarl Charpentier বলেন "It is more suitable to speak of them as tantric; and their vocabulary as explained by Mr. Shahidullah is of the specifically tantric trend which may well evoke interest but which is mainly—like the doctrines it is used to interpret—of a very repulsive nature. However in the History of Indian (and Tibetan) religion Tantra has played and is playing a great role. P. 40. [Indian Antiquary, 1930]

† Who and what are the devotees to the Tantric systems, which has been described as a "diseased excrescence borrowed from the Hindus and based upon the worst part of Saivism" is never divulged, but that it has a firm hold on community is proved by the frequency with which its various aspects are pictorially expressed. 'Love profane and love divine' seems to be main underlying principle of tantricism, but its esoteric nature has kept fortunately its gross tenets from becoming generally known. P. 39. [Picturesque Nepal by Percy Brown. London. 1912.]

বাংলা দেশের বাউলদের মধ্যে লালন ফকীরের নাম সুপ্রসিদ্ধ। লালনের বাড়ী কুষ্টিয়া। তিনি উনবিংশ শতকের লোক। লালন জাতিতে হিন্দু ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। লালনের বহু শিষ্য আছে। কাঙ্গাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদ নামে পরিচিত। তাঁহার জীবনী জলধর সেন প্রকাশিত করেছেন।

ঢাকা জেলার শানাল ফকিরের নাম বেশ পরিচিত। তাঁহার রচনা গভীর এবং মরমী। তাঁহার গানগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ঢাকা জেলার কলাকোপার বলাই ক্ষ্যাপা সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারও অনেক শিষ্য সাগরেদ আছে। তাঁহার রচনাও বিশেষ সংগৃহীত হয় নাই। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন তাঁহার কয়েকটী উৎকৃষ্ট গান সংগ্রহ করিয়াছেন। ঢাকা জেলার নরসিংদী বাউলদের একটি প্রধান আড্ডা। এইখানে বহু বাউল বাস করে। সেখানকার বাউলদের সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত বিবরণ এপর্য্যন্ত কেহ লেখেন নাই।

[illegible] গম্ভীরতা, কবিত্ব [illegible] বিবরণ এখনও [illegible] বাউল যে বিষয় [illegible]

[illegible] জেলার [illegible] তাঁহার [illegible] সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পাঁচু ফকীরের বাড়ীও কুষ্টিয়া অঞ্চলে। তাঁহার গানগুলি বটতলা হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ মুদ্রিত পুঁথিখানি আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পুঁথিখানির আমার বিশেষ প্রয়োজন।

মেছেলচাঁদ ফকীরেরও অনেক গান আছে। তাঁহার বাড়ী ফরিদপুরের রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রামে। তাঁহার রচনাগুলিও বটতলা হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

হারামণি দ্বিতীয়খণ্ডে অনেকগুলি বাউলের গান রাজশাহী জেলার নওগাঁ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের জীবনী ও বাসস্থান সম্বন্ধে কিছুই

সংগ্রহ করিতে পারি নাই। রাজশাহী জেলার অধিবাসী যুবকেরা আমাকে এ বিষয় সাহায্য করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

(১) লালন ফকীর (২) পাঞ্জু সাঁই (৩) গোপাল (৪) কমলচাঁদ (৫) গোঁসাই (৬) সদাই (৭) উজ্জ্বল সাঁই (৮) কেদাই চাঁদ (৯) গোপালচাঁদ (১০) জহর (১১) দ্বিজকৃষ্ট (১২) ফকীর মিঞাজান (১৩) ক্ষেপাচাঁদ (১৪) সিরাজ সাঁই (১৫) পরশ (১৬) লবাইচাঁদ (১৭) দয়ালচাঁদ (১৮) অটলচাঁদ (১৯) উপাইচাঁদ (২০) উদয়চাঁদ (২১) পাঁচুচাঁদ (১২) বাউলচাঁদ (২৩) স্বরূপ (২৪) ছিরচাঁদ (২৫) দেলবর সাঁই (২৬) হোসেনচাঁদ (২৭) আক্কচাঁদ (২৮) গোবিন্দচাঁদ (২৯) বনিজচাঁদ (৩০) কুবীর সাঁই (৩১) কালাচাঁদ (৩২) ফকীরচাঁদ (৩৩) গোসাঁই নীলকণ্ঠ।

হারামণির প্রথমখণ্ডের অনেকগুলি বাউলের জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় নাই। এই খণ্ডের গানগুলি সাধারণতঃ পাবনা, ফরিদপুর, নদীয়া ও রাজশাহী হইতে বিশেষভাবে সংগৃহীত। এই বাউলদের পরিচয় সম্বন্ধে কেহ কিছু দয়া করিয়া জানাইলে বড়ই সুখী হইব। নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল।

(১) লালন ফকির (২) সিরাজ সাঁই (৩) গোসাই নীলচাঁদ (৪) ঈশান (৫) শ্রীনাথ (৬) হীরালাল (৭) মেছেলচাঁদ (৮) পেলমত সাঁই (৯) পাগলা কানাই। (১০) গোসাঁই নয়নচাঁদ (১১) মেছের সাঁই (১২) জোনমান আলী (১৩) হাজারী (১৪) আজিম (১৫) মদন (১৬) গোপাল।

শ্রীহট্ট জেলায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত রাগ বাউল ও রাগমারফতী নামক গ্রন্থে প্রাপ্ত কতগুলি বাউলের নাম পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানা যায় নাই। নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল।

(১) বুলচান্দ (২) ঈশান (৩) গোপাই মহেন্দ্র (৪) নবীন (৫) গোসাঁই পুলিন (৬) নয়নচান্দ (৭) নিদিরাম (৮) রসিকচান্দ (৯) শ্রীরাম দুলাল (১০) ইন্দ্রমোহন (১১) শ্যামকিশোর (১২) নিমাইচাঁদ (১১) নরেন্দ্র (১৪) গোপাল (১৫) সজনীদাশ (১৬) ছৈয়দ নিয়ামত (১৭) ইন্দ্রমণি (১৮) গোসাঁই গোলাব চান্দ (১৯) দীন নাথ (২০) বৈষ্ণবচরণ (২১) নরোত্তম (২২) লোচন (২৩)

নবীন (২৪) ছৈয়দআব্দুছ ছবুর (২৫) ফকির ওহাব (২৬) সৈয়দ রহমান (২৭) ইদ্রিস (২৮) খলিল (২৯) রহিমুদ্দিন (৩০) সৈয়দ নিয়ামত (৩১) মুছা (৩১) ভোলামন ফকির (৩৩) ফতেমা ফকির (৩৪) নজির (৩৫) গফুর (৩৬) ইমলা (৩৭) ফকির পিরু সাহা (৩৮) ঠাকুর বদন শাহ (৩৯) ফকির লঙ্গর শাহ (৪০) ফকির সৈয়দ আলী (৪১) ফকির ভলন আলী (৪২) ফকির কাসিম আলী (৪৩) রমজান শাহ ফকীর (৪৪) আকজাল (৪৪) সদাই শাহ ফকীর (৪৬) দয়ালচান্দ।

পূর্ববঙ্গ হইতে ইলিমউদ্দিন শাহ দ্বারা সংগৃহীত কতকগুলি বাউলগান "মালফতী সঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কতকগুলি বাউলের নাম পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের জীবনী সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া গেল।

[illegible] (৫) মোবারেক চাঁদ [illegible] (১০) সেখ [illegible]

[illegible] মহীন্দ্র ভাণ্ডারের গীত" [illegible] তাহাতে বিভিন্ন [illegible] দেওয়া গেল।

[illegible] (৫) সাঁই [illegible]

পশ্চিমবঙ্গ হইতে [illegible] বাউল সঙ্গীতে" শিবপুর, ঘোষপাড়ার [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কয়েকজন বাউলের নাম পাওয়া যায়, যথা (১) অটলচাঁদ (২) গোঁসাই গোবিন্দ (৩) নীল বাউল (৪) দ্বিজ রমানাথ (৫) দ্বিজ তিনকড়ি।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত "মোহাম্মদী তত্ত্ব সংগ্রহ সঙ্গীত" নামক গ্রন্থে নিলক্ষা মড়িগাও গ্রাম নিবাসী বাউল জমিরুদ্দীনের কতকগুলি গান মুদ্রিত হইয়াছে। বরিশাল জেলার কাঠালিয়া থানার পাগলচান্দের গান বেশ প্রচলিত আছে। পাগলচান্দের কতকগুলি গান মুদ্রিত গ্রন্থাকারে দেখিয়াছি।

মনোমোহন আফতাবউদ্দীন প্রভৃতি প্রণীত "মলয়া" এবং "হাসান উদাস" [হাসান রাজা প্রণীত] সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পশ্চিম বঙ্গের বাউলদের আরও কয়েকটী নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা নীচে তুলিয়া দিতেছি।

(১) দাস (২) কাঙ্গাল অটল (৩) কেশব সাঁই (৪) মধু (৫) দীন পঞ্চানন (৬) চন্দ্র (৭) দীন বাউল (৮) পঞ্চানন (৯) কাঙ্গাল (১০) সেনজা (১১) গোসাঁই গোবিন্দচরণ (১২) তিনকড়ি (১৩) মহেশ দাস (১৪) গৌরদাস।

পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত "ভাটিয়ালী গান" নামক গ্রন্থে অনেকগুলি বাউলের রচনা রহিয়াছে। তাঁহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা ভাল। (১) দেবেন্দ্র (২) বিপিন চাঁদ (৩) গোসাঁই বনমালী (৪) গোপীনাথ (৫) গোসাঁই আত্মানন্দ (৬) গোসাঁই নীলকান্ত (৭) কৃষ্ণহরি (৮) মধু (৯) কালী (১০) পাগল চান্দ (১১) গোসাঁই অনুকুল চাঁদ (১২) রসিদ (১৩) গোসাঁই হলধর (১৪) ফিকানি (১৫) গদাধর (১৬) বালকদাস (১৭) রমনদাস (১৮) দ্বিজ গিরীশ (১৯) গোসাঁই কালীচন্দ্র (২০) দীন গোপী (২১) গোসাঁই উদয়চাঁদ (২২) গোসাঁই গৌরপ্রিয়া।

বরিশাল জেলার কাঠালিয়া থানায় পাগল চান্দ নামক বাউলের অনেকগুলি গান মুদ্রিত পুস্তকাকারে দেখিয়াছিলাম। আবার নদীয়া জেলার মীরপুর রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী পাগলচান্দের বহু গান আছে বলিয়া শুনিয়াছি। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতে খুঁজিলে এই প্রকার গান সংগ্রহ পুস্তক মিলিবে। সকল গানগুলি এবং সকল বাউলদের জীবনী একস্থানে করিতে পারিলে তবে এ বিষয়ে গভীর আলোচনা করা যাইতে পারে। শিক্ষিত লোক ভুলাইবার জন্য আমাদের দেশে কেহ কেহ ভড়ং করিয়া বাউলের একটি গান বা গানের একটি চরণ বলিয়া বা গান করিয়া বাহাদুরী দেখান। ঐ প্রকারে সহজলভ্য বাহাদুরী আমাদের নিকট আদৌ গণ্য নহে।

বাউলদের কতগুলি পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে। এই ধরণের কতগুলি শব্দের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিতে চাই। জবরুত, মালাকুত,

ফানাফিল্লাহ্, নাফ্ছে, আম্মারা, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চন্দ্র-সূর্য্য ইত্যাদি। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে গানের পাঠের সঙ্গে বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে।

আর একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাউল গানগুলির কিছু কিছু আদর হইতেছে; অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই রসবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। কিন্তু অন্য গানগুলিও আদরের সহিত চর্চ্চা করিবার জিনিস, এই হিসাবে যে ঐ সকল গানের মধ্যে আমরা সাধারণ মানুষের মনের সাক্ষাৎ পাইব; ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা বড়ই মূল্যবান্। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের এই ইতিহাসের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। আসল কথা বাউল গায়কদের জীবনী এবং বাউল গান সমূহের সংগ্রহ করা বড়ই প্রয়োজন। [illegible] উচিত [illegible] তাই আমার এই সানুনয় আবেদন, তাঁহারা উৎসাহের সহিত [illegible] সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী হউন।

বু ল

বাউল সাধনা ও ষট্‌চক্র

বাউলদের সাধনা মানুষকে জানার সাধনা। বাউলের সাধনাকে ধর্মের সাধনা বলা যেতে পারে না। ধর্মের একটি বিশেষ রূপ আছে, তার বিধি-বিধান আছে, তার কৃত্য আছে, বাউলদের সাধনায় সে সকলের বালাই নেই। বাউল সর্ব্বপ্রথম মানুষকে জানতে চায়, মানুষের আত্মার কারবার পরের ব্যাপার। বাউলেরা মানুষকে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করে. পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক এই মানুষের মধ্যে রয়েছে। বাউলদের নিজেদের কোন শাস্ত্র নাই, তারা কোন শাস্ত্রের ধার ধারে না। আসল এই মানুষই আছে, আচার বিচার ধোকাবাজী, বেদপুরাণ সকলই মিথ্যা। তিনটি স্রোত এসে বাউলের মানস-সরোবরে মিলিত হয়েছে—হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান আধ্যাত্মিকতা। তবে তিনটির একটিরও সকল পন্থা এরা গ্রহণ করেনি, নিজেদের যা প্রয়োজন তাই এরা গ্রহণ করেছে।

তন্ত্রমতে শরীর জরীপ করা হয়েছে, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দর্শনাবলিই তন্ত্রোপাসনায় রয়েছে। ষট্চক্র কবে আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রে প্রবেশ করেছে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না।

ষট্চক্রের ধারণা বেদ-পূর্ব্ব এবং বিদেশী বলেই মনে হয়। ষট্চক্রের প্রধান কথা আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, শরীর-মধ্যস্থ শক্তিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে অপরিসীম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। তন্ত্রমতে শরীরে মঞ্জীল আছে, ছয়টি মঞ্জীলের ছয়টি নাম আছে, যথা, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। প্রত্যেকটি কেন্দ্র একটি পদ্মের ন্যায়, তার দল আছে এবং প্রত্যেক দলে সাঙ্কেতিক অক্ষর এবং দেবমূর্ত্তির পরিকল্পনা রয়েছে, প্রত্যেক কেন্দ্রের অবস্থান বিভিন্ন স্থলে; মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে দুইটি নাড়ীকে অবলম্বন করে কেন্দ্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। ইড়া আর পিঙ্গলা নাম্নী দুইটি নাড়ী পরস্পরের সহিত জড়িত হয়েছে সুষুম্না-নাড়ীকে কেন্দ্র করে,

মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগ হতে উত্থিত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং সম্মিলিত হয়েছে। মেরুদণ্ড তান্ত্রিক সাধনার বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। ছয়টি কেন্দ্র এই মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থিত।

প্রথমে আমরা পাই মূলাধার কেন্দ্র। এই পদ্ম লিঙ্গের অধোভাগে এবং গুহ্যের উর্দ্ধে অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্যের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত, এই পদ্ম রক্তবর্ণ, এতে চারিটি দল রয়েছে এবং এ অধোমুখে প্রস্ফুটিত। এই চারিটি দলের উপর অনুস্বারযুক্ত ব, শ, ষ, স, এই চারিটি অক্ষর সন্নিবেশিত রয়েছে। চারিটি অক্ষর উজ্জ্বল সোণার মত প্রভাযুক্ত, এই মূলাধার পদ্মে চারি কোণ-যুক্ত পৃথ্বীচক্র শোভা পাচ্ছে, ইহা উজ্জ্বল এবং আটটি শূলদ্বারা সমাবৃত। এই চতুষ্কোণ চক্রের মধ্যে পৃথিবীর স্বীয় বীজ "লং" বিরাজিত রয়েছে। ঐ বীজ দীপ্তিময়, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের মত কোমলাঙ্গ। ঐ লকার বাহুর কোলে চারি বাহু যুক্ত নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, ঐরাবতারূঢ়, প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় প্রভা শিশু ব্রহ্মা অবস্থান করছেন। তাঁর মুখে চারি বেদ শোভা পাচ্ছে, সেই চতুষ্কোণ চক্রে ডাকিনী বাস করেন। তাঁর চারি হাত দুইটি লাল চোখ এবং সে এক সময়ে উদিত বহু সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী। বজ্রা নাম্নী নাড়ীর মুখে মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুতোজ্জ্বল চমৎকার একটি ত্রিকোণ যন্ত্র আছে, তার নাম ত্রৈপুর এবং তার চারদিকে বান্ধুলী ফুল অপেক্ষাও রক্তবর্ণ কন্দর্প বায়ু বিরাজিত, উল্লিখিত ত্রৈপুর যন্ত্রের ভিতরে নব কিশলয়ের মত সুন্দর লিঙ্গের আকৃতির মত বৃত্তাকার স্বয়ম্ভু অধোবদনে শোভমান। মূলাধার পদ্মে স্বয়ম্ভুর উপরে মৃণাল তন্তুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম জগৎ মোহকারিণী মহামায়া বিলাস অনুভব করছেন। তিনি স্বীয় বদন প্রসারণ করে ব্রহ্ম দ্বারের মুখদেশ সমাবৃত করে স্বয়ং ব্রহ্মনাড়ী বিগলিত অমৃতধারা পানে আসক্ত রয়েছেন। তিনি সর্পের ন্যায় সার্দ্ধ ত্রিতয় বেষ্টনে পরিবেষ্টন করে স্বয়ম্ভুর মাথার উপরে প্রসুপ্তা রয়েছেন। তাঁরই নাম কুল কুণ্ডলিনী।

ধ্বজমূলদেশে সুষুম্না মধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়ীতে সিন্দুরের ন্যায় শোণিত বর্ণ মনোজ্ঞ ষড়দল সমন্বিত একটি পদ্ম বিরাজিত রয়েছে, উহা বিদ্যুতের ন্যায় সমুদ্ভাসিত। ঐ ছয়টি দলে অনুস্বার যুক্ত ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টি

অক্ষর রয়েছে, ইহারই নাম স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। ঐ পদ্মের মধ্যে বারুণ চক্র বিরাজিত, উহা শুভ্রবর্ণ এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকার। সেই মণ্ডলের মধ্যে শারদীয় চন্দ্রমাবৎ শুভ্রবর্ণ, বিমল মকরবাহনধর, বীজ বিন্যস্ত রয়েছে। এই বরুণ বীজের মধ্যে পীতবস্ত্র প'রে শ্রীবৎস বিরাজিত, কৌস্তুভধারী নীলবর্ণ, নবযুবা চতুর্ভুজ হরি অধিষ্ঠিত, এই পদ্মই শ্রীহরির বাসস্থান। এই পদ্মে বরুণদেবের বারুণচক্রে নীলেন্দীবর সদৃশ সহজ কান্তিমতী, নানারূপ অস্ত্রধারিণী দিব্যবসনা, দিব্যাভরণা ও উন্মত্তচিত্তা রাকিণী নাম্নী শক্তি অবস্থান করেন। তিনি চতুর্ভুজা। নাভির মূলদেশে আর একটি পদ্ম বিরাজিত আছে। উহার দশটি দল ঘন জলদবৎ নীলবর্ণ। আর ঐ পদ্মের দলসমূহে বিন্দু সমন্বিত (অনুস্বার যুক্ত) ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটি বর্ণ সন্নিবেশিত আছে। ঐ সকল পদ্ম নীলোৎপলের ন্যায় দীপ্তিমান্। ঐ পদ্মের নামই মণিপুর। এই পদ্মে অগ্নিদেবের ত্রিকোন মণ্ডল বিরাজিত আছে। ঐ মণ্ডল শোণিতবর্ণ এবং প্রভাতকালীন ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিশালী। ঐ মণ্ডলের বহির্ভাগে তিনটি দ্বার আছে এবং উল্লিখিত মণ্ডলে 'রং' এই অগ্নিবীজ বর্ত্তমান আছে। এই অগ্নির জন্য মেষবাহন রয়েছে। এখানে রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল বিরাজিত। তিনি বিশুদ্ধ সিন্দুরের ন্যায় লোহিতবর্ণ ভস্মভূষিতবপু ত্রিনয়ন—চতুর্হস্ত সমন্বিত। এই ত্রিকোণ মণ্ডলে লাকিনী শক্তি বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজা পীতাম্বরধারিণী, বিবিধ ভূষণে ভূষিতা এবং নিরন্তর হৃষ্টচিত্তা। নাভি পদ্মের উর্দ্ধভাগে হৃদয় প্রদেশে বন্ধুক কুসুমবৎ লোহিতবর্ণ একটি দ্বাদশদলবিশিষ্ট পদ্ম বিরাজমান। এই দ্বাদশ দলে অনুস্বারযুক্ত ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ এই দ্বাদশ বর্ণ সন্নিবেশিত আছে। ঐ সমস্ত বর্ণ সিন্দুরের বর্ণবৎ শোণিত বর্ণ। ঐ পদ্মের ভিতর বায়ুমণ্ডল বিরাজমান, এই বায়ুমণ্ডল ধূম্রবর্ণ ও ছয় কোণ যুক্ত। অনাহত পদ্মের ছয় কোণ মধ্যে 'যং' এই বায়ু বীজকে চিন্তা করা হয়। এই বীজ ধূম্রবর্ণ, মাধুর্য্যসম্পন্ন, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারাধিরূঢ় ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আর এই ষট্‌ কোণ মধ্যে ঈশান নামক শিব বর্ত্তমান। তিনি নির্ম্মল সৌদামিনীবৎ পীতবর্ণ, নানারূপ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত, চতুর্ভুজ এবং কঙ্কালমালাধারিণী। তাঁহার চারিহস্তে পাশ, কপাল, খট্টাঙ্গ, ও অভয় বিরাজমান রয়েছে। তাঁহার

হৃদয় সর্ব্বদা অমৃত রসে স্নিগ্ধ। এই অনাহত পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণা নামক শক্তি এবং বাণ নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান, এই শিবলিঙ্গ অতীব মধুর ও বিদ্যুতোজ্জ্বল। এই শিবলিঙ্গের মৌল প্রদেশ ছিদ্র সম্পন্ন। কণ্ঠ প্রদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ দলযুক্ত পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্ম ধূম্রবর্ণ এবং ইহার ষোলটি দলে ক্রমান্বয়ে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোলটি স্বর সন্নিবেশিত রয়েছে। এদের বর্ণ লোহিত বর্ণ। এই পদ্ম গগন মণ্ডলে বিরাজিত। ঐ মণ্ডল চন্দ্রমাবৎ বৃত্তাকার। এই হকারাত্মক আকাশ চক্র শ্বেতবারণের উপর অবস্থিত। শুভ্রবর্ণ, পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরধারী করচতুষ্টয়ে সমলঙ্কৃত। এই চক্রের অঙ্ক প্রদেশে সদাশিব সর্ব্বদা বিরাজিত। তিনি দশহস্ত, দ্বীপিচর্ম্মাম্বর, পঞ্চমুখ ও ত্রিনেত্র। শাকিনী শক্তি ও এই পদ্মে অধিষ্ঠান করছেন। তাঁর পরিধানে পীতাম্বর, তিনি প্রফুল্লচিত্ত ও চতুর্ভুজা। এই চারি হাতে যথাক্রমে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ বিরাজমান। এই বিশুদ্ধ পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বিশুদ্ধ শশাঙ্ক মণ্ডল শোভা পাচ্ছে।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞানামক পদ্ম অবস্থিত, উহার দুইটি শ্বেতবর্ণ দল আছে। এই দুইটি দলে [illegible] হ, ক্ষ, [illegible] রয়েছে। এই আজ্ঞা পদ্মে হাকিনী শক্তি অধিষ্ঠান করছেন। তিনি চতুর্ভুজা, শুভ্রচিত্তা, ষড়াননা, তাহার করচতুষ্টয়ে [illegible] ও জপমালা শোভা পাচ্ছে। এই আজ্ঞাপদ্মের [illegible] উহার মধ্যে [illegible] যোনী মধ্যে [illegible] বিরাজিত [illegible] মালার মত উজ্জ্বল এবং [illegible] জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ অন্তরাত্মা বিরাজিত রয়েছেন, ঐ [illegible] উর্দ্ধে [illegible] বিরাজ করছেন এবং তদূর্দ্ধে বিন্দুরূপী মকার শোভা পাচ্ছে। ঐ মকারের আদিতে শুভ্র বর্ণনাদ বিরাজমান রয়েছেন। তিনি সর্ব্বদা হাস্য করছেন। যে স্থলে ঐ অন্তরাত্মা অধিষ্ঠান করছেন উহা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ঐ জ্যোতিঃ মস্তিষ্ক প্রদেশ হতে মূলাধার কমলের অভ্যন্তরস্থ ধরাচক্র পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত। এই স্থলেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এই আজ্ঞাপদ্মের দ্বিদলবিশিষ্ট কমলের ঊর্দ্ধ প্রদেশে মহানাদ শিব বিরাজিত। এই মহানাদ দ্বিভুজ, বিশুদ্ধ, ও প্রশান্ত-মূর্ত্তি। তদীয় হস্তযুগলে

অভয় ও বরমুদ্রা শোভা পাচ্ছে। শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোদেশে সহস্রদল পদ্ম বিরাজিত। এই পদ্ম পূর্ণচন্দ্রমাবৎ শ্বেতবর্ণ, অধোমুখে প্রস্ফুটিত, উহার কেশর সমূহ প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এই সহস্রদল পদ্মের মধ্যে কলঙ্ক বিরহিত শশাঙ্ক বিরাজিত। এই চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে সৌদামিনীবৎ সমুজ্জ্বল একটী ত্রিকোণচক্র অবস্থিত রয়েছে। তন্মধ্যে আত্মার প্রগুপ্ত শূন্যস্থান শোভমান। এস্থলে গগনরবি পরমাত্মস্বরূপ পরমশিব বিরাজমান। এই সহস্রার পদ্মের মধ্যে যে চন্দ্রমার ষোড়শী কলা বর্ত্তমান, তার নাম অমা। এই অমা নাম্নী কলা প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় এবং অতীব সূক্ষ্ম, সর্ব্বদা প্রকাশশীল এবং অধোমুখী, উহা হইতে সুধাধারা বিগলিত হচ্ছে, অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্য ভাগে যে সূক্ষ্ম ধমনী আছে তা থেকে পীযূষধারা বিনিঃসৃত হচ্ছে। এই অমাকলার মধ্যভাগে আর একটি কলা অধিষ্ঠিত আছে, তার নাম নির্ব্বাণ। এই কলা কেশাগ্রের সহস্রভাগের এক ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, এই কলাই মহাকুণ্ডলিনী। নির্ব্বাণ নামক কলার মধ্যে নির্ব্বাণ শক্তি অধিষ্ঠান করছেন। ষট্‌চক্রের নিগূঢ় অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বাণী উদ্ধৃত করে আজিকার মত আমাদের বক্তব্য শেষ করা যাক্।

In the process of our Yoga the centres have each a more Psychological use and general Function which base all their special powers and functionings. The Muladhara governs the physical down the subconscient; the abdominal centre Swadhistan governs the lower vital; the naval centre Navipadma or Manipura governs the larger vital; the heart centre Hritpadma or Anahat a governs the emotional being. The throat centre Visuddha—governs expressive and externalising mind, the centre between the eyebrows—Ajna chakra—governs the mind, will, vision, mental formation; the thousand petalled lotus Sahasradala above commands the higher thinking mind. Lights on Yoga by Sri Aurobinda.* [বাংলার শক্তি]

---

* কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।
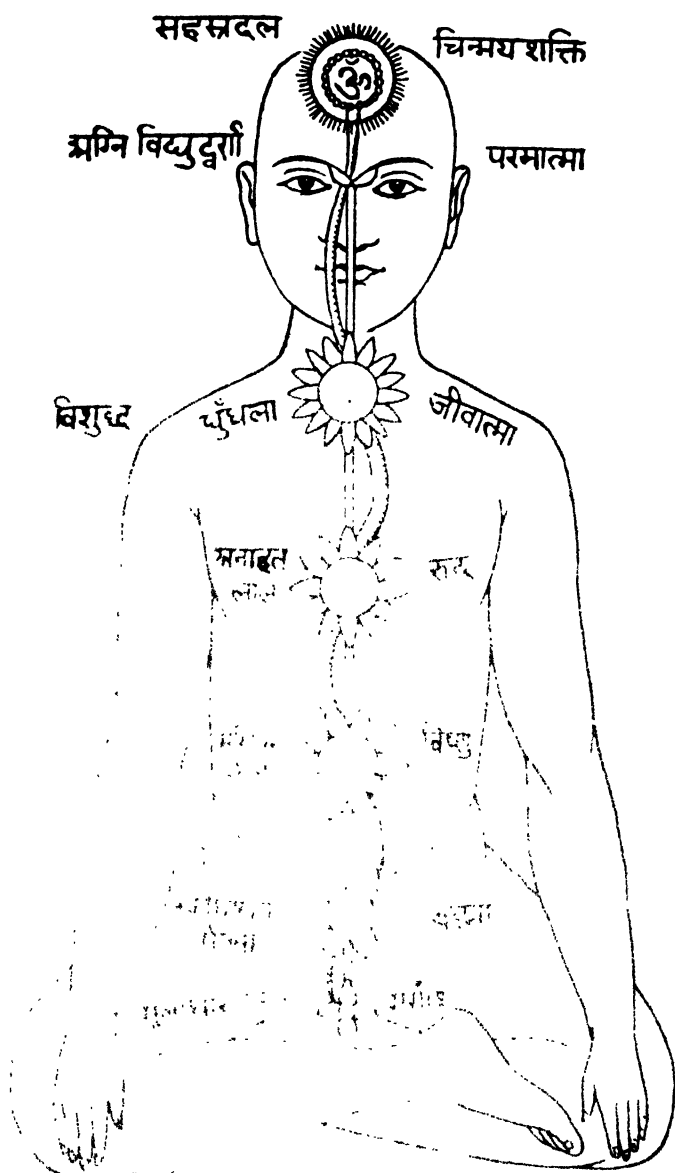
शरीरान्तरस्थ कुण्डलिनी

Bibliography

1. Six centres in Human Body. Edited and translated by Arthur Avalon. Ganesh & Co. Madras.

2. ষট্‌চক্রনিরূপণ কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত (কলিকাতা ১৩৩২)।

3. হঠযোগ প্রণালী কালীমোহন দেবশর্ম্মা প্রণীত (১৩১৯)।

4. Lights Yoga by Sri Aurobinda. (1935).

5. তন্ত্রসার Bangabasi Edition.

বাউল গানের ছোড়ানী

বাউল শব্দটী প্রাচীন। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে পাই:—

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।"

বাউলেরা নিজেদিগকে বাউল বলিয়া পরিচয় দেয়—যেমন একটি গানে পাওয়া যায়।

তাইতে বাউল হইনু ভাই
এখন লোকের বেদের ভেদ বিভেদের
আর তো দাবী দাওয়া নাই।

(বঙ্গবাণী পৃঃ—৫১১)

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনবিংশ শতকে বাউল গানের প্রভাব শিক্ষিত সমাজেও বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত লোকেরা বহু বাউল গান রচনা করিয়াছিলেন। আদরের সহিত বহু বাউল গান রচনা করিতেন এবং নিজেদের রচিত বহু বাউল গানের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গবাণীতে একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

গ্রাম-দেশে সাধারণতঃ বাউল শব্দটী অপরিচিত সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গে শব্দটীর সঙ্গে সাধারণের পরিচয় নাই। ইহার কারণ প্রধানতঃ 'বাউল' ফকীরে পরিণত হইয়াছে। বৈষ্ণব প্রাধান্য ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বাউলের প্রধান কেন্দ্র—নবদ্বীপের নদীয়া বিনোদই বাউলদের আধ্যাত্মিক গুরু।

Official বাউলদের প্রধান প্রধান পূর্ব্বপুরী পশ্চিম বঙ্গের—বিশেষ করিয়া নদীয়ার এবং বৈষ্ণব মতাবলম্বী। বাউলদের বিস্তৃত ইতিহাস না

লিখিলে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবে ইহা বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু প্রাধান্য এবং পূর্ব্ববঙ্গে মুসলিম প্রাধান্য বর্ত্তমান। পশ্চিম বঙ্গে বৈষ্ণব কাঠামোর উপর চূণকাম করিয়া বাউল সাজিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে ইসলাম কাঠামোর উপর রং দিয়া ফকীর সাজিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের বে-সরা ফকীর এবং পশ্চিমবঙ্গের বাউল এক আধ্যাত্মিক মিরাসের উত্তরাধিকারী।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় ভাববাদের, লৌকিকবাদের বিস্তৃতি এই বাউল বা ফকীরে পাই।

উত্তর ভারতের কবীর, দাদু, রামানন্দ প্রভৃতি মৌলিক ভাববাদীদের সঙ্গে বঙ্গের লালন, মদন, ঈশান, কাঙ্গাল হরিনাথ, প্রভৃতির তুলনা করা যাইতে পারে। সকলেই বহতা পানীতে ভাবের ফুল ভাসাইয়াছিলেন।

ইদানীং বাউল শব্দটী অতিরিক্ত শ্লথভাবে শিক্ষিত সমাজে চলিয়া আসিতেছে। বাউল গানের লক্ষণ দেখিয়া বিচার করিতে হইবে। বাউল গান সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য হারামণি প্রথম খণ্ড পৃঃ—১০৬, বঙ্গে সুফী প্রভাব পৃঃ—১৮৭-১৯১)। তবে বাউল গানের এবং ফকিরী গানের মূলসূত্র [illegible]। এবং এই দুই জাতীয় গানের সঙ্গে উত্তর [illegible] জাতীয় গানের সমরূপতা সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

[illegible] মুসলিম সাধকদের গানের [illegible] সঙ্গে এই সকল গানের সুরের ও ভাবের একটী মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। *

এই সকল [illegible] ভাবে পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গে এবং উত্তর বঙ্গে এইগুলি সাধারণতঃ বাউল গান বলিয়া পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের মত উত্তরবঙ্গে বাউল গানের একটী বিশেষ বিকাশ ঘটিয়াছিল

* [illegible] কবি আমীর খসরুর দিবান মৌলবী ফজলুল রহমান অনুবাদ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তীর দিবান রাজশাহীর কবি মীর আজিজুর রহমান মল্লানা অনুবাদ করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপাইতেছেন। [হজরত আব্দুল কাদের জিলানীর দিবানও তিনি অনুবাদ করিতেছেন। মৌলানা জালাল-উদ্দীন রুমীর দিবান আমি গদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছি।] মনসুর উদ্দীন।

বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে। পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবী, পূর্ব্ববঙ্গের ইসলামী ও উত্তর বঙ্গের বৌদ্ধপ্রভাব সমভাবে এই সকল গানে কার্য্যকরী হইয়াছি উত্তর বঙ্গের কোথাও কোথাও এই সকল গান 'শব্দগান' বলিয়া পরিচি উত্তর-ভারতের দোঁহাজাতীয় গানগুলিও শব্দগান বলিয়া পরিচিত (পৃঃ—১৪৪-১৪৫)। কবীর নিজে তাঁহার দোঁহায় শব্দগানটী ব্যব করিয়াছেন (কবীর, ক্ষিতিমোহন সেন।)

ভাটীয়ালী গান ও বাউল গান একই জাতীয়। তবে সুরের এ বিষয়বস্তুর কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাটিয়াল শব্দটী সম্ভব ভাটী হইতে উৎপন্ন। ভাটী শব্দটী অতিশয় পুরাতন এবং ভাটী পূর্ব্ববঙ্গ অ ব্যবহৃত হইত—যেমন গোপীচন্দ্রের গানে পাই—

"ভাটী হইতে বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ী"

(গ্রীয়ারসন সাহেব সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের গানের পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য, গোপীচন্দ্রে গান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)। ভাটীয়াল গান বলিতে নদী ব গীত পূর্ব্ববঙ্গের লোকসঙ্গীত বুঝায়। এই গানগুলি অতিশয় প্রাচীন, সম্ভব এই গানগুলিকে অবলম্বন করিয়া বাউল গানগুলি বাড়িয়া উঠিয়াছে (দ্রষ্ট Music of Hindusthan by Foxstrangways) এবং সম্ভবতঃ এ জন্যই অধুনা ভাটিয়ালী গান বলিতে বাউল গানকেই শিক্ষিত সমাজ বুঝি থাকেন। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, তাঁরা ভাটিয়ালী বা বাউলগানে পার্থক্য বুঝিতে অপারগ। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সক গ্রাম্য গান কি করিয়া অভিহিত হয় তাহা জানিতে পারিলে এই বিষয়ে একটী মীমাংসা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলা যত প্রকার গ্রাম্যগান প্রচলিত আছে তাহার নাম ও প্রত্যেকের একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিলে তবে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা চলিতে পারে সুপণ্ডিত ডক্টর ইনামুল হক সাহেবের "বাউলগান পরিচিতির মূলসূত্র" (মোয়াজ্জিন, ১৩৪৩ দ্রষ্টব্য) এ বিষয়ে জনসাধারণের কৌতুহল উদ্দীপিত করিবে, আশা করা যায়। [মাসিক মোহাম্মদী]

পল্লীগানের ভাব ধারা

পল্লীগানের সৌন্দর্য্য এবং ভাব ধারা অতুলনীয়। বঙ্গদর্শনের বাণাতে এই সকল গান সঞ্জীবিত। বিভিন্ন কৃষ্টির সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালার নিজস্ব ভাবধারাটী যেন একটা বিশিষ্ট অনুপম মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে। ন্যায়ের তর্ক-মুখর জলসা হতে বহুদূর পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরে এই নিগূঢ় মতবাদটী বিকশিত হয়েছে। এই মতবাদ বৌদ্ধ, হিন্দু এবং মুসলমান।

একতা এবং প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই জন্য এই নব্যদর্শনে অনেক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মের বাইরের রূপ এঁদের কাছে একেবারেই অনাদৃত হয়েছে। ধর্ম্মের অন্তর্বাণীকে এঁরা জীবনের অধিক প্রিয় জেনে গ্রহণ করেছেন। এবং সেই বাণীকে প্রচার করা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।—এই প্রচার পদ্ধতিও অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত; শুধু গানের সাহায্যে একটী মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কিনা জানিনে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের এই বাউলেরা তা সম্ভব করে তুলেছেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য তাঁরা প্রচার করবার উদ্দেশ্যে গান গান না, কিন্তু যে গান তাঁদের বুকের মাঝে তা এই মতবাদের প্রচারকার্য্যেরি বই আর কী বলব?

এইখানে একটী গান তুলে দিচ্ছি। বিচার করে দেখুন। এটী কোন্ ভাবের প্রকাশক এবং এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য কী সুন্দর!

মহাভাবের মানুষ হয় রে যে জনা
তারে দেখলে যায় চেনা;
ও তার নয়ন দুটী ছল ছল রে
মুখে মৃদু হাসি বদন খানা।
সদারে তার শান্তরতি,
নিগমে তার গতাগতি,
করে জগত পতির সাধনা।

হেতু সম্বন্ধ নাইরে তার

করে নি হেতু প্রেম বেচাকেনা।

ফলের আশা করে না সে

ফুলের মধু পান করে সে

সেই ত রসিক জনা।

ও ক্ষ্যাপা দীনু বলে

এবার আমার গুরুতে নিষ্ঠা হল না।

(হারামণি ১ম খণ্ড)

এ এক অপূর্ব্ব তথ্য। ফলের আশা নেই শুধু ফুলের মধুর জন্যই এত; স্বর্গের জন্য আকাঙ্ক্ষা নেই, পুণ্যের জন্য লোভ নেই শুধু ফুলের মধু,—আনন্দের অধিকারী হ'তে এত প্রচেষ্টা।

উপরের কবিতায় যে একটী ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে তা হ'চ্ছে একজন মাশুকের। প্রেমোন্মাদ ফকীর, একজন বাউলের। সংসারের লাভ লোকসানের ধার সে ধারে না। কার কী ক্ষতি উপকার হ'ল তা সে বিবেচনা করে না। শুধু সে আপনার প্রেমাস্পদকে কামনা করে। ফকী-রাবেয়া জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন, "দুনিয়ার অন্য কাউকে ভাল-বাসার আমার অবসর পর্য্যন্ত নেই।" মজনু বলেছিল, "তুমি ত বেশ ঈশ্বর প্রেমিক। আমি একজন মানুষকে ভালবেসেছি এবং জগতকে ভুলে গেছি"।

আরবী সূফী এবং বাঙলা রসিক সমার্থক। অন্য একটী গানে পাচ্ছি।

"রসিক যে জন ভঙ্গীতে যায় চেনা

সদাই থাকে রূপের ঘরে

রূপ নয়নে সদাই হেরে

ভঙ্গীতে ধরা পড়ে

আর ত সুখ জানে না।

শুদ্ধমতি শান্ত গতি বর্ণে কাঁচা সোনা।"

(হারামণি ১ম খণ্ড)

আর একটী গানে এই গুরুবাদ ভারী সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে।

গুরু দয়া করে কাঙ্গালেরে করহ উদ্ধার
অধম পাপিষ্ঠ আমি আমায় কর পার।
গুরু তোমার আশা করে সঁপেছি প্রাণ তোমার তরে
উদ্ধার কর অধমেরে, আমি দুরাচার।
পড়ে আছি মায়াজালে, গুরু তুমি লওহে তুলে
এই নিবেদন চরণ তলে, আমায় কর পার।
বড় বাঞ্ছা আছে মনে, প্রেম করি তোমার সনে
দেখিয়াছি কানে শুনে, চরণ তোমার।
দেখিয়াছি তোমার চোখে, শুনিয়াছি নয়ন রেখে
দেখে শুনে মজেছি যে প্রেমেতে তোমার।
অজ্ঞানেতে ভাল ছিলাম, জ্ঞান পেয়ে প্রাণে মলাম
মৈল অধম তোমার প্রেমে, কি বলিব আর।"

(মারফতী সঙ্গীত)

[মাসিক শান্তি]

পল্লীগান ধ্বংস হইল কেন ?

মৌলবী জসীম উদ্দিন এম-এ মহাশয় আমাদের দেশের পল্লীগান আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। পল্লীগান ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম। সেই আলোচনা ঢাকার 'জাগরণে' প্রকাশিত হয় [পৌষ ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৫]। এবং "বিচিত্রায়" জরীন কলম একটি প্রবন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে পাঠকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক জসীমউদ্দীন বাঙলার পল্লীগানের ধ্বংসের কারণ খুঁজিতে যাইয়া ওহাবী আন্দোলনের ফলের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এইখানে ওহাবী মতবাদ কি তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয় বেশী অন্যায় হইবে না।

আরবদেশে ত্রয়োদশ শতকে ইবনে তিমিয়া নামক একজন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক এবং আলেম ব্যক্তির উদ্ভব হয়। তিনি অত্যন্ত উগ্রপন্থী হাম্বলী মতবাদী ছিলেন। ইনি ইসলাম ধর্ম্মে নানা প্রকার কুসংস্কার দেখিয়া উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পীরপূজা, দরগাহ জিয়ারত করা, হজ্জ করা প্রভৃতি অলৌকিক এবং অশাস্ত্রীয় বলিয়া তিনি দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন।

(Vide A Literary History of the Arabs by Prof. R. A. Nicholson, London, 192[illegible]. P 412—463, Encyclopaedia of Islam. vol. II. London. PP. 421—463 Development of Muslim Theology, Jurisprudence etc. by Prof. D. B. Macdonald. New York 1925. PP 270—278.)

অবশ্য তাঁহাকে এই মতের জন্য গোঁড়া মুসলমানদের নিকট কতবার বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে, কেননা সাধারণ মুসলমানেরা গুরুকে পূজা করা, তীর্থস্থান দর্শন করা, মহাপুরুষদের অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রভৃতি বিষয়ে বড়ই অভ্যস্ত। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মধ্য-আরবের নজদ প্রদেশে মুহম্মদবিন আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন্ তিমিয়ার গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার মতবাদী হইয়া পড়েন। তিনিও ইসলামের মধ্যে নানাপ্রকার পুতিগন্ধময় কুসংস্কার দেখিয়া বড়ই ব্যথিত

হন এবং পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে ঐ সকল আবর্জ্জনা বিদূরিত করিতে দৃঢ় বদ্ধ হন। তিনি নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং দিরিয়া নামক সহরের প্রধান ব্যক্তি মুহম্মদ বিন সউদকে তাঁহার মতে দীক্ষিত করেন এবং তৎপরে তিনি তাঁহার শিষ্যের কন্যাকে বিবাহ করেন।

ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে মুহম্মদ বিন সউদের পুত্র আবদুল আজিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া নানাস্থান দখল করিতে থাকেন। তথাকার দরগাহ প্রভৃতি ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহারা আরও প্রচার করিতে থাকেন।—

They proclaimed that all men are equal before God; that the most virtuous and devout can not intercede with Him and that consequently it is a sin to invoke saints and to adore their relics (Literary History of the Arabs. P. 467.)

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে এই ওহাবী মতবাদ বাঙ্গলা দেশে প্রচার করেন হাজী শরিয়তুল্লাহ্। এই সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন যাহা লিখিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিতেছি। কেননা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নির্ভুল এবং সংক্ষিপ্ত। [Vide. Encyclopaedia of Islam Vol. II P. 57 etc. Indian Islam by Dr. Murray. T. Titus Oxford. (1930. Pp. 178—181.)]—

ফরিদপুরে হাজী শরিয়তুল্লাহর জন্ম জোলা বংশে। তিনি মক্কা যাইয়া শেখ তাহির অল মুক্কীর শিষ্য হন। ২০ বৎসর তথায় থাকিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মত প্রচার করেন। তাঁর মতে শিষ্যের গুরুর একান্ত আনুগত্য ভাল নয়। তিনি বলেন, ভারত 'দারুল হরব' অর্থাৎ যুদ্ধস্থান। অতএব এখানে ঈদ ও জুম্মার নামাজ চলে না। প্রত্যেকে খুব নিষ্ঠাবান আচারী মুসলমান হইবে। পীর দরগাহ প্রভৃতি পূজা করিবে না এই মতবাদই ওহাবী। তাঁর পুত্র মুহম্মদ মহসীন বা দুধু মিয়া এঁদের সম্প্রদায়কে নানা মণ্ডলে ভাগ করিয়া সুব্যবস্থা করিলেন। তাঁরা প্রচার করিলেন সম্প্রদায়ে ধনী দরিদ্র ভেদ নাই। একের বিপদে সকলকে দাঁড়াইতে হইবে, ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে বাহিরের কাহারও বিবাদ হইলে তাঁহারা একত্র হইয়া বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন। তাঁদের মতে পৃথিবী ভগবানের, তাঁহাকেই পুরুষানুক্রমে তাহা অধিকার করিতে বা টেক্স চাহিতে পারেন। তাই পুরাতন মুসলমান নীলকর ও জমীদাররা ইঁহাদের সমবেত ভাবে লড়িয়াও সহজে কিছু করিতে পারেন নাই।" [দ্রষ্টব্যঃ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ২৭]

সুতরাং ওহাবীরা যে গান গাওয়া নিষেধ করিবে বা ওয়াহাবী মতবাদী প্রভাবান্বিত কোন জমীদার (*) বাইচ খেলার নৌকার গান শুনিয়া মারপিট করিত (†) ইহা তেমন বিচিত্র নহে। আবার আধুনিক কালের বাঙলার অন্যতম ওয়াহাবী নেতা (‡) মৌলানা আকরম খাঁ যে Reformation এর অভিপ্রায়ে গান গাওয়ার স্বপক্ষে মত দিবেন তাহাও বিচিত্র নহে (§)। কিন্তু কথা হইতেছে মৌলানা আকরম খাঁর মত কয়জন ওয়াহাবী মৌলানা সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার

(*) জমিদারকে ওয়াহাবী মতবাদ প্রভাবান্বিত এইজন্য বলিতেছি যে লেখক জসিমুদ্দীনের বাড়ী ফরিদপুরে এবং ফরিদপুর ওহাবী নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহর জন্মভূমি এবং কর্মস্থান। ফরিদপুরে এখন ওয়াহাবী নেতা আছেন।

(†) বাইচ খেলার নৌকার মাঝিদিগকে প্রহার করিতে দেখিয়া ছাত্রপরায়ণ পাঠক বিচলিত হইতে পারেন। কেবল ইঁহাদের জন্য একটি কথার দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিতেছি। মক্কাশরীফের 'কাল পাথর' (হজরে আসওয়াদ) সাধারণ মুসলমানের নিকট অতি পবিত্র জিনিস [illegible] যাইয়া তাঁহারা প্রাণভরে উহাকে চুম্বন প্রদান করেন। অথচ ওয়াহাবীরা [illegible] ভাঙ্গিয়া কয়েক খণ্ড করিয়াছেন। (Vide A Literary History of the Arabs by Prof. R. A. Nicholson. P. 4[illegible]) নিম্নে ইংরাজী [illegible] এখানে তুলিয়া দিতেছি। They (the wahabis) interrupted the pilgrim caravans, demolished the domes and ornamented tombs of the most venerable saints (not excepting that of the prophet Mohammad himself) and broke to pieces the black stone in the Kaba. p. 46[illegible]

(‡) হিন্দুস্থানে যাহারা আহলে হাদিস নামে পরিচিত তাঁহারা ওয়াহাবী। In India the wahabis call themselves so (Ahl-Hadith). (Vide Encyclopoedia of Islam. Vol. I p. 184). ফারাজী নামে যাহারা পরিচিত তাঁহারাও ওয়াহাবী। মৈমনসিংহ জেলার বৈদর ডাকঘরের কতকগুলি গ্রামে ফারাজী প্রধান দেখিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ারে আরও বিবরণ পাওয়া যাইবে।

(§) জসীমুদ্দীন বহু নেতার মত গান গাওয়ার স্বপক্ষে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মাত্র মৌলানা আকরম খাঁ মহাশয়ের নাম বলিয়াছেন। আমরা অন্য কোন

এই মতের তীব্র প্রতিবাদ সংবাদ পত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি মৌলানা মহাশয়ের মতগুলি তাঁহার নিজের মজহাবের মৌলানারাই গ্রহ করিতেছেন না।

মৌলানা মহাশয়ের মত শুভলক্ষণ-সূচক সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক এ সম্পর্কে একটি কথা ভুলিলে চলিবে না। বাঙলা দেশে ওয়াহাবী সংখ্যা খুব বেশী নহে। এবং বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলার সর্ব্বত্র ওয়াহাবীও নাই। তবু বাঙলা পল্লীগানের ধ্বংস সাধনের কেলেঙ্কারী তাঁহাদের ঘাড়েই চাপাইলে চলিবে কেন?

জসিমুদ্দীন আর একটা কথা ভুল করিয়াছেন, official Islam [আচারনিষ্ঠ ইসলাম] পূর্ব্ব বাঙলাতেই প্রবল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও পূর্ব্ব বাঙলায় পল্লীগান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। উত্তরবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে এত প্রচুর এবং সুন্দর গান পাওয়া যায় নাই। তবুও কি বলিতে হইবে যে ওয়াহাবী প্রভাব বাঙলার পল্লীগানের সর্ব্বনাশ করিল; তথা বাঙলার কৃষ্টির সর্ব্বনাশ করিল।

একথা অবশ্য সত্য যে আচারনিষ্ঠ ইসলামে সঙ্গীতের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লৌকিক এবং অলৌকিক সঙ্গীত পৃথিবীর মুসলমান দেশ সমূহে আদরের সহিত চর্চ্চা করা হইয়াছে এবং হইতেছে। এ সম্বন্ধে একটী বচন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিতেছি।

"We must lastly make mention says Amari in his History of the Musalmans of Cicily" of the musicians who were accustomed to sing to the lute the verses of the poets—a usuage which the Arabs learned from the Persians and which was condemned and whenever it was possible forbidden by strict Mussalmans though the rich and the great often collected troops of musicians for singing and dancing."

কেতার কথা জানিনা যিনি গান গাওয়া সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গান গাওয়ার বিরুদ্ধে মুসলমানের official religious opinion—কেমন তীব্র তাহা বুঝিলে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা রহস্যের উদ্ঘাটন হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুসলমানের মধ্যে গান প্রচলিত ছিল এবং আছে।

Quoted from Vol. I. Page. 431. of Storia De Mussalmani di cicilia by T. U. Courthhope in his History of English Poetry Vol. I. P. 76. (Macmillan & Co. 1919)

মিশরে এখন মুসলমান মেয়েদের বিবাহের সময় লোক সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। (Vide Arabic Proverb by J. L. Brukhurdt. 1875. Pp. 136—139*) শুধু তাই নয় সাধারণ মিশরীয়েরা পল্লীগান করে এ সম্বন্ধে ইংরাজী বচন তুলিয়া দিতেছি।

Thus do the boatmen in the rowing etc, the peasants in the raising water, the porters carrying heavy weights with poles, men, boys and girls in assisting builders, by bringing bricks and stones and water and removing rubbish, so also sawyers, reapers and many other labourers [Vide Modern Egyptians by E. W. Lane. London. 1890. P. 32.]

প্রাচীন আরবেও লোক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। [Vide Literary History of the Arabs. P. 19.] আরবেরা স্পেনদেশে তাহাদের স্বদেশীয় লোক সঙ্গীত বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং ইহা স্পেনীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। [Ibid Pp. 416—417.]

পারস্যে প্রাক্ ইসলামীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্য্যন্ত লোকসঙ্গীত চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক ব্রাউনের কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

I have no doubt that tasnif or ballad song by tourbador and wandering ministrels existed in Persia from very early perhaps even from pre Islamic times. [Vide Literary History of Persia. Vol. IV. Cambridge P. 221.]

A year amongst the Persians by E. G. Browne, Cambridge. 2nd Edition pp. 309-310.

---

* During this first tete a tete many women assembled before the door striking drums singing and shouting loudly. [Arabic Proverb pp. 136-137] † প্রাচীন আরবী কবিতা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য। M. Z. Siddiqi মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ; Calcutta Review. September, 1931. C. J. Lyall প্রণীত Ancient Arabic Poetry. London. 1887.

পারস্য দেশীয় একখানি পল্লীগানের গ্রন্থ কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম Twelve Persian Songs. Collected and Arranged by Blair Fairchild. (Novello & Co. London.)

সম্প্রতি তুরস্কে নূতন ধরণের একটী experiment চলিতেছে। প্রাচীন লোকসঙ্গীত ও কবিতার অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রিজা তউফিক কবিতা রচনা করিতেছেন।

'He has revived the old folk-literature of Turkey. In his imitations of this folk literature he has written a group of poems, which have been read by the common village folk and admired by them (The Light. Lahore. Jan. 16, 1932.)

আমাদের দেশে আদর্শ অনুসরণ করিলে মঙ্গলপ্রদ হইবে। [বি চি দঃ

Bibliography

ওয়াহাবী মতবাদ সম্বন্ধে প্রমাণ পঞ্জী

1. Wahabism and British Interests—by D. G. Hogarth. London. 1925.

2. Ibn saud—by Ameen Rihani.

3. Survey of International affairs. 1925. vol. 1 by A. J. Toyenbee. Oxford. 27.

4. Indian Mussalmans—by W. W. Hunter. London. 1887.

5. Nationalism and Imperialism in the East—by Hans Kohn.

6. The Wahabis.—by Zewmer.

7. Arabia—by Philby. London.

বারমাসী

বাংলা সাহিত্যে বারমাসী নূতন ব্যাপার নহে। ফুল্লরা, সুশীলা ও খুল্লনার বারমাসী প্রসিদ্ধ। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে বেহুলার বারমাসী পাওয়া যায়। দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রাণী ও সতী ময়নাতেও একটী চমৎকার বারমাসী আছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বারমাসীর সাক্ষাৎ মিলে। বটতলার বহু পুঁথিতে বারমাসী দেখা যায়। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় "ছহি বারমাসের পুঁথি" প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ৩৪টী বারমাসীর নাম পাওয়া যায়। এই সকল বারমাসীর মধ্যে নীলার বারমাসী, বাজির বারমাসী, ভেলুয়া সুন্দরীর বারমাসী এবং নাগমতির বারমাসী বিশেষ কবিত্বসম্পন্ন। বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগের বহু গ্রন্থে বহু বারমাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শুনিয়াছি চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের সংগ্রহে বহু বারমাসী আছে।

বারমাসের তেরটি বারমাসী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই তেরটি বারমাসীর নাম এখনও আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শ্রীহট্টের মুন্সী মোহাম্মদ আকরমউদ্দীন মহাশয় কয়েকটি বারমাসী পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন,— কাঞ্চন কন্যার বারমাসী, দীনহীনের বারমাসী, কোকিলকন্যার বারমাসী এবং কাঞ্চন সুন্দরীর বারমাসী। চট্টগ্রাম হইতে বন্ধুবর অধ্যাপক ওসমান গনি এম. এ.; বি, ই, এস মহাশয় মলকাবানুর বারমাসীর পুঁথি পাঠাইয়াছেন। কবি জসীমুদ্দিন সাহেবও নীলার বারমাসী মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমি নিজে হারামণি প্রথম খণ্ডে নীলার বারমাসী ও চিলার বারমাসী, বাজির বারমাসী ছাপাইয়াছি; পরে ছায়াবীথিতে [মাঘ, ১৩৪১], মোহাম্মদীতে [অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫] এবং বাংলার শক্তিতে [মাঘ, ১৩৪৩] আরও কয়েকটি বারমাসী ছাপা হইয়াছে। অন্য কোথাও গ্রাম্য কবিদের রচিত বারমাসী বড় বেশী ছাপান দেখি নাই।

দেখা যাইতেছে বারমাসী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এবং লোক সাহিত্যে বিস্তর রহিয়াছে। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে বারমাসী আছে বলিয়া শুনিয়াছি। হিন্দি সাহিত্যে বহু বারমাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বারমাসীর অনুরূপ কবিতা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মিলে না, একমাত্র কবি কালিদাসের ঋতুসংহারে সমগ্র হিসাবে ছয় ঋতুর বর্ণনা রহিয়াছে; কিন্তু তাহাকে কোনক্রমে বারমাসী বলা যাইতে পারে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না যে বারমাসী প্রাদেশিক ভাষায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং বিকশিত হইয়াছে। আচার্য্য সুনীতিকুমার বলেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই বারমাসীর বীজ নিহিত রহিয়াছে নতুবা বারমাসী আসিল কোথা হইতে? বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঠিক বারমাসী আছে বলিয়া মনে হয় না। বারমাসীর উৎপত্তি ও কালনির্ণয় সম্বন্ধে আমরা সত্যই স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিতেছি না।

বারমাসীর কেন্দ্রগত ভাব বিরহিণীর বিরহ। নায়িকার মনের দুঃখ, এবং বাংলায় ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে সকল মনোরম ও উপাদেয় রস ও আহ্লাদের সামগ্রী পতি-সোহাগিনীরা অনায়াসে উপভোগ করিতেছে তাহার বিষয় লইয়া নানা ভাবের উপমা সহকারে এই বারমাসীগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিরহের কারণ হইতেছে নায়ক বাণিজ্য ব্যপদেশে বিদেশে যাইতেছেন। এই বাণিজ্যের সুর এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস অস্পষ্ট, তবে এই সকল গানে বাঙ্গালীর বাণিজ্যের একটি স্পষ্ট মননধারার সাক্ষাৎ মিলিতেছে। শুধু গানে কেন গ্রাম্য গল্পেও বাণিজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে, মৎ-সঙ্কলিত "শিরণি" নামক গ্রাম্যগল্পগ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য মিলিবে। আমাদের কল্যাণীয় ছাত্র আজিরুল হক বি, এ মহাশয় যশোহর হইতে "আপাড় ছুরবের একটি গ্রাম্য গল্প সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—উহাতে বাণিজ্যার্থে লঙ্কাতে যাওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। যাহা হউক একটী বারমাসীতে এই সম্পর্কে নায়িকার মনের আকুলতা কী-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখুন,—

যৈবন জ্বালা বড়ই জ্বালা সহিতে না পারি
যৈবন জ্বালা তেজ্যা করে জলে ডুবে মরি।

ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সাধু বান্দিয়ো গুড়া
তুমি সাধু না যাইও বাণিজ্যে যাবে তোমার খুড়া।
দুঃখুরে যৈবন প্রাণের বৈরী।
দাউয়াকে দিব লাল পাগড়ী, মাঝিক দিব সোনা,
জানাব সাধু বাণিজ্যে যা'তে তোমরাই কর মানা।
দুঃখুরে যৈবন প্রাণের বৈরী।

(পৃঃ ১৯৭, বাংলার শক্তি, চৈত্র, ১৩৪৩)

অন্য একটি গানে অলঙ্কারপ্রিয় বঙ্গ রমণী অবলীলাক্রমে মাঝিকে অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত দিয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিতেছে। শুধু নায়ককে আরও কিছুকাল বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা; ইহাতে কি সত্যই বাঙ্গালার হৃদয়ের নিগূঢ় পরিচয় মিলিতেছে না?

"সীতা পাটি বেচ্যা রে ও মোর সাধু দাঁড়ী মাল্লার দেবো রে,
তুমি আরও কয় মাস রহিবা আমার ঘরে।"
"হাতের বাজু বেচ্যা রে ও মোর সাধু দাঁড়ীমাল্লার দেবো রে
তুমি আরও কয় মাস রহিবা আমার ঘরে।"

(পৃঃ ১০৯, হারামণি ১ম খণ্ড)

অপর একটি গানে বিরহিণী "নব যৈবনা" বঙ্গবধূর মনের কথা কেমন মর্ম্মস্পর্শী-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"এক মাস গেল চিন্তায় না পুরিল আশ,
নব রঙ্গ নউড়ী যৈবন সামনে আষাঢ় মাস।
আষাঢ় মাসেতে চিন্তা করে নারী গাঙ্গে নতুন পানি
কত সাধু বায় নৌকা উজানী ভাটানী।
যার সাধু গেছে পিছে সেও ত আ'ল আগে,
মোর সাধু গেছে আগে খাইছে বনের বাঘে।"

(পৃঃ ১২৩, প্রাগুক্ত)

সত্যই আমাদেরও সন্দেহ হয় নায়িকার সাধুকে নিশ্চয়ই বাঘে খাইয়াছে, নতুবা তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না কেন? [সাধু শব্দটাই প্রমাণ করিতেছে বাঙ্গালীর বাণিজ্য-প্রিয়তা, সাধু—সাধউ—সাউধ—সাউদ-সওদাগর]

ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'A History of Indian Shipping'এ যে সকল তথ্যের অভাব রহিয়াছে, মৌলানা সোলায়মান নদ্‌বী প্রণীত 'আরবোঁকা জাহাজরাণী' গ্রন্থে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য বিষয়ে যে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব ঘটিয়াছে, আমাদের বাঙ্গালাদেশের এই সকল লোকসঙ্গীত ও রূপকথায় তাহা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। অতি প্রাচীন-কাল হইতেই বাঙ্গালীজাতি সামুদ্রিক বাণিজ্যপ্রিয় ছিল। ইন্দোচীনে 'বং' জাতির উপনিবেশই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। তাম্রলিপ্ত হইতে বহু প্রাচীনকালে বাঙ্গালী জাতি বাণিজ্য ব্যপদেশে নানাদেশ যাইত আমরা জানি, আর এই সকল গ্রাম্য গান সেই ঐতিহাসিক সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। সুতরাং এইদিক হইতে বিচার করিলে এ গানগুলি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবার দাবী রাখে,—যখন আমাদের সাহিত্য ধর্ম্মের কচকচানীতেপূর্ণ এবং গতানুগতিকায় পিষ্ট, জাতির মানসিক পরিচয়ের কোন পূর্ব্ব ইঙ্গিতই তাহাতে নাই। বাঙ্গালা দেশের বাণিজ্যপ্রীতির সাক্ষ্য অন্য এক জায়গায় ভারী চমৎকার ভাবে ধরা পড়িয়াছে;—সেটি হইতেছে বাংলার আলপনায়। নৌকার আলপনা [বাংলার ব্রত, পৃঃ ৮৫] এবং নৌকা ও রথের আলপনা [বাংলার ব্রত, পৃঃ ৮৬] আমাদের গানের মানসমূর্ত্তির পরিপূরকরূপে বিচার করিলে তবে বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে বাংলার ব্রত যে সুপ্রাচীন,—দ্রাবিড় এবং অন্যান্য অনার্য্য প্রভাবযুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে অতি প্রাচীনকাল হইতে খেলনায়, আলপনায়, এবং গানে ব্যক্ত এবং অব্যক্তভাবে এই বাণিজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে।

এই গানগুলির কেন্দ্রগতভাব হইতেছে প্রেম; বিরহিণী নায়িকা নায়কের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। প্রেম বা কাম আদিম এবং প্রবল প্রবৃত্তি। সভ্যতার বনিয়াদ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। আরব্য উপন্যাসে এই প্রেমের ও কামের বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যাইবে,—মেঘদূতে ও এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। নায়কের এবং নায়িকার প্রেমের আবার সময়ভেদ আছে,—অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজী সমাজবিদের ভাষায় pairing time বলা হয়। ডক্টর ওয়েষ্টার মার্ক তাঁহার প্রামাণ্য গ্রন্থ History of

Human marriageএ এ বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগের পশুপক্ষী এবং প্রাণীর যে প্রকার pairing time নির্দ্ধারিত আছে অতীতকালে মনুষ্য সমাজেও সেই প্রকার প্রচলিত ছিল। কালক্রমে মানব সভ্যতার নানাবিধ পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বসন্তকালই যৌন সম্মেলনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়,—নানাবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যশ্রী, পক্ষীর সঙ্গীত, নানা ফুলের সুগন্ধি এবং মলয়ানিল নরনারীকে উতলা করিয়া তুলে। গ্রাম্য গানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

নিম্নের গানাংশ দ্বারা আমাদের বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট হইবে বলিয়া উদ্ধার করা গেল।

"ফাল্গুনে বসন্ত কালে কুহরে কোকিলে,
পরাণ কাঁদে [illegible] বিচ্ছেদ অনলে।
যার পতি ঘরে আছে [illegible],
অভাগিনীর পতি নাই কে তুলিবে মন।
চৈত্র মাসেতে বড় দুঃখের কারণ,
চাতকী করে অঙ্গ জ্বালায় দহন
যার পতি ঘরে আছে [illegible] সে নারী
পতি বিনে অভাগিনী জ্বলেপুড়ে মরি।"

অন্য একটী গানে পাই,

'ফাল্গুন মাসেতে প্রাণরে······পরে ছিটি (৩)
আম্রডালে ভরসা কইরা কুইলা সাজায় বাসা।
সাজাক সাজাক রে বাসা কুইলা তুলুক দুই ছাও,
যে না আশে গেছেরে পতি সেই না আশে যাও।
কুইলার রব শুনলে রে সাধু বাড়ী দিবে মন।
নানান জাতরে পশু আর পক্ষী
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে সঙ্গে লইয়া পতি।

চৈত্র মাসেতে হাইলায় বোনে বীজ
আনয়ে কটুয়ায় ভইরা খাইয়া মরি বিষ।
বিষ খাইতাম জহর রে খাইতাম ছনতো বাপমায়,
আর না বিয়া দিত মোরে নাইয়া-দাঁড়ীর ঠায়।
নাইয়া-দাঁড়ী বড়ই নিষ্ঠুর ব্যাপারে দেয় মন,
আমি বালি থুইয়া গেলো না লইলো উদ্দিশ।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন প্রেমজ্বালায় বিষ খাইয়া মরিবার জন্য এতাদৃশ আগ্রহ কেন? Havelock Ellis, Psychology of Sex নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যৌন সম্মেলনের প্রবল আসক্তি নরনারীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে,—পশু হইতে মানুষের এই ক্ষুধা কিছুমাত্র বিভিন্ন নয়। ইহার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে উপমা দ্বারা অনেক লিপ্সার ইঙ্গিত রহিয়াছে; আবার অন্য একটী গানে পাওয়া যায়,

এহিত ফাল্গুন মাসে মইষের শিঙ্গ নড়ে
নারীরে ফালাইয়া সাধু কোথায় পরবাস করে।
কোথায় পরবাস করে, কোথায় ঘরবাস করে,
কেইবা রাইন্দা দেয়,
রজনী পোহাইয়া গেলে কার বা পানে চায়।
সাধুর এও মাস গেল।

এখানে গ্রাম্য কবি যে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই বিচিত্র। দূর প্রবাসে প্রভাতে উঠিয়া কোন সুন্দর মুখখানি দেখিলে, বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলা যায়,—'দিন যাবে মোর ভাল'।

অন্য একটী গানের একটী ছত্রে, রস সমাবেশ কি আশ্চর্য্যভাবেই না দেখা দিয়াছে,

"ফাল্গুন মাসে দ্বিগুণ জ্বালা, চৈত্র মাসে শরীর কালা"

(পৃঃ ৮২, হারামণি—১ম খণ্ড)

সকল মাস অপেক্ষা এই ফাল্গুন মাসেই বা কেন নায়িকার জ্বালা দ্বিগুণ হইল

এবং চৈত্রে সোনার শরীর পুড়িয়া একেবারে কালাই বা কেন হইল, কেহ কি বলিতে পারেন ?

হয়ত সাধারণের মনে হইবে যে এই সকল গ্রাম্য কবিতা বুঝি যৌন তত্ত্বের প্রচারক, তাহা নহে। প্রত্যুত আদি রস সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কথা। সুতরাং লোক-সাহিত্যে ইহা বাদ পড়িবে কেন ? বৈষ্ণব কবিতায় ইহা কি স্পষ্ট-রূপ ধারণ করিয়াছে ?

বাঙ্গলা দেশের একটি পরিচয় এই সকল বারমাসীতে পাওয়া যাইবে যাহা সম্ভবতঃ অন্যত্র পাওয়া সম্ভব হইবে না। একটীর পর একটী করিয়া বারটী মাসের বর্ণনা রহিয়াছে এবং ইহাতে বারমাসের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির তালিকা এবং নায়িকার মানসিক অবস্থা ধরা পড়িয়াছে। 'অগ্রহায়ণ মাসে নূতন ধান্য'

"এহি ত অঘ্রাণ মাস ক্ষেতে পাকা ধান
কেহ কাটে কেউ মারে কেউ করে নবান
সাধু ইহা মাসেরে।
কনক কনক সবে দিয়া পাটের ভুদ,
তোমা ঘরে নাইক সাধু লাগে কি সুখ"
(পৃঃ ২২২, বাংলার শক্তি—মাঘ, ১৩৪৩)

অন্য একটী গানে আছে

"এই অঘ্রাণ মাসেতে মনে না বন্ধু"।
পৃঃ ১৩৬, মাসিক মোহাম্মদী—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩।

আর একটী গানে আছে,

"অঘ্রাণ মাসেতে সাধু পাকে নানা ধান,
আপনার সাধু ঘরে না হয় কে দাইত ধান।"
(পৃঃ ১, কোকিল কন্যার বারমাসী ও বাউল গান
—মুন্সী মোহাম্মদ আশ্‌রফউদ্দীন।)

বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, রাজসাহী, মৈমনসিং ইত্যাদি জিলায় সর্ব্বত্র অগ্রহায়ণ

মাসে নূতন ধান কাটিবার, মড়াই করিবার এবং তৎপরে নবান্নের মনোহর উৎসব করিবার যে চিত্র ধরা পড়িয়াছে তাহা কী অতীব হৃদয়গ্রাহী নহে? বাঙ্গালীর মনে কি এই বঙ্গদেশব্যাপী আনন্দ কোলাহল নূতন বলের ও ভাবের সৃষ্টি করে না? বঙ্গকুটীরের এই উৎসব কাহিনীর কথাও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। গ্রাম্য চাষীর দল তাহাদের মনের কথা লোক চক্ষুর অন্তরালে এই সকল গানের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে, বাংলার লিখিত ইতিহাসে ইহার কোন পরিচয় পাই না। আধুনিক রস রচনায় আমরা বাঙ্গালীর এই ট্রাডিসন অবহেলাভরে আদৌ উল্লেখ করি না যেমন Thomas Hardyর রচনায় স্বীয় গ্রাম ও দেশের ট্রাডিসনের বিবরণী পাওয়া যায়। এই প্রকার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে বাংলার পরিচয় এই সকল গ্রাম্য গান হইতে সঙ্কলিত হইল।

পৌষ মাসে বধূর 'নাইয়র' (পিতৃগৃহ গমন) নিষিদ্ধ। মাঘ মাসে দারুন শীত,—শীত তরল হইয়া পড়ে। 'দুগুন পরে জার।' এ শীতে একা একা বিরহিণী নায়িকার যে কী কষ্ট হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফাল্গুন মাসে দ্বিগুন জ্বালা, বাহিরে জ্বালা এবং ভিতরেও জ্বালা। চৈত্র মাসে এই জ্বালায় জ্বালায় শরীর কালা হইয়া যায়। চৈত্র মাসে গৃহস্থে বা কৃষাণে ভূমিতে বীজ বোনে। গাছে পাকা বেল হয়। বৈশাখ মাসে নূতন নালিতা শাক গজাইয়াছে। নূতন নালিতা সকলের নিকট অপূর্ব্ব আস্বাদযুক্ত শুধু বিরহিনীর নিকট ইহা বৈশাখ মাসেও তিক্ত। বৈশাখ মাসে কোথাও কোথাও বীজ বোনা হয়। কোথায় কোথায় 'ছিঁচে পাণি।' এই সময় "ডিঙ্গুর ছাড়িয়া কান্দে বনের বাঘিনী।" জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, গাছে পাকা আম বাদুড়ে খাইয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস জামফলের সময়। এই মাসের নারিকেল বোধ হয় মিষ্ট হয়। আষাঢ় মাসে নূতন জল, গাঙ্গে নূতন পানি, গাঙ্গে ভাসে নাও;—এই সময় সওদাগরের নৌকা উজানী ভাটানো যায়;—আষাঢ় মাসে দেওয়া পড়ে ধারে। দেওয়ায় খাল আর বিল ভরিয়া যায়। কোথায় কোথায় এই সময় 'বাইচালী' খেলা হয়, নৌকা বাইচ হয়। আমরা অন্যান্য মাসের বর্ণনায়ও বাংলাদেশের গভীর পরিচয় পাই।

বাংলাদেশের ছেলে-ভুলান ছড়ায় বার মাসের একটী সরল বর্ণনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা বলি পড়ে পাঁঠা,
কার্ত্তিকে কালিকা-পূজা ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অগ্রাণে নবান্ন দেয় নূতন ধান কেটে,
পৌষ মাসে বাউনী বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি,
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্র মাসে চরক সন্ন্যাস গাজনে বাঁধে তারা
বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে দেয় বসুধারা।

জাগ গান*

বাঙ্গালা দেশের জাগ গান প্রসিদ্ধ। জাগগান সম্ভবতঃ উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ রাজসাহী, পাবনা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় এককালে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ফরিদপুর জেলায়ও ইহা প্রচলিত আছে, বিশেষ করিয়া পদ্মার তীরবর্ত্তী জনপদসমূহে। ঢাকা জেলায় কামদেবের গান প্রচলিত আছে। ঢাকার কামদেবের গান ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন[১]। এই গানগুলির সঙ্গে রঙ্গপুরের জাগগানের ভাবের কিছু কিছু মিল আছে। বস্তুতঃ জাগগানের অনুরূপ গান বাঙ্গালা দেশের কোন কোন জেলায় প্রচলিত আছে। রঙ্গপুরের কিছু কিছু জাগগান সংগৃহীত, আলোচিত এবং রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে[২]। পাবনা জেলার কয়েকটি জাগগান আমি 'ভারতী' ও 'বঙ্গবাণী'তে[৩] প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে ঐ জাগগানগুলি সংসঙ্কলিত ও প্রকাশিত "হারামণি" নামক গ্রাম্য গানের বহিতে একত্রিত করিয়া ছাপাইয়াছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাজসাহী ও পাবনা জেলা হইতে সংগৃহীত এরূপ কয়েকটি গান প্রকাশিত হইল। কতকগুলি জাগগান ডক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় পালাগান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন[৪]। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি পালাগান নয়। তিনিও সে কথা কতকটা তাঁহার মন্তব্যের শেষ ভাগে স্বীকার করিয়াছেন[৫]। তাঁহার গানের সঙ্গে

---

* ১৩৩৪।২৫এ পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ঢাকার ইতিহাস, পৃঃ ৩৯২ ৯৪।

২। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩১৫, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

৩। ভারতী, ১৩৩১, পৃঃ ২৭২-৭৬। বঙ্গবাণী, ১৩৩১, মাঘ, পৃঃ ৭৩৬-৭৩৭।

৪। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৭-৭৯।

৫। ঐ, পৃঃ ৫৬৫-৬৬।

বর্ত্তমান সংগ্রহের কয়েকটি ছত্রের মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু তাঁহার সংগ্রহের কয়েকটি ছত্রের সহিত 'হারামণি'তে প্রকাশিত ফরিদপুর জেলার মেয়েলি গানের কয়েকটি ছত্রের মিল দেখা যাইবে। ১৩৩১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন "মারাঠী ও বাঙ্গালী" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে যে পল্লীগান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত জাগগানের তুলনা চলে। ১৩৪০ সালের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় মেয়েদের গান ও নাচ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্ধৃত গানের কতকগুলি পঙ্‌ক্তির সহিত এই জাগগানের কতকগুলি ছত্রের মিল দেখা যায়। এই জাগগান সাধারণতঃ পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। একজন প্রথমে জাগ বলে, পরে সকলে সমস্বরে গান করে। সাধারণতঃ রাত্রি জাগিয়া গান গাওয়া হয়।

জাগগান আদিতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ছিল, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের বাল্যলীলা ইহার বর্ণনীয় ছিল। পরে বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাতে নূতন বস্তু গৃহীত হয়—যেমন চৈতন্যলীলা এবং সর্ব্বশেষে সত্যপীরলীলা। গ্রাম্য গানে এ রকম অনবরত ঘটিতেছে। রেল, ষ্টীমার, এমন কি পাঙ্কীকে লইয়া বহু গ্রাম্য গান পাওয়া যায়। মালদহের গম্ভীরায় ও মুর্শিদাবাদের আল্‌কাপ্‌ গানেও এরূপ ব্যাপারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত জাগগানে সোনাপীরের উল্লেখ আছে। পাবনা জেলার চাটমহর সহরে তাঁহার বাড়ী ছিল, বলা হইয়াছে। পাবনা জেলার চাটমহর এককালে মুসলমান-প্রাধান্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহু মসজিদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি চাটমহরে রহিয়াছে। পাবনা জেলার ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সাহা ইহার বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথাও সোনাপীরের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই গানগুলিতে উল্লিখিত সোনাপীর, মকরুল্লাপীর, মাণিকপীর ও জিন্দাপীর কে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। জিন্দাপীর কি মকানপুরের জিন্দাপীর শা মাদার? অন্য একটি গ্রাম্য গানে পাওয়া যায়,—"যাও জিন্দাপীরের দরগাতে, আর হাজাতের মর্ম্ম কে জানে"।

নিম্নলিখিত গান কয়টি রাজসাহী জেলার অধীন সিংড়া থানার অন্তর্গত সিংড়া গ্রাম হইতে মুন্সী ইছহাক মিয়ার সাহায্যে ১৯২৬ সনে সংগৃহীত।

পীর সাহ মীরের ঘরে পীরের জনম ॥
একত মাসের কালে জানে বা না জানে।
দুইত মাসের কালে লোকের কানে কানে ॥
তিনত মাসের কালে যক্তের দোলা।
চারত মাসের কালে হাড়ে হাড়ে জোড়া ॥
পাঁচত মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয়ত মাসের কালে এটু পল্টে ॥
সাতত মাসের কালে সার্তে শরীর নয়।
অষ্টম মাসের কালে মনপ্রাণ চিয়ায় ॥
নবম মাসের কালে নব ঘনাকৃতি।
দশম মাসের কালে পিণ্ডের অনুভূতি ॥
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হয়ে আইল।
উদরে থাকিয়া পীর ভাবিতে লাগিল ॥
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
বিষের নাড়ী ধরিয়া মায়ের মারে বিসম টান ॥
বিষের নাড়ী ধরে মার বজ্রটান দিল।
সলাম সলাম বলে মা জমিনে পড়িল।
দাই দুলানী এসে তখন দেরাও করিল ॥
থাবা থুবা দিয়া মাকে জামেতে বসালে।
চালের বক্তা কেটে দাই ঘরে প্রবেশ হইল ॥
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
ভূমিষ্ঠ হইয়া নিল আল্লাহ্ জীর নাম ॥
যখন মাণিক পীর ভূমিতে পড়িল।
অঞ্চলের পঞ্চ মাণিক দাইকে দিল ॥

চাটমহর সহর নিয়া সোনা পীরের বাড়ী।
নব্বই হাজার ঘর যাহার দক্ষিণদুয়ারী॥
আ'ল রে আ'ল রে পীর আল আরবার।
চাদুয়া টাঙ্গাইয়া পীর হইল দরিয়া পার॥
দরিয়া পার হ'য়ে পীর চায় চতুর্দ্দিক্।
স্বর্গ হ'তে সোনার পালঙ্ক প'ল আচম্বিত॥
তারি উপর দোন ভাই করিল আলিস।
খাট পালঙ্ক পেয়ে পীর মোরে দিল না।
ইন্দ্রপুরের দুই কন্যা যাতে হাত পা॥
[illegible] খুতোর লাল্লাম তাহার অচ্ছা।
তার পেটে জন্ম নিল মাণিকপীর বাদশা।
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর এ ভাই
ক্ষুধায় আকুল হয়ু গোয়ালপাড়া যাই।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর এই ভাই।
এসেছি গোয়ালপাড়া জাহির হেথে যাই॥
আগনড়ি পাছ করে বাতানে দিল বাড়ী।
নব লক্ষ ধেনু ম'ল বিশ লক্ষ বাছুরী॥
বাতানে পড়িয়া ম'ল বাতানে ভাস্থর।
দরবারে পড়ে মল দরবারে শশুর॥

কান্দে রে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও।
গোধেনুর বদলে কেননা মরিল মাও॥
কান্দে রে গোয়ালের নারী হস্তে করে কাচি।
গোধেনুর বদলে না মরিল চাচী॥
কান্দে রে গোয়ালের নারী হাতে করে ঝারি।
গোধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি॥
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
মেরেছি গরীবের ধন জিলাইয়া যাই॥
আগনড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাড়ী।
নব লক্ষ ধেনু তারা পাড়ে দোড়াদোড়ি॥
বাথানেতে চেতন পে'ল বাথানে ভাসুর।
দরবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর॥
আগে যদি জানতেম তুমি সোনা পীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর॥
জিন্দা চার যুগের সার।
মারিয়া জিলাতে পার, অপার মহিমা তোমার।

ওখান হতে পীর বিদায় হ'ল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
আয় পীর চাল্যানীর বাজারে।
শোন রে চাল্যানী ভাই
সোওয়া সের চাউল দেও খাই
দোওয়া করিব আল্লাহ্জীর ফকির॥
শোন রে ফকির মোরে
তৈয়ার চা'ল নাইক ঘরে
কাঁড়ালি আল্লাজীর ফকিরে।

পীরের মনে ছিল হক্কা
চা'লেতে মারিল তুক্কা
সব চা'ল শূন্যেতে উড়াল ॥
সুমতি ছিল চাল্যানীর কুমতি লাগিল।
তৈয়ার চা'ল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল ॥
কান্দে রে চাল্যাজীর নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরেরই পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে
ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে যাই ॥
এখান হতে পীর বিদায় নিল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় গুড়িয়ার বাজারে।
শুন রে গুড়িয়া ভাই
সোওয়া সের গুড় দেও খাই
দোয়া করিব আল্লাজীর ফকির।
সুমতি ছিল গুড়িয়ার কুমতি লাগিল
তৈয়ার গুড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হক্কা
গুড়েতে মারিল তুক্কা
সব গুড় শূন্যেতে উড়িল ॥
কান্দে রে গুড়িয়া নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া দূরে
ডাক দিয়া বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে যাই ॥

ওখান হতে বিদায় নিল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় কুমারে বাজারে।
শুন রে কুমার ভাই
একটী পাতিল দাও খাই
দোওয়া করিব আল্লাজীর ফকির ॥
সুমতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল ছক্কা
পাতিলে মারিল তুক্কা
সব পাতিল শূন্যেতে উড়িল ॥
কান্দে রে কুমারের নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে
ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে যাই ॥
সা জিন্দা মকরুল্লা ও জিন্দা পীর,
মারিয়া জিলাতে পারে অপার মহিমা তোমার।
শুনতে খেরুয়া ভাই অন্য বাড়ী যায়
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই।

দক্ষিণদুয়ারী ঘর ঘন বাঁশের রুয়া।
বাহির করে দেও পিঁড়ি, পান বাটা ভরি গুয়া ॥
বাটা ভরি কাটা গুয়া পাঁচ পীরে খায়।
পাঁচ পীরে যুক্তি করে অরণ্যেতে যায়।
অরণ্যের বাঘ ভালুক দেখিয়া পলায় ॥

পলাস না পলাস না রে তোরা ।
দরজা ঘুরিয়া দাও নিশান খেলি মোরা ॥
নিশান খেলিতে খেলিতে পীরের ;
জেগে জেগে দেও তোমরা সোনা পীরের বিয়া ।
প্রথমে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়া ।
আনিল করবী ফুল সাজি ভরিয়া ॥
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া ।
তার পরে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়া ॥
আনিল কেয়া ফুল সাজি ভরিয়া ।
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া ॥
চার তরফ চার কলার গাছ কইল গাড়িয়া ।
পাঁচ বাড়ীর পাঁচ আইয়ো আনিল ডাকিয়া ।
জেগে জেগে দাও তোমরা সোনা পীরের বিয়া ।

দুয়া ।

[illegible] ঠাকুর পীর [illegible] মানিক পীর
[illegible] কিতাবে পাব আল্লার মহিমা তোমার ॥

নিম্নলিখিত কয়েকটি গান পাবনা জেলার অন্তর্গত সুজানগর থানার অধীন মুরারিপুর গ্রামের সেখ আবদুল জব্বারের নিকট হইতে ১৯২৪ সালে সংগৃহীত হইয়াছে ।

গোয়ালে জাগ

সোনার হারের [=পীরের] জাগ ।

গিরি ভাই গিরি ভাই হুগুর হুগুর ।
সোনার পীরের চেলা আ'ল বছর অন্তর ॥
সোনার হারের চেলা দেখে যে করিবে হেলা ।
দুই পায় দুই গোদ বাড়াবি চক্ষে বাড়াবি ঢেলা ॥

ঢেলা নয় রে ঢুল্যা নয় রে গায় আইছে জ্বর।
এমন ত দেখি নাই রে সোনার হারের বর॥
সোনার হার ভক্ত ঠাকুর মুখে চাপদাড়ী।
হেলিয়া ঢুলিয়া গেলেন গোয়ালনীর বাড়ী॥
গোয়ালনী গোয়ালনী বইসে কর কি।
তোমার পুত্র মার খাত্যাছে এই সভার মধ্যি॥
সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল।
সিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরকে ভাঁড়াল॥
ঘরে গুয়ালনীরে বাথানে মরে গাই।
সাত শ এক ধেনু মরে লেখা জোখা নাই॥
আগে যদি জানতেম রে তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দই দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর॥
হুই চই করে পীর বাথানে দিল বাড়ি।
বাথানেতে পড়্যা রইছে চোদ্দ বোঝা দড়ি॥
হুই চই করিয়া পীর বাথানে দিল ভুয়া।
সাত দিনকার মরা ধেনু দন্তে কাটে কুটা॥
হুই চই করিয়া পীর বাথানে দিল বাড়ি।
সাত দিনকার মরা ধেনু পায়ে নড়ানড়ি॥
চলো চলো রাখাল ভাই রে আর এক বাড়ী যাই।
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই॥

নিম্নলিখিত গানটি পাবনা জেলার অধীন সুজানগর থানার অন্তর্গত মুরারিপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

নিমাইর জাগ

নিমাই দুখিনীর ধন
দুঃখ পাসরার বেটা রে নিমাই ওরে নীলরতন॥

এক মাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজল।
ছুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল॥
তিন মাসের কালে নিমাই লোহু রক্তের গোলা।
চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া॥
পঞ্চ মাসের কালে নিমাই পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথার চুল উঠে॥
সাত মাসের কালে নিমাই সাত সুরে গায়।
অষ্ট মাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায়॥
নয় মাসের কালে নিমাই নব ডঙ্কা মারিল।
দশ মাসের কালে নিমাই ভূমিষ্ঠ পড়িল॥
দশ মাস দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল।
নিমাইচাঁদ ভূমিষ্ঠ পড়ে মা বোল বলিল॥
এক মাস যায় মায়ের স্তুতি আর স্তুতি।
আর এক মাস যায় মায়ের মনে মায়া॥
কোথা হতে এল যোগী কেশব ভারতী।
কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইরে বানাল সন্ন্যাসী॥
দেশ দেশ নদীয়ার লোক দেখ রে চাহিয়া।
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চল্লো জননী ছাড়িয়া॥
সন্ন্যাসী না হও রে নিমাই বৈরাগী না হয়।
ঘরে বসে কৃষ্ণনামটী মাকে শোনায়॥

[বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা]

বাংলার লোক সাহিত্য ও মুসলমান

বাঙলা দেশের সংস্কৃতিতে মুসলমানদের নিজের যা খুদকণা রয়েছে তা সংগ্রহ করা ভাল মনে করি। বাঙলা দেশে Vote "ভোটের" ন্যায় শক্তিশালী ও মূল্যবান সম্পদ অপর্যাপ্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে রয়েছে এবং এই হিসাবে উত্তর বঙ্গ বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে এবং সাহিত্যে যথেষ্ট দান করতে পারে। এই উত্তর বঙ্গ হতে আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন গোপীচাঁদের গান সংগ্রহ করে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রে (Vol. 1. Part. III, 1878.) প্রকাশ করেন। এই গান বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট দিকের আলোচনা ও গবেষণা দ্বার উন্মুক্ত করেছে। আজও উত্তর বঙ্গের নানা জায়গায় নাথপন্থী যুগীজাতীয় লোকেদের মধ্যে এই গান প্রচলিত রয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের দিলালপুর গ্রামে এক রাত্রি জেগে এই গান শোনবার সুযোগ ঘটেছিল। উত্তর বঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই গান প্রচলিত রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কেননা, আমি রঙ্গপুরের দিলালপুর হতে "মুসলমানী বাংলায়" রচিত গোপীচাঁদের একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলাম। উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্যের এই বৈশিষ্টপূর্ণ দিকের প্রতি আজ সাহিত্য সেবক দলের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। উত্তর বঙ্গের সঠিক ইতিহাস আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্যের মধ্যে উত্তর বঙ্গের ইতিহাসের মাল-মসলা ছড়িয়ে রয়েছে। মহীপাল রাজার গান আজিও সংগৃহীত হয়নি। অথচ এককালে মহীপালের গানে বাঙলা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল বলে মনে হয়। কেননা ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা * এর প্রতি অযথা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন এবং আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বলছেন,

"The ballads were used to be sung in chorus by professional minstrels, amongst the admiring rural folk with whom they were

---

* "মহীপাল যোগীপাল ভোগীপাল গীত। ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত।"
—চৈতন্য ভাগবত।

so popular Vide. P. 36. (Bengali Language and Literature by Dr. D. C. Sen.).

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি মহীপালের গানের কয়েকটী ছত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম, তা' আমার শিক্ষক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের হাতে দিই। তিনি একটী বিস্তৃত ভূমিকা যোগ করে এই ছত্রগুলো "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা," ৪র্থ খণ্ড ২য় সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৩১৯—৩২০) প্রকাশ করেছেন। তিনি মহীপালের গানের জন্য বহু চেষ্টা করেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাম্য পালা গান সংগ্রাহক পল্লীকবি জসীমূদ্দিন এম. এ, মহাশয়কে তিনি রঙ্গপুরে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জসীমূদ্দীন রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

মহীপালের গানের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য সম্বন্ধে, দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "ভারতের একজন সুবিখ্যাত রাজা সম্বন্ধে এই পালাটী লোকমুখে যে আকারই ধারণ করুক না কেন, ইতিহাসের চেষ্টা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কাছে মূল্য অনেক। সাধারণ লোকের ও পালাগান সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। * * * আমার বিশ্বাস পালাটী এখনও উত্তর বঙ্গে আছে। আমার শরীরের অবস্থা খারাপ না হইলে, আমি নিজে গিয়া পালাটী উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিতাম। সে উপায় যখন নাই তখন আমার অপরের ভরসাতেই উহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। দুঃখের কথা এই যে, পালাগানগুলি অতি দ্রুতভাবে এদেশ হইতে লোপ পাইতেছে। এখনও যদি লুপ্ত না হইয়া থাকে, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত মহীপালের গানটী লুপ্ত হইতে পারে।" (দ্রষ্টব্য পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড ২য় সংখ্যা পৃঃ ৫৩৪)। সুতরাং এই মহীপালের পালা গানটীর মূল্য এবং সংগ্রহ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে এই সম্বন্ধে আমার একটী ধারণা এই যে, মহীপালের গান যে কোন কারণেই হোক উত্তর বঙ্গের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আমার সংগৃহীত মহীপালের পালা গানের কয়েকটী ছত্র সুবিখ্যাত লেখক মৌলবী আজহারুদ্দীন এম, এ. ছাহেবের সাহায্যে ফরিদপুরের রাজবাড়ী গ্রামের একটী ভদ্র মহিলার নিকট হতে সংগৃহীত। ডক্টর দীনেশচন্দ্রের আত্মীয় অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় খবর পান, রঙ্গপুরের একটী ইতর শ্রেণীর

স্ত্রীলোকের সমগ্র পালাটী মুখস্থ আছে। যা' হোক উত্তর বঙ্গের এই পালাটী সংগৃহীত হ'লে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উপকার হ'বে।

কিছুকাল পূর্ব্বে জাগগান নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিশেষ আলোচনা হয়েছে। পুরাতন রঙ্গপুর সাহিত্য পত্রিকায় কিছু কিছু জাগগান সংগৃহীত করে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় প্রকাশ করেন। জাগগান সম্বন্ধে একটী বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার, অথচ তৎপূর্ব্বে সমগ্র জাগগান সংগ্রহ না করলে চলবে কি করে। উত্তর বঙ্গে প্রচলিত জাগগানগুলি সংগৃহীত হলে বেশ একটা কাজ করা হবে। পাবনা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজসাহীর কিছু গান আমি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছি। আশা করি, উত্তর বঙ্গের যুবকেরা নিজেদের গ্রাম হতে জাগগানগুলো সংগ্রহ করে গবেষণার বন্ধুর পথ সুগম করতে সাহায্য করবেন। রঙ্গপুরের অন্য প্রকার গানের নাম বঙ্গ-সুধী সমাজে প্রচারিত হয়েছে—উহার নাম ভাওয়াইয়া গান। ভাওয়াইয়া গান বেশী সংগ্রহ দেখিনি। ঢাকার শান্তি পত্রিকায় এবং সম্ভবতঃ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় কিছু কিছু গান প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর ও অন্যান্য জেলার মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত মেয়েলী গানগুলোর আশু সংগ্রহ নিতান্তই প্রয়োজন। বিবাহ উৎসব উপলক্ষে রাজসাহী, রঙ্গপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় গান আমি নিজে শুনেছি এবং কিছু কিছু সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছি। আমার জনৈক বন্ধু দিনাজপুর হতে কয়েকটী মেয়েলী গান সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

মেয়েলী গানের সাহায্যে আমাদের বাঙ্গালা দেশের অন্তর্জীবনের এমন একটী স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যাবে, যা লিখিত ইতিহাসে পাওয়া সম্ভবপর নয়। বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা হতে আমি প্রচুর পরিমাণে মেয়েলী গান সংগ্রহ করেছি। কিন্তু দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ প্রভৃতি জেলা হতে মেয়েলী গান বিশেষ সংগৃহীত হয়নি। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়ও এই সংগ্রহ প্রকাশিত হয়নি, সুতরাং উত্তর বঙ্গের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের জন্য এই গানগুলো অনতিবিলম্বে সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমার মনে হয়

ডক্টর দীনেশচন্দ্র যে, মহীপালের অমূল্য গান সংগ্রহের জন্য আকুল হয়েছিলেন, তা সম্ভবতঃ এই মেয়েলী গানের মধ্যে পাওয়া যাবে। মেয়েলী এবং নৌকা বাইচের গান রাজসাহীতে অংশতঃ একই প্রকার। স্থানভেদে সামাজিক এবং জীবনের ধ্যান ধারণার পরিবর্ত্তন হয়। নদী নালা সঞ্জীবিত ও গুবাক-নারিকেল সমন্বিত বরিশাল প্রভৃতি জেলার বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে উত্তর বঙ্গের নদী নালা শূন্য অবস্থার স্পষ্টরূপ মেয়েলী গানে পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, কালজিরা ধানের অমৃত সুস্বাদ এবং মধুর সুগন্ধ এ সকল মেয়েলী গানে পাওয়া যাবে। বৌদ্ধ মতবাদের প্রচ্ছন্ন ধারার নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ মিলিবে এই সকল গানে। আমাদের ঐতিহাসিকেরা এবং সমাজবিজ্ঞানবিদেরা এই মেয়েলী গানগুলোর যথাযথ মূল্য প্রদান করেননি। গবেষণার হল কর্ষণ করতে হবে এই অমৃতসম্ভাবী পতিত জমিতে। আশা করা যায়, এই আবাদে সোণা ফলবে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে গানের ভিতর দিয়ে ধর্ম্মের কঠিন বাণী ও সাধনার ইঙ্গিত প্রচারিত হয়ে আসছে আমাদের দেশে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মধ্যে এই পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মমত ও জীবনাদর্শের সাক্ষাৎ পরবর্ত্তীকালের লোকসঙ্গীতে পাওয়া যায় এবং এই লোক সাহিত্যের অবাধ প্রচার ছিল উত্তর বঙ্গের আনাচে-কানাচে। এই গানগুলো অধুনা দেহতত্ত্বগান, মারফতী গান, শব্দগান বা বাউল গানের নামে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিচিত। এই গানগুলো প্রথমে হিন্দু তথা বৌদ্ধধর্ম্মের ও সাধনার ধারা বহন করে আসছিল, পরে মুসলমানের সমাগমে এবং হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ফলে, এই গানের ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কাজেই গানগুলোর মধ্যে খাঁটি ইসলামের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু ইসলামের বাণী ও সাধনা সাধারণের মনের উপর কি বিচিত্র এবং অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সঠিক সাক্ষ্য পাওয়া যাবে নিশ্চিতভাবে ঐ সকল গানে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আশা করা যায়, মুসলমানদের নব জাগরণ জ্ঞান চর্চ্চার দুরূহ কার্য্যে নিয়োজিত হবে। রংপুরের সুসাহিত্যিক বন্ধুবর মরহুম মৌলবী ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়ের সৌজন্যে আমি অনেকগুলো গান সংগ্রহ করেছিলুম, তার কিয়দংশ

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলুম এবং পরে ওগুলো মৎসঙ্কলিত হারামণি প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

মুসলমান আগমনের চিহ্ন এই গ্রাম্য মারফতী সঙ্গীতে স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। মুসলমান সুফীদের বাণীর যেন প্রতিধ্বনি এই গানগুলোয় বন্দী হয়ে রয়েছে। বঙ্গদেশে সুফী প্রভাবের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গেলে, এ গানগুলোর বিশেষ প্রয়োজন হবে। বন্ধুবর ডক্টর ইনামুল হক সাহেব "বঙ্গে সুফীপ্রভাব" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই গানগুলো বিশেষ আদরের সংগ্রহের চেষ্টা করবার আরও একটী কারণ আছে। বাঙ্গলাদেশের বিদগ্ধ মুসলিম চিত্তের নিকট সমগ্রভাবে বাঙলা সাহিত্য অবহেলিত হয়ে আসছে, অথচ বাঙলা সাহিত্য চর্চ্চার প্রথম স্তরেরই গানগুলো সাক্ষ্য দেবে বাঙালী মুসলমান অশিক্ষিত জনসাধারণের বাঙলা সাহিত্য প্রীতি ও চর্চ্চায়। বটতলা সাহিত্য অপেক্ষা এই পর্য্যায়ের সাহিত্য নিদর্শন অধিকতর বিশাল এবং উচ্চাঙ্গের। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষী বহুস্থানে এই সকল লোক সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠগুলোর যথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসা করেছেন। আজ আমরা আরবী, ফারসী শব্দের কলহ দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য কলুষিত করছি। অথচ আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য্য এই সকল সঙ্গীতে জীবন্ত হ'য়ে রয়েছে। মৎসঙ্কলিত হারামণি প্রথম খণ্ডে এবং ডক্টর দীনেশচন্দ্র সঙ্কলিত মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতিতে অজস্র আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আর একটী বিষয়ে আমি সুধী সমাজের দৃষ্টি এ সম্পর্কে আকর্ষণ করতে চাই। আজ ভারতে Rural Reconstructions এর উৎসব চলেছে। বাঙলা দেশকে সঠিকভাবে বুঝে পুনর্গঠন করতে গেলে এই গানগুলোর বিশেষ প্রয়োজন। জনমনের চমৎকার পরিচয় এই গানে পাওয়া যাবে। গ্রামকে সংস্কার এবং পুনর্গঠন করতে গেলে, এই সঙ্গীতকে তার পূর্ব্বতন কার্য্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে দিতে হবে। আরও একটী কথা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য,—হিন্দুমুসলমানের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং মিলিত সাধনা এই গানগুলোকে জন্ম দিয়েছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গের উৎসাহী যুবকদিগকে আমি এই সকল লোক সঙ্গীত সংগ্রহে আহ্বান করছি। [দৈনিক আ জা দ]

পল্লীগানে ইতিহাসের মালমশলা

রাজশাহী মুসলমান প্রধান জিলা। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হাণ্টার সাহেবের বিবরণীতে জানা যায় রাজশাহীর তিন ভাগ লোক মুসলমান এবং একভাগ অমুসলমান। অনেকের ধারণা মুসলমানেরা জোর করিয়া হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। অধিকাংশ স্থলেই ইহা সত্য নহে। ডক্টর ইনামুল হক সাহেব ১৩৪৪ সালের মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আরনল্ড প্রণীত Preaching of Islam 'প্রিচিং অব ইসলাম' এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক অত্যাচার এবং অবিচারের ফলেই বাংলার বহু জিলার নিম্ন বর্ণের উৎপীড়িত এবং অত্যাচারিত হিন্দুরা বিনা বলপ্রয়োগেই ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল।) Ibid. P. 50.। সুতরাং মুসলমান বাদশাহেরা যে জোর করিয়া রাজশাহীর হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়াছিলেন এ কথা আর বলা চলে না।

রাজশাহীর অধিকাংশ মুসলমান যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসম্প্রদায় হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, একথা সত্য,—অন্ততঃ হাণ্টার সাহেব এই অভিমত দিয়াছেন। তিনি বলেন যে একজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে একজন নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে একবেশে দাঁড় করাইয়া দিলে কোনই পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। সেকালে যাহারা মুসলমান হইয়াছিল তাহারা কিছু কিছু হিন্দু আচার এবং মনোভাব সঙ্গে আনিয়াছিল। নব দীক্ষিত মুসলমানদের মনের উপর ইসলাম ধর্ম কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরা তৎকালে রচিত গ্রাম্যগান, গল্প, পুঁথি প্রভৃতিতে পাই। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও হিন্দুগণের ধর্মান্তর গ্রহণের ফলাফল বিচারের পক্ষে এই সকল উপাদান অতীব মূল্যবান্।

আমাদের বর্তমান সংগ্রহের সকল গান রাজশাহী হইতে সংগ্রহ করিয়াছি তাহার অধিকাংশই মুসলমানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। প্রায় সকল গানগুলিই

রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমার গান। নওগাঁ মহকুমার হিন্দু এবং মুসলমান প্রাইমারী বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ এবং অন্যান্য বহু ভদ্রলোক আমাকে এই গান সংগ্রহ ব্যাপারে অজস্র সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট অশেষ ঋণী। এই ঋণ নওগাঁর তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহার বন্ধু ডক্টর আরনল্ড বাকে গ্রাম্যগান "রেকর্ড" করিয়া যে উৎসাহ ও আগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন তাহারই ফলে অনায়াসে আমি বহু সংখ্যক গান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

যাঁহারা গ্রাম্য গান করেন তাঁহারা সাধারণতঃ বাউল, বৈরাগী এবং ফকীর নামে অভিহিত হন। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই সকল ফকীর বাউল-বৈরাগীরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ও গুরু-ভজা বৌদ্ধ শ্রমণদের ধ্বংসাবশিষ্ট। আমি তাঁহার এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বৌদ্ধ শ্রমণ এবং শ্রমণীরা বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের যুগে অতিশয় হীনভাবে জীবন যাপন করিত বলিয়া জানা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের বহু পরে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই ধর্ম্মের অনেকেই বৈরাগী জীবন যাপন করেন। পরিশেষে ইঁহাদেরও অত্যন্ত অধঃপতন আরম্ভ হয়। হাণ্টার সাহেব রাজশাহী জিলার অধিবাসীদের জাতি নিরূপণ কালে (১) নাড়া (২) বাউল (৩) দরবেশের উল্লেখ করিয়াছেন। (Statistical accounts of Bengal : Rajshali. P. 51.) নাড়া এবং বাউলরা বৈরাগী নামে অভিহিত হয় (Ibid. P. 51.) ইহাদের অধিকাংশ ভিক্ষোপজীবী। আবার কেহ কেহ বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী। রাজসাহীতে এই সম্প্রদায়ের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও রহিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ভবঘুরে এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য নিন্দিত।

ইহারা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হইয়া নানা মেলায় যায় এবং গান করে। হাণ্টার সাহেব রাজশাহীর নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ মেলাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, খাঁদা, খেতুর, বাঘা বাগদারা, পীরগাছী, পানানগর, তাহেরপুর, লালর, কোড়াল, মাজিপুর, সাহেবগঞ্জ, চন্দ্রপুর, কুজাইল, প্রেমতলী, বুধপাড়া, কাসিমপুর, তাহেরপুর এবং গোদাগাড়ী। এই সকল মেলার মধ্যে বাঘার

মেলা রোজার ঈদের দিন বসে। বাঘা এবং গোদাগাড়ীর মেলায় মুসলমান প্রাধান্য। এই মেলাগুলি সাধারণতঃ চৈত্র, বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ এবং আশ্বিন মাসে হয়। খেতুর এবং প্রেমতলীর মেলা অতিশয় বৃহৎ মেলা। (Ibid. P. 88)

সুতরাং মুসলমানদিগকে নানাবিধ অবনতিকর কদাচার এবং ইসলাম ধর্ম্ম বহির্ভূত অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার জন্য উত্তর ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রবল ওয়াহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। হাজী শরীয়তুল্লাহ, তীতুমীর, আব্দুল কাদের প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বাংলার নানা জিলায় আগুনের মত এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। এই ওয়াহাবী আন্দোলন এক কালে ভারত গভর্ণমেন্টের উৎকণ্ঠার কারণ হইয়াছিল। (দেখুন Wahabi Trials. R. Combray Ltd. প্রকাশিত)। হান্টার সাহেব রাজশাহীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্ট উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ওয়াহাবীরা সংখ্যায় বাড়িতেছে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের কয়েকজন প্রধান প্রধান আন্দোলনকারীকে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে কয়েদ করার ফলে এই আন্দোলন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। (Rajshahi. P. 48-49.) রাজশাহীর বিখ্যাত শাহ্ মখদুম সাহেব, শাহ্‌ দৌলত্ এবং বাগদল গাজীর পীর সাহেবের প্রচেষ্টায় মধ্যযুগে ইসলামের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। (বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃ ১২৮)। মুসলমান বাদশাহেরা রাজশাহীতে কিছু কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন, সম্রাট শাহ্ জাহান প্রদত্ত বাগের লাখেরাজ উল্লেখযোগ্য। ইহাতেও ইসলাম প্রচারের সহায়তা হইয়াছিল। তাঁহারা কতকগুলি মসজিদও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অধ্যাপক শেখ শরফউদ্দীন এম, এ, বি, এল, সাহেব কয়েকটী মসজিদের শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনাকারীদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। (Vide Varendra Research Society Monograph, No. 6. 1935.) সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজশাহীতে হিন্দুদিগের ইসলাম গ্রহণ এবং বিস্তার সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য উপরি লিখিত দলীল বাতিরেকে গ্রাম্য গানগুলির সাক্ষ্য গ্রহণ নিঃসন্দেহে করা যাইতে পারে। উন্নত সহজিয়া ধর্ম্ম কি প্রকারে অবনত হইয়া নিম্নস্তরে

পৌঁছিয়াছিল তাহার বিবরণীও ইহাতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার ধারণা হয়। এই সকল গানে যে সকল সত্য ও তথ্য পাওয়া যায় তাহার জন্যই আমরা গানগুলি খুঁজিতেছি। এই সকল গানে গুরুবাদের স্পষ্ট ধারা পাওয়া যাইবে। বৌদ্ধ গুরুবাদ এবং মুসলমানী গুরুবাদ একস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গুরুবাদের এই ধারা সম্পর্কে আমি "বাংলার বাউল" নামক প্রবন্ধে যাহা ঢাকা শিক্ষা সপ্তাহে পঠিত হইয়াছিল—বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। (দ্রঃ 'বুলবুল', ১৩৪৩,) ।

মুসলমান গুরুদের ভারতীয় বাণী পারস্য ভাষার রত্নাগারে রহিয়াছে—সুফীশ্রেষ্ঠ খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী, সরমদ* প্রভৃতির রচনা কোন শুভদিনে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইবে তাহা একমাত্র আল্লাই জানেন। তবে এই সকল সুফীদের রচনা বাংলায় অথবা ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইলে গুরুবাদের ভারতীয় ধারার অন্তর্গত মুসলমান যুগের একটী পরিষ্কার ধারণা করা যাইবে। ডক্টর ইউসুফ্ হোসেন প্রণীত "L' Ind Mystique en Moyen Age" (Paris. 1929.) এবং অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের "ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রকাশিত) নামক গ্রন্থ দুইখানিতে গুরুদের জীবনী, চিন্তা এবং বাণীর সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। বাংলাদেশের গুরুবাদের ইতিহাস অজ্ঞাত এবং এ পর্য্যন্ত অলিখিত। বাংলার লৌকিক গুরুদের একটী ইতিহাস রচনার জন্য এই সকল গুরুর বাণী ও গান সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার মনে হয়।

এই সকল গানের মূল্য কবিত্বের দিক হইতে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হইতে হয়। ('হা রা ম ণির' ভূমিকা দ্রষ্টব্য) তিনিও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য ও বিচারের কথা অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং দেশের জনমনের ইতিহাসের প্রচুর কাঁচা মালমশলা উক্ত পল্লী-গানগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই সকল গানে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায় নাই। গানগুলি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মরমিয়া ভক্তগণের দ্বারাই সাগ্রহে ব্যবহৃত এবং পরিগৃহীত হইয়াছে! ইহা সত্যই আনন্দদায়ক। [পা ঠ শা লা]

---

* Vide J. A. R. S. Bengal, 1924. Pp. 111—122.

নিবেদন

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা আমার ছেলেবেলা থেকে সখ। ছাত্রজীবনের সংগ্রহ আমি স্বব্যয়ে ছাপাইয়াছি। পণ্ডিত সমাজে উহার আদর হইয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় খুদাতায়ালার নিকট হাজার বার শোকরগুজারী করিয়াছে।

ইয়োরোপের নানা দেশে তাঁহাদের Folklore লোকসঙ্গীত, গল্প, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটী বিখ্যাত সমিতি আছে। Folklore Society (London), Finnis Society of Folklore (Helsingfors) প্রভৃতি সমিতি প্রচুর কাজ করিয়াছেন। নৃতত্ত্বের মাল মশলা হিসাবে এই সকল জিনিষের বিশেষ মূল্য আছে।

আমি এই গানগুলি যেমন পাইয়াছি তেমনই সংগ্রহ করিয়াছি, এতটুকু কৃত্রিমতা ঢুকাইয়া দেই নাই। যে সকল গ্রাম হইতে এই গানগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার সবগুলিতে আমার যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। আমার নিয়োজিত লোক দ্বারা অনেক স্থলে কাজ করিতে হইয়াছে।

লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে একটী ধারণা আমাদের বিদগ্ধ সমাজে প্রবল। রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকসঙ্গীতগুলির বিশেষ আদর করিয়াছেন, তিনি অবশ্য অন্য গানগুলির মূল্য অস্বীকার করেন নাই। [দ্রষ্টব্য হা রা ম ণি, ১৯৩০, পৃষ্ঠা ৶৹] কিন্তু পণ্ডিতেরা মাত্র দার্শনিকতা, ভাবুকতা, ও কবিত্ব পরিপূর্ণ লোক-সঙ্গীতগুলিরই বিশেষ পক্ষপাতী। এই মনোভাব নানা প্রকার লোক সঙ্গীত সংগ্রহের পক্ষে অনুকূল নহে। কেন না সকল

প্রকার লোকসঙ্গীতের মধ্যে উচ্চভাব ও কবিত্ব পাওয়া দুষ্কর, অথচ সমাজের ধর্ম্মের ও অন্যবিধ ব্যাপারের ইতিহাস আলোচনা সম্পর্কে সকলপ্রকার গানেরই প্রয়োজন অনুভূত হয়।

এই গ্রন্থের সঙ্গে বিস্তারিত টীকাটিপ্পনী যোগ করিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল; বর্ত্তমানে সময়াভাবে এবং পুঁথিপত্রের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। [পরে কিছু টীকাটিপ্পনী যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শব্দ সূচী দিবার ইচ্ছা ছিল, এবারে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থের কলেবর পূর্ব্ব-কল্পনা অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং তাহা পরবর্ত্তী সংগ্রহে দেওয়া হইবে।]

এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, (ক্যান্টাব), আই, সি, এস, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস, মিসেস লীলা রায়, মিসেস শরিফুন্নেসা, ডক্টর শেখ আবুলকাশেম ফজলুল হক, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ (অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), এবং শ্রীযুক্ত (পরে ডক্টর ও মাননীয়) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বার-এট-ল, সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। [পরে খানবাহাদুর স্যর মুহম্মদ আজিজুল হক, সি, আই, ই ; কে, টি, এই গ্রন্থ সত্বর প্রকাশের জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।] অনেকে এই গান সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম না। এই গ্রন্থের প্রেস কপি প্রস্তুতের জন্য ঢাকা ইসলামিক ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের কোন কোন ছাত্র তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া মৌলবী মোহাম্মদ খোওয়াজ উদ্দীন [পরে এম-এ] এবং

[পরে হাওড়া জিলা ইস্কুলের কোন কোন ছাত্র বিশেষ করিয়া শ্রীমান বিভূতিভূষণ সামন্ত এবং চট্টগ্রাম কলেজের কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী, বিশেষ করিয়া শ্রীমান সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের] নাম উল্লেখযোগ্য। [পরে চট্টগ্রাম কলেজের সহকর্ম্মী বন্ধু শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী এম, এ, শ্রীযুক্ত দেবকুমার দত্ত এম, এ] Dr. J. W. Fück, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর কালিদাস নাগ এবং চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সুহৃদবর মৌলভী ওসমান গণি এম, এ; বি, ই, এস, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, স্যর এ, এফ, রহমান মহোদয়গণ এই গ্রন্থের ব্যাপারে বহু সাহায্য করিয়াছেন। [পরে ভাইস চেন্সেলার ডক্টর শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের আমলে এই গ্রন্থের ভূমিকাংশ সংযোগের অনুমতি পাওয়া যায়।] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ মহোদয় বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে এই গ্রন্থমুদ্রণ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয় যথেষ্ট উদ্যোগ-সহকারে যথাসাধ্য নির্ভুল ও দ্রুত গ্রন্থমুদ্রণে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট আমার ঋণ রহিল। অলমতিবিস্তারেণ।

ইসলামিক ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ, ঢাকা, চৈত্র, ১৩৪০
[পরে রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, শ্রাবণ, ১৩৪৯]

বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের সেবক
মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

হারামণি

১

ভক্তিদাতা মুক্তি সাঁই, জগৎকে তরাবে ভক্তির জোরে,
ভক্তিহীন হইয়াছি আমি, শক্তি দাও আমারে।
বাপের মস্তক হইতে জননীর উদরেতে গো,
বানাইলে নিজ কুদরতে দয়াল জানে কোন জনে!
ধাতুর বান্দার প্রতি রঙ্গে ভিন্ন রঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে গো,
এই রঙ্গ তোমার অন্তরে, কেহ ঠিক না মেলে পরে,
কখনো দেখিয়া সাঁই প্রাণে মেরো দিয়া নাই গো,
বাস করে কুল মান আমি দেখিব তোমারে।
তুমি অকূলের গতি, নাই কোন কূল জাতি গো,
না বুঝে মেরেছ, আমি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
কমল চাঁদের এই মিনতি কি হইবে আমার গতি গো,
নাই জানি শক্তি স্তুতি দয়াল ফেল না আমারে।

বেদরদ তুমি সাঁই দয়া মায়া নাহি তোমার দেলে,
নাহি জানি সাধন ভজন, আমি অবোধ ছেলে।
দয়াল হাকিম সাঁই, আমি কি তোর কেহ নই গো,
যাহা পার তাহা কর, দয়াল তোমার আজব কলে।

মোর কিছু দোষ নাই, যাহা করাও করি তাই গো,
ভুলে র'লে এককালে, কি কাজে তোর মন গলে।
যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয় গো,
আমি তবে পাপী নয়, দয়াল বিচার করিলে।
পাষাণ তোমার মন, ওহে আল্লা নিরঞ্জন গো,
সামান্য গোণার দায় দয়াল ফিরে না চাহিলে।
ফকির চাঁদের চরণ ধরে, অধীন কমল বিনয় করে গো,
কি দোষে আপন বলে দয়াল পাষাণে ফেলিবে॥

৬

আগে মুরশিদ ধর রে জেনে শুনে,
কালা নবি * হাদিছের কথা লেহ জেনে শুনে।
মুরশিদ অমূল্য ধন, চিন রে অবোধ মন,
দিন গেল অকারণ সন্ধ্যাকাল শমন সামনে।
যাহার মুরশিদ নাই, সে নাই কোন দিনে,
অবশ্য লইবে তারে ধরিয়া শয়তানে। †
বে-পীরের নছিহত ধোকা বাজি দেয় কত,
ধোকা বাজি কি কারসাজি দেখিবে নয়নে,
এই জন্য কহি তাই তাই যত মমিনানে,
গণা দিন ফুরাইয়া সন্ধ্যা-কাল সামনে।

---

* قال النبي কালা নবি—নবিজী বলিলেন। তাঁহার হাদিসের প্রত্যেকটীর সঙ্গে ইহা যুক্ত রহিয়াছে।

† من ليس له الشيخ فشيخه الشيطان—মান লায়সা লাহুশ শয়খো ফশয়খুহুশ শয়তানে অর্থাৎ যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান। [কশ্‌ফুল কলিমা দ্রষ্টব্য]

এই মানুষের সঙ্গে ধর, তবে যদি যেতে পার,
চক্ষু থাকতে ঘুরে মর, সন্ধান না জেনে ।
কমল অতি মূঢ়মতি ভক্তি নাহি জানে,
রূপের জ্যোতি জ্বালিয়ে বাতি গুরুর রূপ ধিয়ানে ।

৪

মানুষ রতন দেখ হে সুজন এই মানুষ ভজলে পরে,
এড়াবে শমন, মানুষ মরে বলে না করে ঠিকানা ।
সকল জীবের ঘটে আছে মানুষ-বস্তু এক জনা ।
মানুষ-লীলা, কারখানা, গড়েছে সাঁই রব্বানা
কুদরতের পর খেলা কাল দেখ সবে বন্ধুগণ, আমার মন ।

৫

[illegible] দেখে কেন দেখ না ।
[illegible] রূপ [illegible] না ।
নিজ দেহে নিজ আত্মার [illegible],
[illegible] অমূল্য ধন, [illegible] তোমার মন,
সর্পের মাথায় মুক্তা থাকে সর্প তাহা জানে না ।
জানিলে হারাইত, তাই, কলঙ্ক ঘটিত না ।
তেমনি মানুষের গতি, অন্তর পরে বসতি
পর ভক্ত হুরে সঙ্গে মিলে বিরাজ করে নিরঞ্জন ।
কোরাণের আয়াতে আছে, আলিয়েন * সাঁই বাব্বানা,
যে দেখেছে বর্তমানে, অনুমান সে মানে না ।
অধীন কমল দিন কানা, দেখে কেন দেখ না,
মানব-রূপে ভজন করে ফকির চাঁদের শ্রীচরণ, আমার মন !

* আলিয়েন—আলিউন = শ্রেষ্ঠ [দ্রষ্টব্য হারামণি প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪২]

৬

দয়াল তোমার বৈ আর জানি না, তোবা গাছের * সন্ধান পেলেম না।
তাদিছে খবর আছে, তোবা গাছ উবধভাবে, সে গাছের লাক লাক
শিকড়
শিকড় কাটলে গাছ মরে হুতাশে প্রাণ বাঁচে না।
হায়াত মউত তার পাতে লেখা আছে, গাছ তার চামে ঢাকা।
সে গাছের গোড়া পানির ভিতরে আজরাইল বসে,
ডালে দৃষ্ট করে দেখে পাতা পাকে না।
লালন কয় গাছের তরে গাছ আছে শূন্য ভরে,
সে গাছের তুলনা চলে না,
প্রত্যেক দিন সে আহার ক'রে আমি খুঁজে পেলাম না।

৭

ওরে আমার মন গোয়াল!
তুবেলা তুই তুধ † যোগাবি ঐ কথাটী আটাআটি
তুধ তুই আমারে দিবি।
ঘরে আছে ধর্ম্ম গাভী, তাহার তুধ তুইয়া লবি।

---

* তোবা গাছ—দ্রষ্টব্য কোরানশরীফ, সুরা, ১৩ আয়েত ২৯
Cf, তুবা—হাফিজ بهشت و طوبی طوبی لهم و حسن مآب
"বেহেশতেরি আনন্দ ধাম "তুবা" ও "হুর" বালা"
দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ২০-২১ দেওয়ান ই-হাফিজ—মুহম্মদ শহীদুল্লা।

† তুধ মাঝে লড় পঙ্কংতে দেখই।
তুধের মাঝে ননী নাই দেখে।
পৃষ্ঠা ৬ দ্রষ্টব্য 'সিদ্ধ কানুপার গীত ও দোঁহা'—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত।
ঢাকা, ১৩৩২।
পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯ 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলিকাতা।
দ্রষ্টব্য—'হারামণি' পৃষ্ঠা ৩১ —'দুগ্ধ হইতে ননী উঠে...'

কাম ধেনুর দুধ দুইয়া খাবি, যখন চাবি তখন পাবি।
সাধুর সনে যাবি গোটে আনবিরে দুধ নিকষ পটে।
অসৎ সঙ্গে লাগিলে ছিটে নষ্ট হবে দুধ সব খোয়াবি।
দুধ বাসনে জল ঢাল না, সে দুধ আর পার পাবে না,
ফুকার দিলে লুকাবে তখনি তার সাজা পাবি।
দুধ খুই না আলগা করে, হিংসা বিড়াল সদাই ঘুরে,
অপবিত্র পিপড়ে খাইলে, কত দেখাবি আর কত তাড়াবি।
গোসাঁই বলে অনন্তরে! ও তোর কাম বাছুরে দড়া ছিড়ে
কেমন করে বাঁধিবি তারে, এক ঘরেতে রইছে গাভী।

৮

আমি তোর চরণ দাসী হব,
চরণ মালা গলে দিয়ে মনের সাধ মিটাব।
[illegible] তোমার দাস হব, তাই করেছি [illegible]
সেই বাঞ্ছা আমার, [illegible] সেই হাতে মরিব।
তুমি হে অপার নিধি, তোমার নাই কূল [illegible]
আমি কূল ছুঁয়ে কি পাব ?
আমার এই স্বাদ এ ছাড়া কুল, আমি তোমায় না ছাড়িব।
অধীন সদাই বলছে তুমি বাঞ্ছা-কল্প তরু তুমি বই আর নাই কারো।
তুমি অকুলের কুল, [illegible] কূল পাব

মিছা কলঙ্ক নাম হল গো—কই দেখলাম মণি তোরে
কলঙ্ক অলঙ্কার আমি লইলাম মাথায় করে।
তবু আশে হয় না দয়া তোমার অবলা দাসীরে
পাড়ার লোকে ডাকে মোরে, কলঙ্কিনী নাম ধরে
তবু মনে আশা ছিল, দেখব মোরশেদ চাঁদেরে।
অধীন কাঙ্গালিনী কেঁদে বলে, আমার কুলে কি কাজ করে,
অকুলের কূল মোরশেদ আমার, কুল দিলাম কই তারে।

[দ্রষ্টব্য মারফতী সঙ্গীত পৃ ৪৬.]

৯

আত্মার কষ্ট দিলে স্পষ্ট খোদার কষ্ট হয়,
দেখ মন্থুরাই * কথা মিথ্যা নয়,
আত্মার রূপে জগৎ কর্ত্তা সাবধানে রয়।
আদমের দেহ গড়ে, নিজে আত্মা ফুংকরে,
কোরাণেতে কয় কুল্লে 'সাইন মহিৎ' † বলে লেখেন দয়াময়।
'মান আরাফা নাফছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' কয় পরিচয়,
নফছুহ ‡ চিনে সে আপনা চিনা চাই,
আত্মার সঙ্গে প্রেম কর সাধ্য পক্ষে যাহা পায় এই দুনিয়ায়।
নইলে বিপদ শেষে নিকাশের সময়।

১০

নবির আয়ান জ্যোতিবে।
নবির তরিক ভুলে ডুবতে গেলে চুপনা পেলে মলে।
নবির আয়ান সমুদ্র ভারী, বিছমিল্লা § তাহাতে বাড়ী,
আয়ান ভুলে পুরুষ নারী, কদাচারে ডুবে।
নবির আয়ান স্পষ্ট যাজন কষ্ট যেন নিরপিবে।

---

* মন্থুরা—Cf মন্থুরা উড়িয়া গেল পড়ি রৈল কায়া —পূর্ব্বরাগী টেকা।
[দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা ভাষার অভিধান পৃ ১৭২২]

দ্রষ্টব্য হারামণি পৃষ্ঠা ৫৪

মনের মন্থুরায় পাখী গহীনেতে চড়েরে।

† দ্রষ্টব্য হারামণি পৃষ্ঠা ৪৩—কুল্লে সাইন মোহিত। তিনি সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন। কোরান শরীফ।

‡ নফছুহ—তাহার আত্মা

§ বিছমিল্লা :—Each chapter [of the Quran] commences with the usual superscription Bismillah hirrahmannirrahim (ie. In the name of God, the merciful, the compassionate) with the exception of ninth chapter, the Surat-i-Barat. P 14. [Vide Notes on Mahammedanism by the Rev. T. P. Hughes. London, 1875.]

নামাজ আদায় করছে এছলাম মোকামে মঞ্জিল।
মাহমুদা * সেইখানে হইবে জুদা কাবার মছজিদে ;
ছিজদা করুছে হামেহাল
মাঝে পানেত হজ্জের নামাজ হুকুম দিয়াছে বেনিয়াজ। †

১২

রোমজানের চাঁদ আছে তার নিশান।
যেদিন খোদা হজ্ব ভেজিবে, মসজিদে নিশান উড়িবে,
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে হবে ‡ আপনি হইও সাবধান।
কারবুল্লা আছে যেখানে, পর নামাজ বাইমানে,
মনে রেখ মুর্শিদের দুরীমান।
কোদাই চাঁদ দরবেশে বলে, মা বরকতের দয়া হলে, §
অবশ্য তার খোদা মিলে মায়ের যদি থাকে স্নেহের বান।

---

* মাহমুদা—[আছা আঁই ইয়াব আছাকা, রব্বোকা মাকামাম মাহমুদা—কোরাণ]—প্রশংসনীয়।
† বেনিয়াজ—অভাবহীন
‡ দ্রষ্টব্য হারামণি পৃষ্ঠা ১১৮

আসমানে পাতালে পাত ফাঁদ,
যোগিনী ধরতে হবে গগনের চাঁদ।

§ দ্রষ্টব্য হারামণি পৃষ্ঠা ৮৩

ওমা তোমার চরণ পাব বলে,
ডাকচি দুই বাহু তুলে
ওমা তবে কেন রইলি ভুলি'
এস এই সময়।

বিবি ফাতেমাকে আবাহন করার মূলে শিয়া প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

১৩

তিন শত ষাইট জোড়াতে এ ঘর বেন্ধেছে,

ঘরের কে কোথায় আছে দেখ নারে।

ছয় লতিফা * বল যারে, ছি ময়নাতে ঘড়ি ঘুরে,

আমার মন! হয়ে থাক চেতন।

ঘরের পূর্ব্ব কোণে ঐ দেখ কে রয়েছে,

আঠার খুটিতে খাড়া, বেন্ধেছে ঘর জগৎ জোড়া,

ঘরের ছয় দিয়ে ভাগ, দশ কোঠার তার আগসারে চব্বিশ বন্দে

ঐ দেখ ঘর রয়েছে।

১৪

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] উড়িতে পারে।

[illegible]

[illegible]

* ছয় লতিফা—(১) কল্‌ব (২) রুহ (৩) ছের (৪) খফি (৫) আখফা (৬) নফস।
(দ্রষ্টব্য এসলাম তত্ত্ব—হাজী ছমরউদ্দীন আহমদ প্রণীত পৃষ্ঠা ১৬।

ছয় লতিফা—Vide PP 19-20 of Qari's Beauties of Islam. Edited by
Dr. A. Suhrawardy. Calcutta, 1919.

হিন্দুতন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী ষট্‌চক্রের সঙ্গে তুলনীয়। ম

† হরলাল, করলাল, মৃণাল, শুকলাল ইহার অর্থভেদ করিতে পারা গেল না। ম

অগ্নির ভিতরে জানি সাধুর বচনে শুনি
হাওয়াতে দিন রজনী সৃষ্টি হয় অতিশের জোরে ॥
হাওয়ার গুণে তিন তার রয়, কোন তারে উজান ধায়,
গুণারী সব বিপক্ষে রয় কি করবে চরণ দাঁড়ে ॥
যেখানে হাওয়ারী ঘর উড়ছে মটকারী খড়
তার উপর মন মনোহর গোলাপ চাঁদের মনোহর ।

১৫

প্রেমের বাড়ী কোনখানে, আমি দেখব তার কোন দুয়ারী ঘর,
কেমন করে কি প্রকারে আপনি মজে মজাই পর ।
লাহোর আর সহর দিল্লী, ঢাকার ত্রিপায় গলি,
সেই যে বাহান্ন বাজার শুধু হাটি হাটি আঙ্গল দড়ায়
এমনি বাজাকর ।
বিলাত আর চীনের মুল্লুক দেখব তার ভূত বাজার
তালুক সে যে বাজিতে তস্কার আমি প্রেমের জন্য হইয়া জপি
আমি খুঁজে দেখব কোচবিহার ।
বর্দ্ধমান আর কলিকাতা, দেখব সে নাটোর কোথা, আমি দেখব
বালুচর ॥
আমি দেখব ঢুরে পাতাল খুঁজে কতদূরে রত্ন তার ।
অধীন জহর বলে দেখা পেলে ঘুচাই মনের অন্ধকার ।

১৬

প্রেম করিলেন সাঁই রব্বানা
সদায় সে প্রেমের নাই তুলনা ।
প্রেমের মগ্ন সে মোহাম্মদ বাখোদা প্রেমের দেওয়ানা,
প্রেমের মানুষ মহাপুরুষ দেখলে বেহুস মন রসনা ।

ও সেই মরার কথা শুনে যুগল তত্ত্ব সে যে
আত্মাই যেবা ধ্বনি করেছে মিলন।
তারা ধরেছে তিন মরা, মরাই করণ সারা ও গুমরা
দেখে জেন্‌তে মরেছে দুই জন।
যে ধন ননী চেয়ে নরম, আগুন চেয়ে গরম,
সাধনে তার মর্ম্ম পেয়েছে যেজন,
লোহা চেয়ে দড়, গগন চেয়ে বড়, নিঃশব্দে শব্দ শুনে হয় চেতন।
তিন গাছে মারুফতে, পাই না শরিয়তে তেভাগ মালয়াতে
রেখেছ মহাজন।
জীবন সেই তিন গাছে, থুইয়ে দুই দেহে এক দেহ হইয়ে আত্মায়
মিশায়ে বাঁচে কতজন।
তিন মাছ মোকামাতে রয়, মোকাম ছাড়া নয়, মোকামেতে
খোঁজ দিয়ে দুনয়ন।
সে মাছ ধর হইয়ে ধন্ব, হইয়ে আগুতত্ত্ব গোপনে চাঁদের বান্দ
দেখে কয় বচন।

১৯

বল স্বরূপ কোথা? আমার সাধের পেরি
যার জন্য হয়েছিরে দণ্ডধারী।
রামানন্দের দরশনে, পূর্ব্বের ভাব উদয় মনে,
এখন আমি যাই কার সনে সেই পুরী।
যদি তার সঙ্গে পেতাম, মনের সাধ জুড়াইতাম
সব সময় আনন্দে রইতাম সেইরূপ হেরি।
কোথা সে যমুনা এখন, কোথায় সে নিকুঞ্জ বন,
কোথা সে গোপীগণ আহা মরি!
গৌর চাঁদ অধীন বলে আকুল হই তিলে তিলে
লালন কয় এ সব লীলে সুধাধরি।

২০

বিন্দে লো। পায়ে ধরি তুই একা কেন আলি,
পায়ে ধরে সেধেছিলাম তারে কোথা থুলি।
বিন্দে লো তোর পায়ে ধরি এনে দে আমায় বংশীধারী
মন আগুনে পুড়ে মরি বরণ হল কালি।
তোর কথায় দিয়ে মন, ঢেকে থুইলাম চাঁদ বদন,
ধরে সেই দুটী চরণ দেখ বদন তুলি
বংশী বাজে গহন বনে মণি যত সখী গণে
রাখিতাম তারে হৃদয় আসনে বক্ষ হল খালি।
দ্বিজ কৃষ্ণ কয় বিনয় করি, এনে দাও আমায় বংশীধারী,
জীবনে বাঁচে না প্যারী কেন যুক্তি দিলি।
তুই আর কেঁদনা রাধে প্যারি, আমি যেয়ে আনিব ফিরে সে বংশীধারী,
ধৈর্য্য ধর বিনোদিনী এনে দিব নীলমণি।
তুমি ভেবো না আর কমলিনী চল মধুপুরে
আপন হাতে পত্র দিয়াছে, অষ্টসখী সঙ্গে আছে,
[illegible] লক্ষ্মী আছে [illegible] ।

২১

রূপ নগর সরোবরে আন্‌কা তরু দুই গাছে,
এক ফল ধরেছে রূপ নগর কতই খন্দক মারছে।
খন্দক মাসে মাসে জোয়ার এসে
জোয়ারে ফুল সৃষ্টি জবান মিষ্টি চার কোরান তাই বলেছে।
সেই গাছের উঁচা গঠন, মধুর বচন, ঝাড় ঝুলান সব টাঙ্গান আছে।
গেলাসে জ্বলছে বাতি দিবা রাতি তাইতে লোকের মন ভুলেছে।

২২

সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফুটে মাসে মাসে
শুভ যোগ না পেলে থাকে না ফুল খোয়ায়।
এসে যায় ভেসে, অন্বেষণ কেউ না পায়
জগতে কতই ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল,
ঘুরছে আশাতে ফুল যদি ধরত ফল।
তবে বাবার গৌরব থাকে ত না
তাইত এসে প্রবল হলেন মা।
বাবা হত গোবরে পোকা, ফুলের মধু পেত না,
ছয় মাস অন্তে পুরুষের ফুল ওগো ফুটে
শোভা হয়েছে তবে কেন ফুল দরিয়ায় ভাসে।
শুভ যোগ পেলে ফুলের মোহর যায় এটে
পয়লা এক মাসের রক্তের দলা দ্বিতীয় মাসে হইল গোল
তেসরা মাসে হাতের সঞ্চার চৌঠা মাসে চৌদ্দ ভুবন
পঞ্চম মাসে পাঞ্জাতন ষষ্ঠ মাসে হয় ছয়জন রিপু
বসিলেন সপ্তম দ্বারেতে
অষ্টম কুঠরীতে আল্লা গতে আট মাসে
নবম মাসে নবদ্বার দিয়াছে খুলে
দশ মাসে দশ জন রিপু-দশ বল যারে
দশ দিনের পর এল এ ভবে
ফকির মিঞাজান বল সব ভুলের গুণা মাফ কর আল্লে।

২৩

গুরু রূপে যে দিয়াছে নয়ন,
সে জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে গুরুরূপে সেই নিরাঞ্জন।
ফরমান রয়েছে ফুলের জ্যোতি মধুর বাতি হয় উপার্জ্জন,
গুরুর ধরে কয় আত্মার সঙ্গে সম্মিলন।

আপন দেহের মধ্যে শুরু রাজা শুরু প্রজা হয় সর্ব্বক্ষণ,
চিনির পাকের মিছরীর ভিরাম উলা হয় কিসের কারণ
জালোই হয়ে জাল বুনেছে সৃষ্টির আয়োজন,
সে যোগ্যা যুগ্য হয়ে অধম পাণ্ডুর এ জীবন।

২৪*

আমি কেমন করে করব বল সত্য সাধনা,
সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম রাজা যুধিষ্ঠির তার জানে মর্ম্ম
আমার হল বৃথা জন্ম ধর্ম্ম চিনিলাম না।
ক্ষেপা চাঁদ প্রেমের আকরা, শুধু ধর্ম্ম লয়ে বাধায় ঝগড়া
আমার দেহের মধ্যে মানুষ মাকড়া আমি ধর্ম্ম চিনলাম না

২৫ক

[illegible] ভাব • বুঝা ভার।
দেহে অনেক মূর্ত্তি, অনেক [illegible], [illegible] হল সংসার।

* এই গানের অন্য একটী পাঠ পাওয়া গিয়াছে :—
আমি কেমন করে, করব বল সত্য সাধন।
আমার সদাই চঞ্চল করে রিপু ছয় জন :
যোল জন করে ঝগড়া, ভেঙ্গে দিল সোণার আখড়া,
দেহের মধ্যে মানুষ মাকড়া তারে চিনলাম না।
সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠির তার জানে মর্ম্ম
জয়রদ্দির বৃথা জন্ম, ধর্ম্ম চিনলাম না।

Through love the earthly body
soared to the skies.
P 6 (Vide Mathnavi BK. I. edited by Dr. R. A. Nicholson.)

ক—O- P. 43

আমার দেহের মধ্যে চারটী চন্দ্র * আছে চিরদিন,
কোন চাঁদে হয় রোজা পয়দা, কোন চাঁদে মঞ্জিল,
কোন চাঁদে হয় রাত্র-দিবা, কোন চাঁদে হয় অন্ধকার।
দেহের চার দরজায় চার জন রয়েছে, তাহার চার দরজায় ফুল ফুটেছে,
ফকির চার জনার তাহার কেহ আন্ত কেহ বান্ত
মনের মানুষ রহিল ব্রহ্মাণ্ড পার।*

২৬

দেখ আবের গাছে ফুল ধরেছে মীন রয়েছে তার ভিতরে,
সে মীন রয় চিরদিন দুরন্ত মীন মৃত্তিকা হীন সরোবরে।
দেখ সে আজগুবী ফল ডাল ছাড়া ফুল, ফুল ছাড়া ফল সরোবরে,
সে ফল বোঁটা-ছাড়া জগৎ-জোড়া উল্টা-দাঁড়া পূর্ব্ব পারে।
দেখ সে আবের বেছন করে রোপণ, সাঁইজী আছে তার উপরে
সে আবের ধ্বজা করে অঙ্কুর দয়াল ঠাকুর বল যারে।

* দ্রষ্টব্য হারামণি পৃষ্ঠা ৭৭

মেরুদণ্ডের পূর্ব্বভাগে
ধায় চন্দ্র দ্রুতবেগে
*　　　*
পূর্ব্ব দ্বারে লালচন্দ্র, দক্ষিণ দ্বারে শ্বেতচন্দ্র
দুই চন্দ্রে দীপ্তকায় করে ?

দ্রষ্টব্য—গোরক্ষ-বিজয় পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪

আদিচন্দ্র, নিজচন্দ্র, উনমত্ত গরলচন্দ্র
এই চারি সংসার ব্যাপন ॥
আএ গুরু আদিচন্দ্র কর স্থিতি, নিজচন্দ্র সমাহিতি
উনমত্ত চন্দ্র করি না সন্ধান।

আরও দ্রষ্টব্য

নীলচন্দ্র লালচন্দ্র শ্বেতচন্দ্র ঘটা
হিঙ্গুলবরণ চন্দ্র তার শশী গোটা গোটা
পৃ ৮২ [সহজিয়া সাহিত্য বসু

সে আল্লা নবী আদম ছবি তিন জনে সে গাছে খেলা করে,
জহর কয় আবের কলা যাবে জ্বালা সাঁই যদি দয়া করে।

২৭*

হৃদয় পিঞ্জিরার পাখী আল্লা রসুল বল না,
পাখী বলে আমি শুনি, আমি বলি পাখী তাই শুনে না।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে আঠাশ হরফ আছে তাতে
অজপা নাম উচ্চারে কাটে, পশুর জনম যাবে গো ছুটে,
মানুষ আত্মা বলি ধরে।

২৮

সহায় গুরু আমায় পারে লয়ে চল,
তুমি দীনহীন কাঙ্গালের বন্ধু কে আছে আর বল বল।
একে আমি অপরাধী, দুই কূল হয় তার কাণ্ডারী,
ভব নদীর মাঝখানে কোন পাড়ি তুফানে তরী।
এ ছটার সনে প্রেম মাগে, আবার ছয়টা বাজিল পায়,
যদি ভাগ্য বসন পাতে দীন লালনের প্রাণ আকুল।

* এই গানের অন্য একটী পূর্ণ পাঠ পাওয়া গিয়াছে:—

হৃদয় পিঞ্জিরার পাখী, আল্লা রসুল বল না।
তুমি বল আমি শুনি, আমি বলি পাখী তুমি শুন না।
অজপা নাম জপের ফুটে, পশু জনম যাবেরে ছুটে,
মানুষ আত্মা বসবে ঘটে, স্বভাব গেলে কিছু অভাব থাকবে না
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে, আটাইশ হরফ দাওরে ছেড়ে;
অজপা নাম তিন অক্ষরে।
হজরত আলী বিনে, সে নাম কেউ জানে না।
এবাদত কয় পাখীর কথা শুনে মর্ম্মে লাগে ব্যথা,
লালনশার ভাবের কথা মনে হলে আমার জ্ঞান থাকে না।

২৯*

একটী ফুল ফুটেছে কদম্ব-গাছে যমুনা আলো করে,
ফুলের কিবা রূপ, দেখে ফাটে বুক, সেই ফুলে জগৎ আলো করেছে।
সেই ফুল দিনে দেখা যায়, জগৎ লুকায় আর দেখা যায়, হৃদ মাঝারে।
কি ওরে সখি দেখা যায় হৃদ মাঝারে,
ফুলের লতায় পাতায় ধরে শোভা সেই ফুল জগৎ আলো করেছে।

---

* এই গানের অন্য একটী পাঠ পাওয়া গিয়াছে :—

একটী ফুল ফুটেছে কদম্ব ডালে যমুনা আলো করে:
একটী কদম্বেরী চারা ও তার চারি পাশে বেড়া,
ডাল ছেড়ে ফুল ফুটেছে বাড়ে,
গোঁসাই নীলকণ্ঠ কয়, ফুলে কিবা হয়,
এ ফুলে সাধু জনার মন মজেছে।
গোপাল একা পুরুষ তিনি,
ও তা'র ষোলশ গোপিনী,
তারা ঐ চরণের দাস হয়েছে।

অপর আর একটী পাঠ তুলিয়া দিতেছি—দ্বিতীয় ছত্রের পর হইতে

একটী কদম্বের গাছ, ও তার চতুরপার্শ্বে ডাল
অন্য ডালে ফুল ধরে না।
একটী শিরমান ডাল, ও ফুল ফুটে চিরকাল,
সেই ফুলে জগৎ রেখেছে ঘেরি।
একটী কদম্বের চারা চতুঃপার্শ্বে বেড়া
লহরে খেল্‌ছে লতা,
ও তার লতায় লতায় ধরে, পাতায় শোভা করে,
চূড়া-বাঁশী শ্যামের বামে হেল্‌ছে।
ভেবে নীলকণ্ঠ কয়, ফুলের কিবা হয়,
মুণি-জনার মন হরে।
সে ফুল ডালেতে দেখায়, জলেতে লুকায়
আর দেখা যায় ব্রজমণ্ডলে।

৩০

হীরালাল মতির দোকানে গেল না,
ভবে কিনলে তুই পিতল-দানা।
ব্যাপারে লাভ করলে ভাল, গুণপণা সব জানা গেল
হারালে পুঁজি কাঁদলে কি হয় মন-রসনা।
পিছের কথা আগে ভেবে উচিত বটে তাই
জানতে গত কাজের বিধি কিরে মন-রসনা।
চটকেতে ভুল রে মন, তুই হারালি অমূল্য রতন,
ফকির লালন বলে মিছে হ'ল [illegible]।

৩১

[illegible]

৩২

আমার হয় না [illegible] মনের মন
আমি সাধব কবে [illegible]
পাঁচ রিপু ইন্দ্রিয় জোরে, মন বেড়াচ্ছে [illegible],
ও সেই দুই মন, এক মন হয়ে এড়ায় শমন।
রসিক ভক্ত যারা, গুরু মনে মন মিশাল তারা।
ও যে শাসন করে তিনটা ধারা পেলো রতন।
কবে হবে নাগিনী বশ, সাধব কবে সেই অমৃত রস,
সিরাজ শাহ বলে বিষেতে নাশ হলি লালন।

৩৩*

বড় অপরাধী আছি গো আল্লা, তোমার চরণে,
নইলে আমার এ-দশা কেন !
তোমার চরণ-পানে নয়ন দিয়ে, আমি যদি যাই নরকী হয়ে,
তবে দয়াল, কি বলিবে ওগো আল্লা, আমার হাল দেখিয়ে !
পতিত-পাবন নাম শুনেছি, আমি হাল ছেড়ে বেহাল† হয়েছি,
আমি তোমার নামে পতিত হয়ে, (আমি) ফিরিতেছি কলঙ্কের ডালি লয়ে,
শুনি তোমার নামের ধ্বনি আমি কান্দে ফিরি রাত্র-দিনে।
অধীন পাঞ্জু বলে—রেখ আমাকে শ্রীচরণ-পানে ॥

---

* এই গানের অন্য একটী পাঠ পাওয়া গিয়াছে :—

তুমি ফেল না আমারে গো মুরশিদ দয়াল হয়ে,
আমি চাতকিনীর মত আছি, তোমার চরণ পানে চেয়ে।
আমি তোমার রূপে নয়ন দিয়ে, আমি যাই যদি নারকী হয়ে
তোমায় দয়াল বলে কেউ মানবে না।
ওগো মুরশিদ আমরে হাল দেখিয়ে।
তোমার অধমতারণ নাম শুনেছি,
তাইতে হাল ছেড়ে বেহাল হয়েছি,
আমি ভব মাঝে পতিত হয়ে,
ফিরিতেছি কলঙ্কের ডালি বয়ে।
শুনে তোমার নামের ধ্বনি
আমি ডাকিতেছি, ঐ রাত্র দিনে।
অধীন পাঞ্জু বলে গুণমণি আমায় দয়া কর শ্রীচরণে।

† বেহাল। তুলনীয়

ক্যা জীবে মৈঁ জীবনাঁ বিনা দরশন বেহাল।

পৃঃ ৫০১ [দ্রষ্টব্য দাদু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন]

আরও দ্রষ্টব্য—

আমার বেহাল মানুষ আছে আনন্দ বাজারে নিঘুম

[এই গ্রন্থের ৬৩ সংখ্যক গান]

৩৪*

মুরশিদ আমায় ফেল না, চরণ দিতে ভুল না গো,

আমি পদে পদে অপরাধী গো।

আমায় বাদী রিপু ছয় জন॥।

মুছারে দয়া করিলে, নুর তাজেল্লা দেখাইলে,

আমারে দেখাইয়া দিলে গো গয়া গঙ্গা যমুনা।

নিজামুদ্দীন † পাপী ছিল, সেই পাপের ভাগী কেউ হল না গো,

[illegible] পাপ [illegible] উদ্ধারিল [illegible] [illegible] গেল না।

[illegible]

[illegible]

৩[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* He (Moses) perceived on this side of the mountain a fire. Sura Kossas. 28, Verse, 29.

আরও দ্রষ্টব্য

And Moses fell in a swoon. P 6 (Mathnavi BK 1)

† পূর্ব্ব বঙ্গ গীতিকায় নিজাম ডাকাইতের পালা দ্রষ্টব্য। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার জীবনবৃত্তান্ত এক সময়ে বঙ্গদেশে সুবিদিত ছিল। ত্র. চ.

‡ এই গানটীর অন্য পাঠ দ্রষ্টব্য হারামণি প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৫

§ মুসলমানী শাস্ত্রানুযায়ী আত্মা সৃষ্টি হইলে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তোমাদের প্রভু কে? আত্মাদল উত্তর করিয়াছিল তুমি। দ্রষ্টব্য কোরাণশরীফ।

আইন মাফিক নিরিখ দেনা, তাতে কেন তোর ইতরপনা,
যাবেরে মন যাবে জানা জানা যাবে আখেরাতে।
সুখ পেলে হয় সুখের ভোলা, দুখ পেলে দুখের উতালা,
ফকির লালন কয় সাধের বেলা সাধন কিসে জোর ধরে।

৩৬

আমি দাসের যোগ্য নই চরণে।
আমি যদি দাসই হতাম, চরণে রাখতাম গুণধাম,
থাক্‌ত আমার অসাধ্য কাম, থাক্‌ত না ভয় শমনের।
কান্দা বলে বংশীধারী, দাসই ভার কি এতই ভারী,
অধীন গোপাল বলে দেখাবো তারি,
আমি দেখাব সেইরূপ সাধনে
শুনা আছে বেদ পুরাণে দয়াল ভক্তের বাধা সবাই জানে,
আমি তোমার ছাড়া যাই কোন খানে, পদে রেখ দীনহীন জনে।

৩৭

আমার মন পাগলা হল রে ডাকি গুরু বলে,
ঐরূপ যখন মনে পড়ে আমি ভাসি নয়নের জলে

গওসল আজম হজরত আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের নিম্নলিখিত দুইটী ছত্রে এই কথা স্পষ্ট হইয়াছে

باتو عهد بسته ام ای دوست در روز ازل * تا ابد خواهیم بودن برهمهٔ عهد قدیم

Page 41 [Diwan i-Hazrat Gausal Ajam. Lucknow, Hijra, 1332]

গুরু আমার পূর্ণ শশী, আমি ঐ চরণে হব দাসী,
ঐরূপ ভালবাসি, ওরে কাজ কি আমার গয়া কাশী †
ওরে কাজ কি এ-ছাড় কুলে।
আমি গুরু-পদে সঁপেছি প্রাণ, কাজ কি আমায় এ-কুল, মান
দেহ করেছি দান।
ওগো যায় যাবে আমার প্রাণ, আমি ছাড়িব না তোমারে।
গুরু তোমার কৃপায় হয়েছে যার বিনা নৌকায় সমুদ্র পার।
অঙ্গ ভেঙ্গে অঙ্গ ভেঙ্গে না তার
আমি গুরু বলে বসে রব, শিব নামের বাদাম তুলে।

৩৮

ওরে আমার মুরশিদ [illegible] সত্য বটে।
কথা, বলব কি, প্রাণ কেঁদে উঠে—ওগো কেঁদে উঠে,
[illegible] পড়ে গঙ্গার জলে, শিব সঙ্গে [illegible] রাখিল জটে,
[illegible] অগ্নিকাণ্ড ভেসে উঠে,
ঐ ভেসে উঠে
এই [illegible] সন্ধান যে জেনেছে তার বিপদ্ হল [illegible]
সেই প্রেম ডুবারু যারা ডুবল তারা
ফিরে কাঙ্গাল-বেশে ওরে কাঙাল-বেশে।
মহাকাল [illegible] কাজ কি আমার [illegible]।
[illegible] কথা শুনে [illegible] থাক গুরুর চরণ-কাছে
গো চরণ আছে।

যাইতে ত চাহনা রে মোর মন মক্কা মদিনা। [গ্রাম্য গান]

† "‘The mystic's pilgrimage takes place within himself’ If God sets the way to Mecca before any one, that person has been cast out of the Way to the Truth'." Page 62

[Studies in Islamic Mysticism by Dr. R. A Nicholson. Cambridge. 1921]

৩৯

আজ আমার কর্ম্ম-দোষে বেড়ায় ভেসে
ডুবতে নারীর প্রেম-সাগরে।
হল না গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রতি গতি হবে গো মোর কেমন করে।
বৃথা এ ভবে এলাম, কাজ হারালাম, পড়িলাম চিড়ার বাইশ ফেরে।
পড়ে এই মায়ার জালে হাতে গলে বন্দী হলেম এক বারে
কি দিয়ে কর্‌ব ভজন ? দেহ শোধন হল না গুরুর দরবারে,
আমার এই জীবনের ধিক্ হয়ে ঠিক ভুলেছে ঠিকের ঘরে।
নয়নে লালন বাঁধা একে সুধা গরল খেলাম একই বারে।
যাদু বিন্দু দুর্জ্জন বিষম কু-জন, কুপথে যায় বারে বারে,
আজ আমার কর্ম্ম-দোষে বেড়ায় ভেসে ডুব্‌তে নারীর প্রেম-সাগরে

৪০*

আছ্‌মান জমিন, চৌদ্দ ভুবন,† লক্ষ, যোজন কোথায় ছাড়া রয়।
ওরে তিনের কোণা, চারের দীর্ঘ, সাতের সঙ্গে কোথায় মিলন হয়।

---

* এইরূপ হেয়ালীপূর্ণ কবিতা প্রায়ই পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য—হারামণি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৬, গান সংখ্যা ১৮; এবং ঐ পৃষ্ঠা ৭৭—৭৮, গান সংখ্যা ৬২।

† চৌদ্দভুবন—"(১) ভূলোক (২) ভুবর্লোক (৩) স্বর্গলোক (৪) জনলোক (৫ তপোলোক (৬) ব্রহ্মলোক (৭) সত্যলোক (৮) অতল (৯) বিতল (১০) সুতল (১১ তল (১২) তলাতল (১৩) রসাতল (১৪) পাতাল।" পৃষ্ঠা ১২০

[দ্রষ্টব্য সাধকরাজ মোহন—কালীচরণ চক্রবর্ত্তী, ঢাকা, ১৩১৪]

আরও দ্রষ্টব্য :—

আপনা বুঝিলে বুঝি চৌদ্দ ভুবন।

পৃ ১৮৬ [সহজিয়া সাহিত্য

—শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু, কলিকাতা, ১৩৪৭]

কোন্ যোজনে আছে ছাড়া, বেগর খুটিতে বাড়া,
কালেতে কল দিচ্ছ মোড়া, তারা আলোর পর ঘুরিয়ে বেড়ায়।
তার নীচে দুইটী মরা আছে, শুনেছি দরবেশের কাছে,
পেট ছাড়া তার ধর রয়েছে, তাদের সাতবার জনম কি সে হয়।
বল দরবেশ ইহার মানে আমি জান্‌তে এলেম সাধুর স্থানে,
বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি মনে আমি, এলেম সাধুর স্থানে,
বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে মনে শুনলে শিক্ষা হয়।
জানিতে পেলে হব ফকির, আমি ছেড়ে দিব সকল ফিকির
তখন আল্লার নামে ছাড়্‌ব জিকির,
[illegible]-চাঁদ দরবেশ কয়।

৪১

[illegible]

৪২

না জানি কেমন রূপ সে,
নামের সৌরভেতে যার ত্রিভুবন মোহিত করেছে!
শুনেতে মনে হয় বাসনা, নাইকো রূপের ঠিক্ ঠিকানা,
আমি কিরূপে যাই সেই রূপের দেশে!

আকার কি সাকার ভাবিব, নিরাকার কি জ্যোতি-স্বরূপ ?
আমি এই কথা কা'রে সুধাব
দুনিয়া সৃষ্টি করুল কোথায় বসে ?
রূপের দেশে গোল যদি রয়, কি বল্‌তে কি বলা যায় ?
আর গোল-মালে আল্লা বল্‌লে কি হয়,
ফকির লালন ভেবে না পায় দিশে !

৪৩*

নবীর তরিকাতে দাখিল হ'লে সকল জানা যায়,
কেনরে মন কলির ঘরে ঘুরিছ ডাইনে বাঁয় ?
ওগো আইনে বিছমিল্লা* বর্ত্ত, মূল বটে তার তিনটা অংশ,
আগামে জানিলে সত্য, সে ভেদ ডুবে জান্‌তে হয়।
আরে আলী নবী খুদবুদ খোদা, এই চারি কভু না হয় জুদা।
আদমকে জানাইলে সেজদা, আলেক্‌ জানা যায়।
যথা আলির মোকাম জারী, সফিউল্লা সিঁড়ি তা'রি
ফকির লালন বলে বেড়ি বেড়ি লাগাও মুরশিদের পায়।

* বিছমিল্লা—দ্রষ্টব্য Bismillah in Hasting's Encyclopaedia of Religion and Ethics.

* মানুষকে সেজদা ইসলাম শাস্ত্রবিরোধী। বেশরা ফকীরদের ইহা একটী লক্ষণ। কোরাণ শরীফে ফেরস্তরা প্রথম মানব হজরত আদমকে সেজদা করেন। দ্রষ্টব্য কোরাণ শরীফ, সুরা, বকর, আয়েত, ৩৪।

৪৬

যেয়ে দেখলাম এক যাদুর ঘরে,
আন্‌কা তরু সব থরে থরে।
আজগুবি এক দেখ্‌লাম যাদুর গুণ,
পানির মধ্যে জ্বল্‌ছে গো আগুন,
নিবে সে জ্বল্‌ছে সর্ব্বক্ষণ।
কি আগুন লাগালে মোরে,
গুরু রূপ দেখি বিচার করে।

৪৭

গুরু! স্ব-ভাব দাও আমার মনে,
রাঙ্গা চরণ আমি যেন আমি ভুলিনে।
গুরু, তুমি নিদয় যা'র প্রতি,
ও তার সদাই ঘরে কুমতি,
তুমি মনো-রথের সারথি,
গুরু, যথায় লও যাই সেই-খানে।
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী,
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী*
আমি জনম-অন্ধ মন নয়ন,
না বাজালে বাজিবে কেনে?
গুরু তুমি হরদম্‌ চেতন।
কথায় বিনয় করি কয় লালন,
জ্ঞানাঞ্জন দাও মোর নয়নে।

* Make me thy lyre—P. B. Shelly.

তারা ধানভানে, ভাল জানে, ভাল গায়ে সোণার গহণা,
তোমার দেহ ঢেঁকিশালে, অনুরাগের ঢেঁকি ভাসাইয়ে,
ভজন সাধন যা'র দুইটী ভাই দুই দিকে দিলে
নিষ্ঠা হাসে কলের ঢেঁকি চলবে, ঢেঁকি আর থাম্‌বেনা।
শ্রীগুরু মহাজনের ধান, তাতে হবে রে সাবধান।
ধান ভানা বজায় রেখে ভান্‌তে হবে
পাব তা'তে লাভ, লাভে কাল কাটাবে,—আস্‌লে যেন
আর ভাঙ্গে না।
অনন্ত ধান ভান্‌তে বাসনা—পোলে যন্ত্রণা,
পাপ ঢেঁকি তোর মাথা নাড়ে, গড়ে পড়ে না,
যেন,—বেহুসারী থেক না গো,—হাতে ঢেঁকি পড়ে না।

৫০

পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে।
ও মন, দেখ দেখ মন্থুরা হয়েছে উদয়,
কি আনন্দময় সাধ বাজারে!
সাধের বাতাসেরে মন, বনের কাষ্ঠ হয় চন্দন;*
হেন পদে যার নিষ্ঠা না হয়,
তার না জানি কি কপালে আছে রে।
যথারে মন সাধুর বারাম, তথা সাধ বারাম নিরন্তর,
সেই যে সাধ সভায়, এনে মন আমায়,
আবার যেন ফেরে ফেলিস নারে।
সাধু গুরুর এই মহিমা, দেবাদিতে নাই রে সীমা,
লালন কয়রে মন, খোদাজীর আরাধন,
সাধুর সঙ্গে রঙ্গ বেশ কর রে।

* ছোহ্‌বতে ছালেহ তোরা ছালেহ কুনাদ,
ছোহ্‌বতে তালে তোরা তালে কুনাদ।

৫১*

চরকা হল লড়ভড়ে,
কত বা টিপা সারব, সোধা করিব,
কাঁদব পাড়ার লোকের পায় ধরে।
সূতা কাটিব কিসে, আমার চরকা হল লড়ভড়ে।
বাড়ীতে মিন্সা ছিল, সর্ব্বদা বসা শুনচে,
এক পেও সূতা কেটে বেড়াস, কেন তুই লড়পেড়ে,
চরকা-পাতি যদি আঁটি, ফিন্নি সমেত যাই নড়ে,
অটল কাঠের চরকা বেনে ঘুরায় সবে হাত ধরে।

৫২

তারে কেউ চিনে কেউ চিনে না,---
প্রেমের মানুষ দুই জনা।
কামে প্রেমে একই ভাবেক, নিষ্কামিনী বাহিরে ফিরে,
ও ভাব কামের সঙ্গে প্রেমের লেতা, ও প্রেম জেতুনে হয় বান্ধানা।
আছে নব ছেতারা নূর অহুদা, তাতে হাওয়া আদম আছে ঘেরা,
আছে চার কাজে তার গিরিগী করা,
এদম ছেড়ে গেলে আর আসবে না।
ও যার নাইক আকার নাইক সাকার, কোন মানুষটী বয় একেশ্বর
মুর্শিদ দয়াল চান্দে বলে, ও মন, তুই হলিরে দিন কানা।

---

* চরকা, চরখা, (Spinning wheel) শব্দটি ফারসী। দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩৭, A Mussalmani Bengali English Dictionary by Rev. William Goldsack, Calcutta. 1923. আরও পৃষ্ঠা ৬০৯ Origin and Development of Bengali Language by Dr. S. K. Chatterjee. Calcutta, 1925. সুপ্রসিদ্ধ কোষকার ৺জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' (২য় সংস্করণ) ইহাকে সংস্কৃত চক্র হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। ঐ দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৭৫৯। আরও দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৬, হারামণি ১ম খণ্ড।

† কামজ বা মোহজ বা মানবীয় প্রেমকে সূফীরা ইশকে মজাজী বলে; সূফীমতে ইশকে মজাজী শেষে ইশকে হকিকী বা ঐশী প্রেমে পরিণত হয়।

৫৩

প্রেমের সত্য মিথ্যা জেনে কর তা'র বিবেচনা,
রাখি সোনা হয়, রাখনা ফেলাও টেনে।
একটা বিধুমুখী দুর্ল্লভের মেয়ে, হস্তে একটী মাণিক পেয়ে,*
মাণিকটী দেয় গো ফেলে, কুবন্ধ কঠিন বলে,
মাণিকটী পেয়েছিল শেষ রাণী,—রেখেছিল গোপনে।
মাণিকটী ফোটা ছিলরে, মন আমার, মাণিকটী ফোটা ছিল গোময়ে।

৫৪

ও মন চন্দ্র না হয় জোনাকী পোকা, পণ্ডিত না হয় মূর্খ লোক।
এ সকল জানিবার ধোকা, দেখরে মন মনে মনে।
হয় না মানী অপমান, ঢেকী স্বর্গে গেলে ভানে ধান,
কবির ভেবে ছিলরে মন,
আমার কবির তাই ভেবে, ছিল মন গোময়ে।
ও মন ঘোড়া না হয় কভু ভেড়া, ও মন গাধা কভু না হয় ঘোড়া,
শাল-গ্রাম হয় না নোড়া, থাকে হাঁসালের কোণে।
ও মন হংস না হয় কানা বক, মুরগী না করে ময়ূরের রব,
দ্রোপদীর লক্ষ পতিরে মণ আমার দ্রোপদীর পঞ্চ পতি পঞ্চ বাণে।

৫৫

ক্ষম গো মা! অপরাধ, দাসের প্রতি চাও হে দয়াময়।
তোমার ঐ ক্ষমতা জানি, যা পার সেই কর তুমি,
রাখ মোর নাম; তোমারি ওহে দয়াল, নিজ নাম তোর জগতময়।
কসুর পাইলে মার যারে, আবার দয়া কর তাহারে,
তোর অনাথ বালকে ডাকে, ওহে দয়াল, আমি কি তোর কেহই নই।

---

* তুলনীয়। কাঠুরিয়া মাণিক পেল, তা সে ফেলে দিল। কবিগান

৫৭

কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক মানুষ যে জন হয়,
তার চিহ্ন একটি আছে বটে, নয়ন দেখলে জানা যায়।*
কৃষ্ণ দুঃখী, কৃষ্ণ সুখী, কৃষ্ণ-ভক্ত মানুষ দেখি,
কৃষ্ণ-কথা বলাবলি করে সর্ব্বদায়।
জলে কৃষ্ণ, স্থলে কৃষ্ণ, গগন-মণ্ডলে কৃষ্ণ,
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ, এ দেহে হয় উদয়।
জানে না সে অন্য কথা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-কথা,
কৃষ্ণ-কথা করে নিত্য, কৃষ্ণ-গুণ গায়।
কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গ করি, বেড়ায় যেন পাগল প্রায়!
কবে হবে আশা পূর্ণ, সংসার হেরি শূন্য,
সার করেছি, শ্রীচৈতন্য, নন্দের নন্দলাল।
গোসাঁই অটল চাঁদ বলে, সে ভাব আছে সাধুর কাছে,
সে ভাব কি তুই পারিবি পাগল,—
[illegible] ছেলের হাতের মোয়া নয়।

৫৮ক

আদমে আহাম্মদ এসে নবী নাম সে জানালে,
যে তনে করিলে সৃষ্টি, সে তন কোথায় রাখিলে?
নবী যারে মানিতে হয়, উচিত বটে তাই চিনে লও,
পুরুষ কি প্রকৃতি আকার সৃষ্টি ও সৃজন কালে।†
আর খালেক নামে পরওয়ার, নবী রূপ সে আবার,
জন্ম মৃত্যু হয় যদি তার, শরার আইন চলে।
আহাম্মদ নামে যদি ভাই, মানুষ লীলা করে সাঁই,
লালন বলে,—তবে যাই, এ চরণ-তলে।

* তুলনীয় হারামণি ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯, গান ৩৭।

† তুলনীয় হারামণি ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০, গান ৮, আরও ঐ পৃষ্ঠা ৪৯, গান ২২। পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রশ্ন ইসলামী তসাউফ তত্ত্বে খুব বেশী প্রকট নয় এদেশে। যেমন রাধা ও কৃষ্ণ তত্ত্ব।

৫৭*

আপনাকে আপনে যে জন জানে,
আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে।
সবে বলে 'আমি আমি,' আমি কে তা' কেউ না জানে।
লালন বলে, আমার এ আমি সর্ব্ব-সাধন গুরুর চরণে।

---

* হাদীস শরীফে আছে, নিজেকে জানিতে পারিলে খোদাকে জানা যাইবে—He who knoweth himself, Knoweth God, P. 53. [Vide Sayings of Muhammad by Sir A. Suhrawardy, Calcutta, 1938.] দ্রষ্টব্য—হারামণি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬, গান, ৫, আরও ঐ পৃষ্ঠা ৪২, গান, ১২। সর্ব্বোপরি মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর

چه تدبیر اے مسلمانا که من خودرا نمیدانم

[দ্রষ্টব্য Diwan i-Shamsi Tabrij Edited by Dr. R. A. Nicholson, Cambridge, 1887.]

সুকবি মোহিতলাল মজুমদার কৃত ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নিজেরে নিজে জানিনা যখন, জানিব কেমন কে ভগবান ?
নই খৃষ্টান, ইহুদীও নই, কাফের কিম্বা মুসলমান।
পূর্ব্ব পশ্চিম সাগর নগর
কোথাও আমার নাইরে ঘর
কেহ জাতি নয়, মর কি অমর,
ক্ষিতি তেজ কিবা মরুৎ সলিলে গড়েনি আমার এ দেহখান।
জন্ম আমার নয় কোনখানে
রুম মহাচীন কিবা সাকসানে
ইরাকে সে নয়, নয় খোরাসানে
সিন্ধুর দেশ সেখানেও নয়, সিন্ধু যেখানে প্রবহমান।
ইহলোক কিবা পরলোকে ঠাঁই
স্বর্গ নরক মোর তরে নাই,
নই সন্তান আদমের,—তাই,
তাই স্বর্গ হইতে করে নাই দূর—করে নাই মোর সে অপমান।

ও মন আপনাকে যে চিনেছে, নিগূঢ় তত্ত্ব সেই পেয়েছে,
সে জন নিগুমে বসে আগমে ধরে টানে।
ও মন, মালাকুতের মোকামে পানি, লাহুতের মোকামে অগ্নি,
জবরুতের মোকামে পানি, হাওয়া চালাচ্ছে নাছুতের মোকামে।

নাই যার চিন, নাই তার নির্দেশ—
লোকাতীত লোক !—সেই মোর দেশ .
দেহ-বিদেহের ত্যজি দুই দেশ
বন্ধুর বুকে বাস করি আমি, চির যৌবন জ্যোতিষ্মান।

পঞ্জাবের কবী বুল্লাহ শাহের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা দ্রষ্টব্য
বুল্লাহ কী মায় জানো মায় কোন ;

P. 58-59.

[Vide Panjabi Sufi Poets by Dr. L. Ramkrishna. Oxford, 1930.]

মালকুত,—হজরত গওসল আজমের কবিতায় পাই

مرغ باغ ملکوتم در پی دیر خراب   عشق ور نور تجلا ے خدارا تا ما

Opt. Cita P. 2

আরও দ্রষ্টব্য Pp. 99, 251, 255 of Dr. Nicholson's Islamic Mysticism.

এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ইনসানুল কামালের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা দ্রষ্টব্য (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৯১)

And likewise, to him that knows the truth, the worlds of malakut and jabrut, and the divine nature lahut and the human nature (nasut)

ঐ গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য the world of dominion (alamul malakut) and the world of almightiness. এই বাক্যের টীকায় ডক্টর নিকলসন বলিতেছেন, "The alamul Malakut and the alamul Jabrut denoted the Attributes and Essence."

এই সম্পর্কে ডক্টর স্যর মুহম্মদ ইকবাল তাঁহার The Developement of Metaphysics in Persia [London, 1908,] এর ১১ পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত টীকা যোগ করিয়া দিয়াছেন।

"Geiger [Civilisation of Eastern Iranians] Vol I, p 104.

The Sufi cosmology has a similar doctrine concerning different stages of existence through which the soul has to pass in its journey heavenward. They enumerate the following five planes,

ও মন তার উপরে মণি কোঠা, তাতে কিছুই না যায় টোটা,
সে ত বসিয়ে আছে হয়ে গোটা,
সে ঢাকায় বসে দিল্লীর খবর জানে।

but their definition of the character of each plane is slightly different :—

1. The world of body (Nasut)
2. The world of pure intelligernce (Malakut)
3. The world of power (Jabrut)
4. The world of Negation (Lahut)
5. The world of Absolute silence (Hahut)

The sufis probably borrowed this idea from the Indian Yogis who recognise the following seven planes :—(Annie Besant: Reincarnation)

1. The Plane of Physical body
2. The Plane of Etherial double
3. The Plane of Vitality
4. The Plane of Emotional Nuture
5. The Plane of Thought
6. The Plane of Spiritual soul—Reason

এবং T. P. Hughes প্রণীত Dictionary of Islam এর নিম্নোক্ত অংশ লক্ষণীয় :—

Jabarut (جبروت) The possession of power of omnipotence. One of the mystic stages of the Sufi. Ibid p 223.

Lahut (لاهوت) Literally Extinction or absorption. (1) The last stage of the mysthic of the mystic journey (2) Divinity (3) Life penetrating all things Ibid p 282.

Nasut (ناسوت) Human nature. A term used by the Sufis to express the natural state of every man before he enters upon the mystic journey. They say the law has been specially reveald for the guidance of people in this condition, but law is not necessary for higher states. (Ibid. p 436.)

রিসালা-ই-হক নাম-দারাসেকো প্রণীত গ্রন্থাবলম্বনে বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা দ্রষ্টব্য, Pp 139, 140, 142 of Visvabharati Quarterly, August, 1940.

বাংলা দেশের মারফত পন্থী গান বুঝিতে হইলে ইহার পরিভাষা সর্বাগ্রে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। এইজন্য বিস্তৃতভাবে ইহার টীকা প্রদত্ত হইল যেন অনায়াসে ইহা সকলের বোধগম্য হয়। ম.

৬০*

মুর্শিদ ঘুচাও আমার মনের ব্যথা ; শুনেছি আজব কথা,
মুর্গীতে মোরগ ছাড়া গিয়েছে ডিম্ব পেড়ে,—
রয়েছে জগৎ জুড়ে, কোথায় বা তার বাচ্চা,
কোথায় বা তার বাপ মা রহিল, করে যুগল আত্মা ?
—এই তিন জুলমতের কথা।
না ছিল আছমান জমিন্, না ছিল পবন পানি,
না ছিল দিন-রজনী, কোথায় তা'র লতা।
আবার কোথায় বা তার ডাল গিয়াছে,
ডিম্ব দারাক রহিল কোথা !
বিছ্মিল্লা বল যারে, বীজ ছিল কোথা কারে,
কে আনিল ভব পারে, কোথায় তার মাথা ?
এবার উপাই চাঁদ কেঁদে' বলে এই তিনটী কথা।

৬১

মন, কি ইহাই ভাব—আল্লা পাব নবি না চিনে [illegible]
কারে বলি রে ! নবীর দিশা পেলেম না।
যে নূরে আদম পয়দা, সেই নবীর হকীক জুদা,
নূরের পেয়ালা খোদা, ও খোদ রঙ্গেতে জালাদা।
মালেক সাঁই বৃক্ষ নবী,
বীজ তাকে ঢুঁড়িলে জানতে পাবি,

* তুলনীয় হারামণি ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪

† আল্লা নবী দুটি অবতার
আছে গাছ বীজেতে যে প্রকার,
গাছ বড় না ফলটী বড়
তাও নাও হে জেনে।
[দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৯]

কি কব সেই বৃক্ষের খুবী,
ও তার এক ডালে দীন, আর এক ডালে দুনিয়ে।
আগ পত্র সে ছিল কে গো; চার কারের * উপরে দেখ,
পূর্ব্বাপর তার খবর রেখো, তবে জান্‌বি লালন নবীর ভাব মনে।

৬২

কথা বল্লে তোমায় হবে কি, বীজ মানে নিজে আল্লাজী
লাল ফুলে হয় জগত মা-পাকী, জরদ ফুলে হয় মহম্মদ রসূল—†
বলিব কত কি!
ছিয়া ফুলে আদম ছবি, ছফেদ ফুলে হয় সাঁইজী,
চারি ফুলে হয় দুনিয়ার দুর্ল্লভ, আমি কাঁনা দেখ্‌তে পাই না।
কোন ফুলে কার যোগ রে ক্ষেপা, ছোট মুখে বড় কথা,
ফুল নিয়ে বসে আছি।
ও তার গাছ বড় কি বীজ বড়, মানে করিয়া দাও দেখি!

৬৩

মানুষ আছে গো, আছে মানুষ।
আমার বেহাল মানুষ আছে আনন্দ বাজারে নিঘুম।
এক মানুষ বসে থাকে, আর এক মানুষ মজা লুটে,
আর এক মানুষ আছে হৃদয় মন্দিরে নিঘুম।

---

* চারকার—অন্ধকার, ধন্ধকার, কুয়াকার, নিরাকার।
(দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের গান সংখ্যা ৬৫)

† চারিফুল—তুলনীয়
লাল নীল সিয়া সফেদ চার ফুল
দুনিয়ার মাঝারে।
[দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫০]

এক জগতে আছে কল, সন্ধানে তার উঠেছে জল,
সেই জলে হয় ছানা মাখন নিঘুম।
সমুদ্র মৈথুন করে, রসিক সে জন হয়,
ও সে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে নিঘুম।

৬৪

আমি কোন কুলে যাই বল গো সখি।
এ কুলে থাকিলে পরে, গোপের কুলে পড়্‌বে বাকী।
মান কুলেতে থাকলে পরে, সবে বল্‌বে মানানী,
এবার সম্পদে প্রাণ সপিলে পরে, হতে হয় কলঙ্কিনী।
এ কুলে গেলে সে কুল নাই, সে কুলে আর কিসের ভয়,
অটল কুলে কুল মিশায়ে, অটল হয়ে থাকি।
সবে বলে কুলে রব, অকুলে প্রাণ দিব গো,
অকুলের মধ্যে হাজা, ঝিলিক দেয় কালা সোনা।
এ কুলে গেলে সে কুল নাই, সেকুলে আর কিসের ভয়;
প্রেম আগুনে জ্বলে মরি, ভেসে যাই ভাব করি কি।

৬৫

ফুটেছে ফুল শ্বেত-পদ্ম প্রেম-সরোবরে,
ফুল ফুটেছে আপন জোরে—শ্বেত পদ্ম যাবে বলে।
নীল-পদ্ম নীহারে রেখে, লাল পদ্ম মনোহরে,
কোন ফুলে হয় আল্লার আলী, কোন ফুলে ফতেমা বিবি,
কোন্ ফুলেতে বিবি হাহু, চক্ষু দান দিয়েছে।
অন্ধকার, ধন্ধকার, কুয়াকার, নিরাকার,
চারি কারের পৃষ্ঠ পদ্মে মুর্শিদ-চাঁদ বলেছে।

৬৬

গুরুর রূপেতে যে দিয়েছে নয়ন,—
আমি শুনেছি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, গুরুর রূপে হয় নিরঞ্জন।
আমি জেনে শুনে এই গুরু-পদে, সঁপেছি এই দেহ মন।
দেহের মধ্যে গুরু রাজা, গুরুর প্রজা সর্ব্বজন।
গুরু ভজে' প্রাপ্ত হল নিত্য মধুর বৃন্দাবন।
আমার মন ছিল কুলের জ্যোতি—মধুর অতি সম্ভাষণ।
এবার মধুর লোভে গুরু ভজি আত্মার সঙ্গে সম্মিলন,
নিত্য সেবা বর্ত্তমান করিলে প্রেমের আস্বাদন।
তবে যজ্ঞ (যোগ্য?) (অযোগ্য?) অযজ্ঞ হ'লে অধীন পাঞ্জন যায় জীবন

৬৭

মন-পাখী, বিরাগী হ'য়ে ঘুরে মর না।
ভবে আসা যাওয়া কি যন্ত্রণা, তা কি জান না!
আছে দশ ইন্দ্রিয়, রিপু ছয় জনা।
খুব হুসিয়ারে থেকো, তাদের কথায় ভুল না।
তার কুহক দিয়ে হৃদয়ে বসে, লুটিবে ষোল আনা।
আমার সুখের পাখী, সুখের ঘর কর না।
নূতন ঘর বান্ধিয়া তা'তে, বসত্ করলে না।
ভবে আত্মা-তত্ত্ব পরম তত্ত্ব, সার কর উপাসনা।

৬৮*

তুই দলে বিরাজ করে, সহজ মানুষ চিনিলে না—
মনের মানুষ হয় যে জনা।

* এই গানটিতে সম্পূর্ণরূপে তান্ত্রিক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে Arthur Avalon প্রণীত The Serpent Power and Six Centres in Human Body

একদম হাওয়ায় চলে, আর এক দম ঘুরছে কলে,
আর এক দম সত্য হলে, অনায়াসে মিলে।
ও তার দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে,
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।

[—ষটচক্রনিরূপণের ইংরাজী অনুবাদ] নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। মৎলিখিত "বাউল সাধনা ও ষটচক্র" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। [বাংলার শক্তি, বৈশাখ, ১৩৩৪]। কমলাকান্তের সাধক রঞ্জন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ১৩৩২] দ্রষ্টব্য।

দুই দলে—তুলনীয় একটী বাউল গানে রহিয়াছে

"দ্বিদলে কে লুকিয়ে আছে রে।"

দুই ভ্রূর মধ্যস্থ দ্বিদলযুক্ত পদ্ম। ইহার নাম আজ্ঞা চক্র। Vide Avalon's Six Centres p 143.

দশম দল—দশদল যুক্ত পদ্ম, ইহার নাম মণিপুর Ibid p. 143.

চতুরদল—চারিদল যুক্ত পদ্ম। ইহার নাম মূলাধার Ibid p. 143.

কুলকুণ্ডলিনী—Anus এবং মেঢ্রের মধ্যে স্থাপিত শক্তিরূপিনী সর্প। ইহা আড়াই প্যাঁচ আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাকে জাগ্রৎ করাই তান্ত্রিকের সাধনা।

এই সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থে আলোচনা রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়। ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮৬-১৮৮।

(২) মহানির্বাণতন্ত্র—কৃষ্ণ গোপাল ভক্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, চৈত্র ১২৯৪, পৃষ্ঠা ১২৬ ১৬৩।

(৩) কমলাকান্তের সাধক রঞ্জন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ১৩৩২; পৃষ্ঠা ১৬-১৩।

(৪) আত্মপ্রভা—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা, ১২৩৯

(৫) কাঙ্গাল হরিনাথ—জলধর সেন প্রণীত

(৬) Post Caitanya Sahajiya Cult by Professor M. M. Bose Calcutta Pp 220—142.

(৭) Cultural Heritage of India Vol II. Calcutta. Pp. 2045,

মুসলমান সুফীদের মধ্যে ছয় লতিফা বা ছয়টী আলোক কেন্দ্রের ধারণা বর্তমান রহিয়াছে। (Vide Beauties of Islam. Edited by A. Suhrawardy.

নয়নের পূর্ব্ব কোণে, আনন্দ মন মদনে,
মন ভুলায় এই দুই জনে, করে অচেতন।
ও তার বামে কুল কুণ্ডলিনী, যোজ্ঞেশ্বরী যোগরূপিনী,
লীলা-নিত্য-কারিনী ব্রজ লীলা যা'র ঘটনা।

৬৯

মুরশিদ, তরাও আমারে।
তুমি অদয়াল নও,—নামটী দয়াময়,
দয়া করে পারে লয়ে যাও আমারে।

Pp. 19—70) ইহা ষড় কমলের অনুরূপ যদিচ ইহার অবস্থান সম্পর্কে সামান্য পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে। বৈষ্ণবী মতে ষড়কমলের বিভিন্ন স্থানের পদ্মের দলসংখ্যা তান্ত্রিক ধরণের হইতে পৃথক। যাহা হউক মুসলমানী এবং হিন্দুয়ানী ছয় লতিফা বা ষড়কমলের ধারণার মূল উৎস সম্বন্ধে আমি বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। ডক্টর শেখ মুহম্মদ ইকবালের গ্রন্থে উহার সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে। উহা নীচে তুলিয়া দিতেছে।

It must be remembered that some sufi fraternities (e.g. Naqshabandi) derived or rather borrcwed from the Indian Vedantists other means to bring about this realisation. They taught initiating the Hindu doctrine of Kundalini, that there are six great centres of light of various colours in the body of man. It is this object of the sufi to make them move or to use technical word, current by certain methods of meditation, and eventually to realise, amidst apparent diversity of colours light which makes everything visible and is itself invisible The continual movement of these centres of light through the body and the final realisation of their identity which results from putting the atoms of the body into definite courses of various names of God and other mysterious expressions,illuminates the whole body of the sufi and the perception of the same illumination into the external world completely extinguishes the sense of "otherness". Vide Pp. 110-111. [The Development of Metaphysics in Persia by Shaikh Md. Iqbal.]

মুর্শিদ, তুমি যদি, মোরে দেহ চরণতরী,
এ ভব সংসারে তবে আমি তরি।
তুমি আমারি, আমি তোমারি,
আহা মরি মরি, আমার মনের ঘোরে!
মুর্শিদ, তুমি ভিন্ন অন্য নাই গতি,
অগতির গতি ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
রাবণ-বংশে করেছ ক্ষতি, তাতে নাই ক্ষতি,
আমি মরি যেন তবু ঐ চরণ ধরে।
মুর্শিদ, তুমি চাঁদ, আমার নয়নের চাঁদ,
হৃদয়-মন্দিরে তুমি কালা চাঁদ, দিনু পেতে ফাঁদ,
ফাঁদে না দেও পাও অমনি যাও সরে।

৭০

আছে ইংলাল কংলাল সোমনালি সুষমনালে রূপ যার।*
আছে সাত সমুদ্র তের নদী, ত্রিপনিতে মিলন করা।
সেথা নদীর হুমঃ ডাকে, সাধুরা সব চেতন থাকে,
বিপাকে যায় না কভু মারা।

* ইংলাল, কংলাল ইত্যাদি, তুলনীয়
বেঙ্কানালে সাধগুরু না করিয়ে হেলা।
পৃষ্ঠা ১৪০ গোরক্ষ বিজয়
ইঙ্গলানালে তোলে গুরু আচা ভুআ বাণী।
ঐ পৃষ্ঠা ১৪৯।
ব্রহ্মনালে ভেদ কৈলে গর্বের গমন
পৃষ্ঠা ৪৪ মীন চেতন।
চলছে মানুষ বঙ্কনালে।
পৃষ্ঠা ১০৪৮, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস,
—ডক্টর সুকুমার সেন প্রণীত কলিকাতা ১৯৪০।

পবনকে সমভাগে রেখে, ডিঙ্গা চালাও উজান দিকে,
কি করবে তার কাম কুম্ভীরে, ডাঙ্গায় উঠে তারা রে মন রসনা।
আসিয়া ত্রিপনির ঘাটে, কমলা কমলী ফোটে,
প্রতিষ্ঠা করে সাধু যারা।
অলি মুখে সুধা বর্ষে, সুখলাল যায় আসে,
ঝিলিক দেয় রূপ রসে, রূপের হুল কররে মন-রসনা!
ত্রিপনির ঈশান কোণে, দোকানী পশারীগণে, দেয় দোকান-দারী,
তাই দেখে তারিফ করি, ভিতরে কাম কুঠরী,
চামড়া দিয়ে ছাওয়া রে মন-রসনা!
উপায় চাঁদ কয় বচনে, বাউল চাঁদের চরণ ধ্যানে,
যে জন ভাব ধরিয়ে, রয়েছে বসিয়া,
এক পক্ষ দুই ঠোঙ্গা, তিনে দুই এক খোষা,
সুখ সাগর জমি বিনে কাদায় রোয়া, রে মন-রসনা!

৭১

অধরাকে ধর রে, ওরে সহজ মন-চোরা!
ঠিকানা দেখি যেয়ে, কোন্ নগর পাড়া।
ঠিকানা বলি সহর দিল্লী, লাহুতের মোকামে গলি,
নাছুতের ঊর্দ্ধ ভাগে, দিতেছিল পাহাড়া।
জীবন জেলার বীচে, ও মন চৌষট্টি হুল করা আছে,
সহস্র পরদার নীচে, সোনার হুল করা।
হৃদয়ের পুরের হাওয়ার ঘোড়া, সওয়ার হয় তাতে মনচোরা,
ষ্টেশনে দেয় পাহাড়া, দেখ্ না এসে তোরা।
রূপ নগরে নিহার করে, হাওয়ার ঘোড়ার লাগাম ধরে,
ভাটা জোয়ার বন্ধ করে, ধর্‌গে যোয় তোরা।

৭২

মন, কেন সুস্থির হয়ে দেখনা একবার—
আসা যাওয়া যে দুরান্তর তার।
তিন পদ্ম প্রবল হয়ে, দুই বস্তুর এক পিরীত হয়,
ইহার কোন পদ্মের পরম্পরে, গুরু সত্য উফাত যায়।
কলসীর মধ্যে যেমন, বিন্দু হয় উপার্জ্জন,
বিন্দু গোলকে গেলে, সহজে করে অঙ্গীকার।
ও মন ভৃঙ্গ রতির নীচে, ছিল রসের একটী সরোবরে,*
অষ্ট দল পদ্ম ছিল, শুনি তার ভিতর।
তিন সরসীর তিন পদ্ম, এক মৃণালে আছে বদ্ধ,
অধঃ ঊর্দ্ধ মিলন তার
(অধঃ ঊর্দ্ধ মিলন তার।)
ও মন, কাঙ্গালের বেশে, ফির অতি দীন হীন হয়ে।

৭৩

এবার তুই নয়ন প্রকাশ করে দেখরে নয়ন ভরে।
মুর্শিদ উদয় চাঁদে বলে যখন ছিলে কারাগারে,
গুরু যে শিষ্য হয়ে ভব-নদী করবেন্ পার।

*সরোবর— অক্ষয় সরোবর
দ্রষ্টব্য সহজিয়া সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৬৩।

তুলনীয়— এক সরোবর, পৃথিবী ভিতর
কমল ফুটিল তায়।
ফুলের রসে সরোবর ভাসে
সুধায় বহিয়া যায়
ঐ পৃঃ ১৬৩।

আরও দ্রষ্টব্য Pp 125, 126 of Post Caitanya Sahajiya Cult. by Professor M. M. Bose. Calcutta.

স্বরূপের ঘরে ছিলে, করেছিলে রস-বিহার—
চুণি মণি লাল জহরা, হীরালাল সে দীপ্তিকার !
নিরখিবে মৈথন তার, যোগ সকাশে সবাকার,
তার উপরে আছে মানুষ, দিচ্ছে হুকুম সৃষ্টিকার ।

৭৪

আউওয়ালে হয় দুই দল শুনি,
দুই দলে দুই জন মিলে, ভেইছে উদয় দিনমণি ।
ষোল দল দুই দলের পরে, অষ্ট দল মন-সরোবরে,
তার উপর সাঁই বিরাজ করে, শতদল পদ্মেতে সুরধুনী ।
অধঃ ঊর্দ্ধ মেঘের পোড়া, তিন শত ষাইট সেই পদ্মে জোড়া,
ধরে আছে পদ্মের গোড়া, ও তার সম্মুখ ঘাটে বৈতরণী ।
নীল পদ্মে আদম ছবি, শ্বেত পদ্মে আপ্‌নে নবী,
লাল পদ্মে ফাতেমা বিবি, আলী আল্লার করলেন চক্ষুদানী ।
যথায় সূর্য্যের যুগল শোভা, তাতে না হয় রাত্র দিবা,
উজল সাই কয় জানতে পাবা, জহরুদ্দির লাগ্‌ল চাঁদ-ঘুরানী ।

৭৫*

আপনার ভাণ্ড ছেড়ে, কেন খুঁজে বেড়াও জগত জুড়ে ?
আপনার ভাণ্ড খোঁজ, রূপ স্বরূপে দেহ মাজ,
যাতে প্রেমের অঙ্কুর হয় ।

* এই গানটীর অনুরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে । এই গ্রন্থের ১৫ সংখ্যক গানের সঙ্গে তুলনীয় । এই সকল কথার অর্থ আদৌ সুস্পষ্ট নয় ।

বালুচর তুলনীয়

ডুবিল মোর নৌকা রে
কিন্তু নৌকা ঠেকিল বালুচরে রে ।

দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম পৃ ১২২ ।

নাটোর রামপুর হুগলীর জেলা, খুঁজে লইছে মনের খেলা,
কৃষ্ণ নগর আর পাবনার জেলা, বালুচর * যে অনেক দূরে।
শুন ওরে মন হত, কলিকাতা অনেক পথ,—গলির সীমা নাই।
বর্দ্ধমান আর ঢাকার সহর, মাসে মাসে উঠছে নহর,
বিলাত হতে হাকিম এসে, বিচার করছেন আইন ধরে।
কোচয়ানের সহর ভারি, কোচ বিহারের ভয়ে মরি,
ভেবে হারাণ কয়,—
পাঁচু চাঁদ মোর নয়ন-তারা, ভজন দোষে হলাম হারা,
তাতে হলাম বস্তু হারা পিতৃধন সব ধ্বংস করে।

৭৬

সাধন বিফল ব্রজক [= বরজগ] বিনে,
এখানে সেখানে ব্রজক, ব্রজক ঠিক দেখ মনে।
ব্রজক ঠিক না হয় যদি, ভুলাইবে শয়তান গিদী,
ধরি রূপ অনাবিদি, এখন তারে চিনবে কি প্রমানে।
নৌকা নাইকো বিনা পারায়, নিরাকারে মন কি দাঁড়ায়,
লালন মিছে ঘুরিয়ে বেড়ায়, অধর ধরিতে চায়, ব্রজক না চিনে।

† নৌকাখানি ডুবাইলে যমুনাতে আনি
পৃ ১১৯ [দ্রষ্টব্য শ্রী আব্দুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয়]
বালুচরে ঠেকে গুরু বাহে গজ পড়ি
পৃঃ ২০, দ্রষ্টব্য মীনচেতন।
শুখাইলে বালুচর খালে নাহি পানি।
পৃষ্ঠা ২০, ঐ

* Vide P 92 of Dr. Nicholson's Islamic Mysticism এবং কাশফুল কালিমী দ্রষ্টব্য।

৭৭*

শুনি তোমার নাম রদ কুবল।
হেলাইয়া ছের নোয়াইতে খোদা ছাড়া নাই ছেজদা দিতে,
বন্ধ হল আদমেতে, আজজিল হ'ল নামাকুল।
খুঁজে ফিরি নানা মতে, পাই না শরা-শরিয়তে,
বিরাজ করে আদমেতে, মওলা কেশের আগে খেলে ঝুল।
উজাল সাই কয় খোদায় কি কাজ,
মানুষের জেন্দা হতে উঠেছে আওয়াজ,
ঐরূপ দেখ্‌ল মনসুর হাল্লাজ, জাহেরাতে হয়েছে ভুল।

---

* মনসুর হাল্লাজ—ইঁহার প্রকৃত নাম হুসায়েন বিন মনসুর, পৈতৃক ব্যবসায় অনুযায়ী হাল্লাজ উপাধি। ইঁহার জীবনী, মতবাদ এবং কবিতা Monsieur L. Massignon বিশেষ পরিশ্রম সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। তাপসমালা (ফার্সী তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ) গ্রন্থের ৮৬—৯০ পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রামাণ্য ও সংক্ষিপ্ত জীবনী রহিয়াছে। মুন্সী মোজাম্মেল হক মরহুম সাহেবের মহর্ষি মনসুর গ্রন্থে তাঁহার লৌকিক জীবনী পাওয়া যাইবে। ইনি আনাল হক্‌ (অহং ব্রহ্ম)বাদী ছিলেন। এইজন্য শূলাগ্রে তাঁহার জীবনশিখা নির্ব্বাপিত হয়।

খাজা মঈনউদ্দীন চিস্তী মহোদয়ের নিয়োদ্ধৃত কবিতা ছত্রদ্বয় লক্ষ্যণীয়।

زنجا م عشق نه منصور بیغود اسد و بس   که دار نیز همیگفت بارسن همه اوست

p 12 [Vide Diwan-i-Khaja Muinddin Chisti. Kanpur. Hijri. 1327.]
আরও দ্রষ্টব্য Mansur Hallaj in Ency of Islam. এবং Hasting's Ency of Religion aud Ethics.

নিয়োদ্ধৃত কবিতায় নিরাকার ও সাকার বাদ এক হইয়া গিয়াছে।

I am He whom I love
And He whom I love is I.
We are two spirits dwelling one body.
If thou seest me, thou seest Him
And if thou seest Him
Thou seest us both.

Vide P 80. Islamic Mysticism
—R. A. Nicholson.

৭৮

যে জন গাছী হয় গহুর [—গউর] রূপের রং মহলে,
সে রস নীচে চুষে গাছি লাগায় ভাঁড় গাছের মূলে ;
তিন তারের এক দড়া পেকে, গাছি লাগায় ভাঁড় গাছের মুখে।
গাছি গাছ না কেটে, কাটল দড়া,
সে রস আসবে কিসে ভাঁড়ের মুখে ?
যে জন গহুর অনুরাগের গাছী হয়,
সে জন শুক্না গাছে মিছরী ফলায়।

৭৯

সূর্য্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল হয়,
সে প্রেম সামান্যে কি জানা যায় ?
সমুদ্রে নামিলে ভাই পদ না ভিজিবে তায়,
মায়ার সঙ্গে রবে মায়া, পরশ না করিবে তায়।
কুম্ভীরে পতঙ্গ ধরে' মাটির ঘরে লয়ে যায়,
আল ভাঙ্গিয়ে, কায় ছাপিয়ে আপন করে ছেড়ে দেয় !
দুন্দুভী বাঁশী যে দিন বাজিবে ভাই, তাই শুনিবে ;—
যে জন মরিবে সেই সে যুগল চরণ পায়।
লালন শা বলেরে পাঁচু সে বড় রাগের কারণ
বাণ ধনুকে শিক্ষা হলে, তবে রণে হবে জয়।

৮০

দীন মহম্মদের নূরে চৌদ্দ ভুবন খাড়া রয় !—
আমি শুনব না আন্দাজী কথা, দলিলে তাই জানা যায়।
এক আকারে করে মৈথুন, কুদরতে সাঁই নিরাঞ্জন,
ডিম ভেঙ্গে দুই খান হয়ে শশী নিশির জন্ম হয় ;

চন্দ্র সূর্য্য সপ্ত দরিয়া সেই নবীর নূরে পয়দা,
তার পরে দেবতা ধরে আছমানে চাঁদ উদয় হয়।
মিম হরফে লেখে নবী, মিম গেলে আহাম্মদ বাকী,
আর যত সব ফাঁকি ঝুকি, মকিম চাঁদ দরবেশে কয়।
দরবেশ যারা জানে তারা এক বীজ কেন দুই ভাগ হয়!—
—নূর জহরা নূর ছেতারা নূরেতে মিশিয়া যায়।

৮১*

নবীর তরীক—ঠিক রাখি কেমনে আমি, তা বুঝতে পারলেম না,
আমি তা ঠিক রাখতে পারলেম না!
ও নবীর তরীক জানা, সে ভেদ মানা, ও তার ঠিকানা পাই কোনে?
আউয়ালে দোয়েমর কালেমা, ছিয়মে চাহারাম কলেমা,—
চার ধারেতে বিরাজ করে
নবী ছাল্লো-আলা কয়ে চার রংয়ের পেয়ালা রাখলেম্ গোপনে,
নবীর তরীক ভারী, সে ভেদ গম্ভীর অতি,
মারফত মনে রেখে শরিয়তে করলেন জারী।
সে ভেদ আবুবকর ওমর ওছমান আলী শাহা জানে—
তারা এই চারি জন একের দেওয়ানা।
উপাই চাঁদ তাই করে মিনতি, নবীর কিরূপ আকৃতি?—
পুরুষ কি প্রকৃতি নবী, কিসে উৎপত্তি—?
গোঁসাই বাউল চাঁদে বলে সে ভেদ বলতে নাই যেখানে সেখানে।

* মারেফাত—ইসলামী শাস্ত্রানুযায়ী মানবজীবনের সিদ্ধিলাভের চারিটী পন্থা—শরিয়ত, তরীকত, হকিকত এবং মারেফত। শরিয়ত আচারমূলক ধর্ম্মকর্ম্ম। মারেফত ভক্তিমূলক ধর্ম্মকর্ম্ম।

দ্রষ্টব্য—Sufiism (or Awariful Maarif) by H. Wilberforce Clark. Calcutta. 1891. Pp 3-4. এবং Pp 121-129.

৮২

কি আশায় ফকির হলিরে মন, সেই কথা বল শুনি,
রংমহল কোঠা রেখে, মদনের বাধ্য তুমি।
ও তোর ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গিয়েছে, কেবল হাওয়া বদ শুনি।
হাওয়ায় আসা হাওয়ায় যাওয়া, হাওয়ার খবর কেউ করলে না,
বার মাসের এই কারখানা, মনের মানুষ কেউ চিনলে না।
ফকির চাঁদ দরবেশে বলে, হাওয়া ধরা গেল না রে,
যদি কেহ ধরতে পারে, আপনার শক্তি জোরে।
আবের পর আতসের গরমে, তার উপরে আবের মোকাম,
তার উপরে চল্‌ছে হাওয়া, তিন তারে করা মিলন।
কি করবে তার শ্মশান শমন।

৮৩

পারে যাবি মন তাই বল না রে।
মন তোর সামনে দেখি বিষম দোরে (=দরিয়া)।
সেইত ত্রিপেনীর ঘাটে, একটী কুম্ভীর আছে দৃষ্টি করে,
জলে নেমে সাঁতার দিলে অমনি খাবে ধরে।
সেই কুম্ভীরের দন্ত হতে, খস্‌বি কেমন করে।
হাতে নাই পয়সা কড়ি, পারে যাবি কেমন করি,
যেমন যাবি পার ঘাটেতে, অমনি আসবি ফিরে,
মুর্শিদ চাঁদের যুগল চরণ দিয়ে তুই কররে সাধন।
যেমন যাবি পার ঘাটেতে অমনি যাবি পারে।

৮৪

যে পথে সাঁই চলে ফিরে ও তার খবর করে কে।
যে পথে আছে সদায়, ভীষণ কাল নাগিনীর ভয়,
যদি কেহ আজগুবি যায়, অমনি উঠে ছোঁ মারে।
পলক ভরে বিষ খেয়ে উঠে, ব্রহ্মা অন্তরে।
সেই যে অধর ধরা, ধর্‌তে চায় যারা,
চৈতন্য গুণী যারা, গুণ শিখি তাদের কাছে।
সামান্যে কি পারবি যেতে, সেই কুকাফের* ভিতরে
ভয় পেয়ে জন্মাবধি, সে পথে না যাও যদি,
হবে না সাধন সিদ্ধি তা শুনে মন ঝুরে।
ও লালন বলে যা করহে থাকতে হবে পথ ধরে।

৮৫

ওরে মানুষের করণ, সে কি রে সাধারণ, জানে রসিক যারা।
যে জন কুলের সন্ধি করে, বিন্দু ঝুরে পড়ে,
আর কি রসিক ভাই হস্তে পায় তারা।
যেমন বানের মুখে পানা, বিষয় উপার্জ্জনা,
অধঃ উর্দ্ধ পথে আছে শ্বেতখানা,
পঞ্চবাণের ছিলে, প্রেমের অস্ত্রে কাটিলে,
মানুষের করণ তাদের হয় যারা।

---

*কুকাফ—ককেশাস পর্ব্বত। অতি দুর্গম প্রদেশ। তুলনীয়

بعمدا شدم بر سر کوه قاف   دراں جاے جز سنقا نبود

দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া কুকাফের চূড়ায় গিয়াছিলাম, সেই স্থানে কেবল আনকা পাখীর বাসা রহিয়াছে।

[Vide Selected Poems from the Diwan-i-Shamsi Tabriz. Edited by Dr R. A. Nicholson. Cambridge. 1897. Ode No 7.]

যে জন রসিক রসিক করে, সেই মানুষের বাক্য ধরে,
হেতু শূন্য করণ সেই মানুষের দ্বারে।
নেহায়েত বিশ্বাস মূলে, সে মানুষ হেরিলে,
লালন ফকির বলে কাম যায় মারা।

৮৬

ও নিয়েত বাঁধ গো মানুষ মক্কার পানে।
পড়গে নামাজ জেনে শুনে।
পড়গে নামাজ জেনে শুনে॥
মানুষ, মানুষ কামনা সাধন কর বর্ত্ত মানুষ,
মানুষের চৌদ্দ ভুবন উঠেছে নিশানী,
ঝিলিক দিচ্ছে নয়ন কোণে।
সপ্ত দল† কোমলে কালা, শূন্যরস সিংহাসনে,
ও মানুষ খেল্‌ছে খেলা, লা শরীকওয়ালা,
ঐ মানুষ রতন ভুবনে।
মুরশিদের রহম যার নয়নে, লেগেছে সেই সে জানে,
গোল মহর না চিনিলে, সে চাঁদ নজরে পড়বে কেনে।
মোল্লা মুন্সী আলেম ফাজেল, ভেদ পেল না বেদ পুরাণে,
ও তাই কইছে লালন, ওরে মন,
ঘর ছেড়ে কেন খুঁজলে বনে।

---

† সপ্ত দল—সপ্তদলযুক্ত কোন পদ্ম তান্ত্রিক মতানুযায়ী পাওয়া যায় না। [Vide the Six centres and the Seepent Power by Arthur Avalon. P 143]. সহজিয়া মতেও ইহার কোন হদিস পাওয়া যায় না। [Vide Bose—Post Caitanya Sahajiya Cult. pp 125-126]

৮৭

ও মন গুরুর নাম তরণী করে, চল যাই ভব পারে।
ও মন আল্লানবী, দেলের খুবী, উদয় হয় যার অন্তরে।
ও সে দিবানিশি, কাল শশী, দেখে বসে ঘুমের ঘোরে।
অনুরাগের নৌকায় চড়ে, পাটাতন দেখ তার উপরে,
এবার রূপের ঘরে, নয়ন দিয়ে, ডুবিয়া থাক ভাব সাগরে
স্বরূপ কাঙ্গাল ভাঙ্গা জাঙ্গাল, ভাঙ্গা ঘরে,
বসত করে, সুখ হল না, কখন সে ঘর যায় পড়ে।

৮৮

আল্লা রছুল বল বদনে, দিন গেল দিনে দিনে।
এসেছ ভবে, যেতে হবে, সে কথা তোর নাই মনে।
ও তোর গুরু ভজন, কৈ হল মন, মজে রইলে মদন বাণে।
এমন মানব দুর্ল্লভ জনম, এমন সুখ নাই কোন স্থানে,
স্বরূপ কয় আখের হল, কতই আশা করছ মনে.
ও তোর গেল বেলা সখের খেলা,
কখন ধরে লইবে শমনে।

৮৯

মুখে আল্লা নাম লেও, ওরে আমার মনরে, বড় নিদানের ধন।
যে নামে আছমান জমিন, খাড়া রাখে নিরাঞ্জন।

লায়লাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ,
এই নামে পার হয়ে যাবে, পুলছেরাত* মমিনগণ।
চেতন নাই কোন চীজ এই নাম বিনে।
কোন চীজ দেখিবে তখন, ইল্লাল্লাহো কোথায় রয়।
ও তা জান্‌তে শুন্‌তে চাই,
কোন চিজে মোহাম্মদ নবীর দেহ আছে বিরাজমান।
এই নাম যে মুখে নিবে রে, আমি শুনেছি খবর,
সাত দোজখ তার হারাম কর্‌বে গফুর।
নামের মর্ম্ম জেনে শুনে কর তার নিরুপণ।
অধর মানুষ ধর, এবার রে বসে আছে যে জন,
পারের সম্বল গিরায় বেঁধে রে মন।
এ নাম সদায় রাখ প্রাণ, ধর ছোবহান,
ছিরু চাঁদ কয় অধীন পাঞ্জু কি কর্‌বে,
তোর চরণে সঁপেছি মন।

৯০

গুরুর পদে ডুবিয়া থাক, মন, মক্কা দেখতে পাবি,
এই মানুষে আছে মক্কা, কোন সহরে মন যাবি। †

*পুলছেরাত—তুলনীয়
চুলের সাঁকো তাতে হীরার ধার,
ভাস্‌ছেরে সেই তুফানের পর,
তাতে নজর হবে না
কোথায় দিবে পা সেই পথে।
[দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম পৃষ্ঠা ৫৭]

† অন্যতম আদি সুফীভক্ত আবু সইদ ইবনে আবিল খয়ের যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

Why have I not performed pilgrimage? It is no great matter that thou shouldst tread under thy feet a thousand miles of ground

মক্কা ঘরে যেই দুয়ারে রে, নমাজ পড়ছে পঞ্চনুরী,*
তিরিশ দানা পঞ্চ মাণিক দিয়াছেন নবী।
রোজা নামাজ আকবতের কাম, রে মন ভুলিলে বিনাশ হবি,
যারে পড়ছ নামাজ নাইকো নিহার সেজদা, কারে দিবি ?

৯১

গুরু পদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
গুরু রূপে দীন দয়াময়, অসময়ের বন্ধু সে হয়,
একিন মনে যে জন তারে ভজিবে।
গুরু যার হয় কাণ্ডারী, চলেরে তার অচল তরী,
তুফান দেখে ভয় কি তার, নীচে যেয়ে ভব পারে যাবি।
গুরুকে যে মনুষ্য জানে, তার অধঃগতি নরকে স্থান,
লালন বলে তাই ভাবিরে এমনি যেন না ঘটে,
মনরে আমার স্বভাব দোষে।

in order to visit a stone house. The true man of God sits where he is and the Bayatul Mamur [See E. J. Gibb's Ottoman Poetry Vol. I. P. 37] comes several times a day and night to visit him and perform the circumbulation above his head. p 62

[Vide Nicholson—Studies in Islamic Mysticism এবং হারামণি ২য় খণ্ডে ২৫ পৃষ্ঠার টীকা এবং Legacy of Islam. Edited by T. W. Arnold. Oxford. P 220]

* পঞ্চনুরী—হজরত মুহম্মদ, হজরত আলী বিবি ফাতেমা, হজরত হোসেন এবং হজরত হসায়েন।

তুলনীয়

এক তনে হয় পাঞ্জাতন।

[দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম পৃষ্ঠা

৯২

জানগে জিন্দা মরা, কোন্ কবরে আছে পাঁচটী মরা,
কোন কবরে হয় পুষ্করিণী, তাতে চড়ছে দুটি হরিণ-হরিণী,
কাঁদছে তারা মায়ার জন্যে, স্বাধীনে মরা কয় কথা।
কোন কবরে মরা ম'ল, কোন কবরে মাটী দিল,
কোন কবরে দফন কাফন সারা।
আউওয়াল কবর বাপের ছেরে, দৈয়ম কবর মায়ের উদরে,
ছেছরা কবর খাকের পরে, কোন্ কবরে সাধন ভজন সারা।

৯৩

গুরু মোরে এবার কর দম্ভের জয়।
স্ত্রী থাকতে পুত্র শত্রু, সাধু তারে বলা যায়।
মনের ইচ্ছা হয় সেই গুরুকে মারি, মনের দোষে নারি পারি।
সঙ্গে ছিল ছয়জন রিপু, হামেহাল সে দাগা দেয়,
গুরুর হস্ত পদে লাগাও দড়ি, বাহির করে লও প্রেমের ছড়ি,
এমন করে মার বাড়ি চার যুগে তার দাগ রয়।

৯৪

আমি জানি না কেমনে।
চার জনা কেমনে আইল সাধু তাই ভেঙ্গে বল।
শুনি আব আতশ খাক বাদ, এই চার জনা কে কোথায় ছিল ?
দুনিয়ায় ষোল জনা জীব, তুমি শুন দোস্তজী,
কোন সময়ে কোন রমণী করিল জাহির।

এই চার জনের এক এক গুরু, কে কাকে সাধিল,
যখন চন্দ্র গ্রহণ হয়, তুমি শুন দয়াময়,
কোন কালেমা পড়লে চন্দ্রগ্রহণ ছেড়ে যায়।
এবার চন্দ্র সূর্য্য একত্র মিলে, বল কে কাকে সাধিল,
ইহার এক এক জনার চার চার গুরু বল কি জন্য হ'ল

৯৫

ওগো নবীর আইন গম্য ভারী।
ওগো নবীর আইন গম্য ভারী ॥
ও তাই না জানিলে বিপদ হবে তাহারি।
নবীর নূরে ছারে দুনিয়াদারী,
জীব জন্তু আর কিয়া ভিখারী।
ও সে চক্ষু দানী হবে, নজর খুলে যাবে,
ব্রহ্মাণ্ডের খবর হবে গো তাহারি।
এক আইনে যারে বললে খোদ খোদা,
খোদা ছাড়া নবী নাইক জুদা, *
ও সে বীচে বিছমিল্লা, যারে কও আল্লা,
মণি কোঠার বারামখানা, গো তাহারি।
দেলবর শা দরবেশে কয় বাণী,
খোদা চন্দ্র হয়েছে ধনী, ও সে নবীর বারামখানা,
দিন কর ঠিকানা স্বরূপ বলে আমার দিন আখেরী।

* খোদা এবং নবী অভিন্ন, এই কথা বহু গ্রাম্যগানে পাওয়া যায়। উপরের ৯০ সংখ্যক গানেও এই কথা প্রবল। ইহা ভারতীয় মনোবৃত্তি এবং ইসলামের ধারণায় বহির্ভূত।

৯৬*

আমার এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে,
আমি দুই নয়নে একদিন তারে দেখলাম নারে।
নড়ে চড়ে ঈশাণ কোণে, আমি তারে দেখতে পাই না দুনয়নে,
ঐ দেখ ঘরের পূর্ব্ব কোণে কে রয়েছে।
ছয় লতিকা বল যারে, ঐ দেখ শ্রীমণ্ডলাতে ঘুড়ি ঘুড়ে,
ঐ ঘরের ছয়ে দিয়ে ভাগ, দশ করা তার পার,
ঐ দেখ সাড়ে চব্বিশ বন্ধে, ঐ ঘর ঠিক রয়েছে।
আপন ঘরের খবর হয় না, বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
ও সে পর কি পরমেশ্বর, কথা বলতে হয় তোমার,
আমায় কেউ বললে না একদিন নির্ণয় করে।

৯৭

ওগো নবীর সঙ্গে জগত পয়দা হয়,
সেই সে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়:
নবীর ভেদ না পেয়ে কাঙ্গি মণি,
ঘুচিবে মনের সন্ধি, দৃষ্টি হয় তার আলেক ফন্দি,
এ কথা কারে সুধায়।
আবদুল্লার ঘরে নবী জাহেরাতে শুনা যায়,
ও তার মূল দেহ কোথায় ছিল,
হোচ্ছেন চাঁদ দরবেশে কয়।

* এই গানটির একটী পাঠ হারামণি ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩৫।

৯৮

জান গো নূরের খবর আছে নিরাঞ্জন ঘেরা,
নূরে নবীর জন্ম হয়, সে নূর গঠিল অটলময়,
কান্দুরা নূর সাধিলে, নিরাঞ্জনকে যায় ধরা।
আছে নূরের সৃষ্ট নূর, সেই নূর গঠিল সুচতুর,
জীব যত :—
সে নূরের হয় মঞ্জিল মোকাম, সে নূরে খোদা,
যে দিন নিব্‌বে নূরের বাতি, ঘিরে নিবে কাল শমনে গালখানা,
লালন বলে পড়ে রবে খাকের জিঞ্জিরা।

৯৯

ও তরী ঘোল্লা পাকে ঘুরিতেছে,
ভব নদীর পারে যাওয়া প্রমাদ ঘটেছে।
নূতন করে বাঁধ্‌লাম হাল, তাও গেল ভেসে,
নূতন করে বাঁধ্‌লাম হাল, তাও গেল খসে।
এবার হাল মাঝারে বসে মাঝিরে, সাঁই বলে হাল ছাড়িতেছে
বানের মুখে গরল আছে, তাও শুনতে পাই,
একটী নদীর তিনটী ধারা, কোন ধারেতে যাই।
কোন ধারের জল উজান চলেরে,
ও মন ধারেতে গোল বাঁধিয়াছে।

১০০

অচিন মানুষের কথা।
বেতালিম বেমুরিদ হয় যে জন, তার কাছে মুরিদ বিধাতা।*

* ইহা অদ্ভুত। ইহার পূর্ব্বগানও দ্রষ্টব্য।

নিরাকারে ভাসলেন সাঁই, কোন মানুষ তার ছিল সহায়।
অচিন মানুষের কথা।
অচিন মানুষের কথা, সৃষ্টি করলেন সৃষ্টিকর্ত্তা।
স্ত্রী পুরুষে করে রমণ, অচিন মানুষের কথা।
রতি হারা হয় গো যে জন, দুই জনে কয় ইহার কেমন,
কোন মানুষ তার হরে ক্ষমতা,
কেউ বলে জানি খবর, আল্লা জের হয় নবী জবর
উজাল সাঁই কয় অধীন জহর না জেনে মুড়াসনে মাথা।

১০১

আছে দীন দুনিয়ার একজন মানুষ, আছে একজনা,
কাজের সময় পরশ মণি, অসময় তারে চিনলে না।
আলী নবী এই দুই জনে, কালেমা দাতা কলার জিনে (?)
বেহালিম সে অনেক জনে জীবের জীব হয়ে চিনলে না।

১০২

পাগলের বুলি বুঝবে কেমনে ?

ক্ষণে ভোলা ক্ষণে পাগেলা ক্ষণে থাকে রূপ নিহারে।
মনে মনে মন পাগেলা, ভাব মন পাগলের খেলা,
রহে রহে দুবেলা, পাগল কেমন সময় কোন বুলি ধরে।
পাগল ছিল শাহা মাদার, * দমগুমারে দেখে দিদার,
স্থায়ী অস্থায়ী ছিল না তার, পাগল বলে এ সংসারে।
পাগল ছিল পঞ্চানন, বাস ছিল তার শ্মশান বন,
সে জানে পাগলের মজা, ধরে মৃত্যুঞ্জয় নাম এ সংসারে।

* আমরা ইতিপূর্ব্বে শাহমাদারের উল্লেখ পাইয়াছি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় শাহমাদার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী, মাদারশা এবং ফরিদপুরের মাদারীপুর অঞ্চলের নাম লক্ষ্যণীয়। শূন্য পুরাণের "দম্বাদার" এই মাদার শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

১০৩

দীন দয়াময় ধরি পায় আমি তোমার বড় অবোধ ছেলে,
আমার অবোধের মন হয় না সুবোধ তাই ঘৃণা করিলে।
তুমি যারে কর হেলা, রাখালগণে মারে ঠেলা,
করে তাই হেলাশ ঠেলাশ, পথের কাঙ্গাল বলে।
বিধি যারে হয় গো বাম, ত্রিগুণ-ত্রিশূল ধাম,
সেই পাপী হরে ক্ষমতা দীন দয়াময় বলে।
আমি উপাই অপরাধী, আমার বল বুদ্ধি নাই চলিবার শক্তি,
দয়াল আজম চাঁদ তার গুণের নিধি তাই আমার করিলে।
হলাম সাধন শূন্য ভজন শূন্য, আপরা যাই বলে,
আমার দিনে দিনে দিন ফুরাল চরণ পাব বলে।

১০৪

যদি সাধ থাকে সাধনে।
নিক্তি ধরে ঠোকা মেরে, তিন কাঁটা কর সমানে।
বিন্দু বিসর্গ হলে, সাধন যায় রসাতলে,
গুরুত্যাগী তাইতে বলে, প্রাপ্ত ধন যায় ভজন গুণে।
সাধনের করণ ভারী, তাতে নাই কারিকুরি কারিকুরি,
আহা মরি মরি, যে জানে সেই জানে,
অতি তাড়াতাড়ি তুই কি পাইবি কৃষ্ণধনে ?
মহা ব্যাধি কি ভাল হয় মন তেলাকুচার স্বর্ত্তবানে (?)
কত জন সাধন সাধন বল নাহি ঘরে,
প্রকৃতি নিয়ে ঘুরে ফিরে, ভব ঘুরে বেড়ায় মনে মনে।
চণ্ডিদাস আর রজকিনী, সেধেছে দুই জনে।

তারা সাধন গুণে বৃন্দাবনে, প্রাপ্ত হল কৃষ্ণধনে,
আমার নাই জমাজমি, সকলই খরচ বুদ্ধি।
কুবুদ্ধি পাপের বুদ্ধি, করিলে সাধন সিদ্ধি নয়নে।
গোঁসাই গোবিন্দ চাঁদে বলে দিন কানা তুই লারাণে (—নারাণে)
বিনা হারা চোরের মত ইস্ ইস্ করে মরিস কেনে।

১০৫

শূন্য ভরে এক দারাক * পয়দা তা দেখে লোকে হাসে,
শিকড় কাটলে গাছ মরে না, ভাইরে আজব রং মরি হুতাশে।
গাছের উল্টা যাহার মূল, গাছের শিকড়ে দুই ফুল ;
ফুলটী হয় রত্ন সমতুল, ভাইরে দেখ সবে ঘরে ঘরে।
নীচে দুই চাকা ঘুরে, ছয় জন সেই রথে চড়ে,
জাইট সমতুল পড়বে খসে ভাইরে।
মথুরা ছাড়িয়া পালাবে,
শুনেছি রূপ গাছের মূল, সে গাছের মাসে মাসে ফুটে ফুল.
ভাইরে গাছের ফল ধরে ভিতরে।

১০৬

আমি কিরূপে পাব গুরুর শ্রীচরণ,
আমার হয় না সুদিন যায় না দুঃখের দিন

---

* দারাক—অর্থে বৃক্ষ। তুলনীয়
এক দারাকে পঙ্খপাখী।
[দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম পৃষ্ঠা ৬৯]

হারায়ে গুরুর বস্তু ধন,
দিনে দিনে দেহ তরী, পাপেতে হয়েছে ভারী, *
ভব পারে যাইতে নারি, কি করি এখন।
মায়াতে হয়ে বদ্ধ, শ্রীগুরুর চরণপদ্ম,
বিপদে মিশায় পদ প্রতিবাদী হয় ছয়জন।
মন রয়েছে রিপুর বশে, শমন ভয় এবার কিসের,
মদন মোহন কাম রসে হয়ে মগন।
হল না রে তোর সাধন করা, কি গুণে সাঁই দিবে ধরা,
হারাইয়াছি গুরুর বস্তু ধন।
যে হরি সেই গুরু, ভক্তের কল্পতরু,
কর্ণধার মন্ত্র গুরু, করিলে বীজ রোপণ।
বীজের অঙ্কুর হয় না পাতা, অযতনে শুকায় লতা,
গোবিন্দ মহির মাথা, বণিক চাঁদের এই বচন।

১০৭

পারের ঘাটে কভু মানুষ মারা যায়,
ঘাটে লাগায়ে তরী আশাধারী, আছেন মাঝি কিনারায়।
কামে রত যত জনা, পথ থাকিতে পথ পাবে না,
ঘাটে গিয়ে হবে কানা সেই সময়।
সেই তো নদী সরোবরে, সর্প কুম্ভীর কত চলে,
জীব জন্তু খাচ্ছে ধরে, সত্য বটে মিথ্যা নয়।

---

* তুলনীয় হারামণি ১ম পৃষ্ঠা ১১২
পাপেতে হইয়াছি ভারী রে
নৌকা শুকানেতে মরে রে

মানুষ মানুষ বল যারে, তারা কি আযোগে চলে,
সুযোগ কুযোগ দেখিলে দাঁড়িয়ে রয়।
তারা যোগে যোগে জাগিয়ে রয়।
গুরুর পদে নিহার দিয়ে, কুম্ভীরের পৃষ্ঠে পাও দিয়ে,
অনায়াসে পার হয়ে যায়।
মুরশিদ নাই যার সঙ্গের সাথী, এ জগতে সেই অনাথী,
ঘাটে যেয়ে যে দুর্গতি, তা বলিবার নয়।
তারা বেফরমাণি সাঁতার দিলে হাটু জলে,
খাবি খাবে কত শত, মরে যাবে কে করে তার নির্ণয়।
জোয়ার ভাটা সেই নদীতে, আমি জানি বিদিমতে,
জাহাজ নঙ্গর কত, তাতে মারা যায়।
গোপাল বলে মন বসনা, কোন জোয়ারে বয়?
তার সোনা কোন জোয়ারে আপন জানে,
হংস জলে দাঁড়িয়ে রয়।

১০৮

আল্লা তুমি বিনে আমার কেহ নাই, এই ভব সংসারে,
আল্লা তুমি সকল কাজের কাজী, নুর রূপে তুমি দেহের বাতি,
আবার সেই নুরেতে হয় রে আলো, এ তিন সংসারে।
আল্লা তোমার নামটী কাদের গণি, একমাত্র উপাস্য তুমি,
অন্তর্য্যামী মানুষ তুমি, আবার তুমি আছ জগত জুড়ে।
আল্লা তুমি আছমান তুমি জমিন, তুমি পবন তুমি পানি,
আবার হাওয়া রূপে আছ তুমি জীবের অন্তর বাহিরে।
আল্লা তুমি পাপ তুমি পুণ্য, তুমি হে জগৎ মান্য,
আবার ধর্ম্মরূপে আছ তুমি, এ মর জগতে।

আল্লা তুমি দিবা তুমি রাত্র, তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র,
আবার তুমি হও মহামন্ত্র, জীবের অন্তিম সময়ে।
ভেবে বদিওজ্জমান কয়, আল্লা তুমি ছাড়া কিছুই নয়,
সর্ব্ব জীবে আছ তুমি কেন মরি ভব ঘুরে।

১০৯

নবিকে ছফেদ করে নেও চিনে,
কোন নবির বার উফাৎ, কোন নবীর জীবের হায়াৎ,
কোন্ নবীর হল উফাৎ, মদিনে মদিনে।
আমি জান্‌তে আইলাম, ওগো সাধুর দ্বারেতে,
না বল্লে হবে না, সাধু, তা মানব না।
হবে না কাজের বিচার ঘুরিতে ফিরিতে,
আমি জানতে আইলাম ওগো সাধুর দ্বারেতে।

১১০

আশা করি বান্দিলাম বাসা, সে আশা হল নৈরাশা,
মনের আশা।
ও তোর আশায় এসে, ভবের মাঝে আমার এই হ'ল
ও দরদী তোর মনে কি এই সাধ ছিল।
বৃথা এলাম বৃথা গেলাম, পরার হাতে পরাণ স'পিলাম,
হইলাম দেনদারী এখন, খতের পৃষ্ঠে ওশুল দিয়ে,
শুরু সেও বাকী।
ও দরদী তোর মনে এই সাধ ছিল।

রাজসাহী জেলার মেয়েলী গান

১১১

"সাধু রে তুমি যাচ্ছেন বাণিজ্যে,
বান্দিয়া দিয়া যাও, আর্শি-আলা নত, কলকে-আলা বাজু।"
"সেমলাই রে বাড়ীতে থাকল চাকর আর নফর,
বান্দিয়া লইও আটচালা চৌয়ারী, বান্দিয়া লইও চার চালা চৌয়ারী।
সেখানে বসাইও সোনারে সারি সারি,
বান্দিয়া লইও আর্শি-আলা নত, বান্দিয়া লইও কলকে-আলা বাজু।'
"সাধুরে কি কথা বলিয়া গেলেন আমারে,
ঐনা কথাতে মন হৈল বেজার।
সাধুরে পর সোয়ামী, পর দুতুরার ফুল রে,
তুমি সোয়ামী কেশের মাথার তৈল।"

১১১ (ক)

ঘাটারী অবদে, ঘাটারী শাবদে,
কি হায়রে আল্লা মোল্লা সারি সারি!
কি হায়রে আল্লা খাশি সারি সারি!
তিওরি খিচিহু খিচুরি শাকাহু, খাতিল বা ভাজিল,
তেওড়ি ভিজিল।

কি হায়রে আল্লা অভাগীর কপালের দোষে !
কি হায়রে আল্লা অভাগীর নছিবের দোষে !
নদীর কুলে বৃক্ষ লাগানু কি হায়রে আল্লা ছাঁয়াই দাঁড়াবার আশে,
কি হায়রে আল্লা ছাঁয়াই দাঁড়াবার আশে।
পাত সে ঝরিল ডাল সে ভাঙ্গিল
কি হায়রে আল্লা অভাগীর নসিবের দোষে।
নগর বান্দিনু সাগর ছেঁচিনু, কি হায়রে আল্লা মণিক পাবার আশে,
কি হায়রে আল্লা মাণিক পাবার আশে,
নগর ছিঁড়িল সাগর শুকাল, মাণিক ও লুকাল,
কি হায়রে আল্লা অভাগীর কপালের দোসে।
কি হায়রে আল্লা অভাগীর নসিবের দোসে।
পরারই ছেলেক মানুস করিনু কামাই খাবার আশে,
কি হায়রে আল্লা কামাই খাবার আশে।
পরার ছেলে মরিয়া গেল কি হায়রে আল্লা অভাগীর কপালের দোসে
কি হায়রে আল্লা অভাগীর নছিবের দোসে।

—০—

১১১ (খ)

কেবল মিছা ধন্দবাজী গোসাঁইজী কি রঙ্গে বান্দিছ ঘরখানি।
চুল ত পাকিবে; দন্ত ত খসিবে, উজান পড়িবে ভাটি।
দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে, রঙ্গিয়ে দালানের মাটী রে,
সাঁইজী কি রঙ্গে বান্দিছ ঘরখানি।
আবাল কাল গেল হাসিতে খেলিতে যুবা কাল গেল রঙ্গে,
বৃদ্ধকাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে, গুরু ভজিব কবে গো।
সাঁইজী কোন রঙ্গে বান্দিছ ঘরখানি।

১১২

আগে আল্লাকে মান, পিছে রছুলকে চিন,
ও দেহ পাশ্ করে আন।
সোণার মানুষ, ও যে সোণার মানুষ, গিলটী করা,
সাধু নাম রেখেছে গোপনে, সাধু নাম রেখেছে গোপনে,
ভজ শ্রীচরণে।
ধরবি যদি অধর মানুষ, ঐ ধরবি যদি অধর মানুষ,
বাস কর গে শ্মশানে।
[illegible] বাস করগে শ্মশানে, ভজ শ্রীচরণে।
[illegible] ভজ শ্রীচরণে।

১১৩

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সে ত নদী নয়, অতি গম্ভীর হয়,
কাল মেঘের আড়ে যেমন বিজলী ছটা।
কাল মেঘের আড়ে যেমন বিজলী ছটা।
হায়রে মানুষ আলেগ লতা, আমার মন মানুষ দাঁড়ালে কোথা,
হায়রে মানুষ আলেগ লতা।
সেই মানুষের জন্য, নিমাই চাঁদ মুড়াল মাথা।
মানুষ আলেগ লতা, হায়রে মানুষ আলেগ লতা,
আমার ভাবের মানুষ রহিল কোথা, আমার ভাবের মানুষ।

১১৩ (ক)*

আল্লা নাম হয় না যেন ভুল, নবী দিনের রছুল, নবী দিনের রছুল।
আউওয়ালে আল্লার নূর, দৈয়মে তোবার ফুল, ছিয়মেতে ময়নার গলার হার
চোঠাতে ছেতারা নবী, পঞ্চমেতে ময়ূর।
নবী দিনের রছুল, নবী দিনের রছুল।
আব আতস খাক বাদের ঘরে, গড়িয়াছিল ধনী মাণিক মুক্তা হারে,
চার চিজে মৈথুন করে আদম কল্লেন থুল।
নবী দিনের রছুল, নবী দীনের রছুল।
নবী পঞ্চ তক্ত নামাজ পড়ে, সেজদা দেয় সে গাছের গোরে,
গাছ রহিল কোথায়, সেই গাছের মুল ঝুরিয়া পৈল, ডুনিয়া কল্লে পুল।
নবী দীনের রছুল, নবী দীনের রছুল।
আল্লার নাম হয় না যেন ভুল।
সেই নাম ভুল্লে পরে, পড়বি ফেরে হারাবি দুই কুল,
নবী দীনের রছুল, নবী দীনের রছুল।

১১৪†

মনের মানুষ তালাস কর রে মন,
তবে পাবে সেই রূপ দরশন।‡

* হারামণি ১ম খণ্ডের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ একটী গান দ্রষ্টব্য।

† আরও দ্রষ্টব্য গগন হরকরার গান

কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

[বাংলা কাব্য পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ

‡ তুলনীয়,

দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।
হারামণি ১ম পৃষ্ঠা ২-৩ দ্রষ্টব্য।

মনের মধ্যে আরাক মন আছে,
সেই মনের গঠন আছে, এই মনের সাতে।
ও ফুলের আগা কাটা, মাকরী ছাটা, মধ্যে আছে মহাজন,
মনের মানুষ তালাস কর রে মন।

১১৫

মানুষটী কোথায় পাওয়া যায়,
মনে প্রাণে রকা [=ঐকা] হয়ে, সাধন করতে হয়।
শুদ্ধ অনুরাগের করণ, কর, ওরে ও আমার মন,
করতে হবে রাগের করণ, দুই জনে করে রমন,
শুদ্ধ অনুরাগের করণ কর, ওরে আমার মন।
মাছ রাঙ্গার পাখী যেমন রয়,
[illegible]

১১৬

মানুষটী কোথায় পাওয়া যায় ?
চেতন হয়ে সাধন কর রসিক মহাশয়।
আম গুড়াগুড় বাদ্য বাজে, উর্দ্ধ পানে চেয়ে রয় ;
মমের মত আটা দিয়া লাগাও গুরুর রাঙ্গা পায়।
চিলের মত ছোঁ দিয়া, সে আপন বাসায় লয়ে যায়।
মানুষটী ঐ কোথায় পাওয়া যায় ?

১১৭

মনের দুঃখ বলব কি, যার জন্য হয়েছি যোগী,
বলব কথা মনে করে যাই, মনের মানুষ বিনে বলব কাহার সাঁই ?
আমার মনের দুঃখ মনে রৈল, আমি দেখব সেই মানের বাচ্চি,
যার জন্য হয়েছি যোগী।
ছুরা ইয়াছিনে * বলেছেন সাঁই,
তুমি আমি এ দুজনায় একেতে মিশাই।
আমি আর কত দিন সুজব সে ঋণ,
আমি জাল খতের দায় ঠেকেছি।
এস মাঝি করি নিবেদন, ত্রিসুর সাধু সেইত নিরঞ্জন।
কত ব্রহ্মা বিষ্ণু করে আরাধন,
তারা পেল না চরণ তার।

১১৮

ও মানুষ রত্ন ধন যত্ন করলে না !
মানুষ মানুষ বলিয়া ফিরি, ও তার রঙ্গ কেমন গঠন কেমন।
মানুষ কেন পরম পুরুষ সে পরশিলাম না।
ও মানুষ রত্ন ধন যত্ন করলে না।
ও যার রাজা কালা, প্রজা কালা, পাত্র কালা, মিত্র কালা,†
কালার ভাই কালা, সঙ্গে ষোল জন কালা।

* সুরা ইয়াছিন—কোরাণ শরীফের একটী সুরা।

† তুলনীয় হারামণি ১ম পৃষ্ঠা ২৪

কাণা কালা বোবারই কারখানা,
দেখে শঙ্কা হয় আমার।

দ্রষ্টব্য গোরক্ষ বিজয় পৃষ্ঠা ১০৮

আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কালা।

অধীন কুবীর বলে কালার দলে,
পেয়ে চরণ সাধিলাম না।
ও মানুষ রত্ন ধন যত্ন করলে না।

১১৯

ওরে গুরু বলে যার প্রাণ কাঁদে, তার তুলনা আছে বা কই,
আমি মন দিলে প্রাণ পেতে পারি,
সে মন আমি দিলাম বা কই!
গুরুর জ্ঞানে ভক্তের প্রেমতীরে,
নাম প্রেমে জগৎ বান্ধা উদ্ধার করিতেছে।
আমার অন্তরে বাহিরে গুরু,
আমি মন দিয়া ভজলাম বা কই?
আমার মন নয়ন যার কাছে গিছে,
সে বিনে প্রাণ বাঁচে না কই

১২০

গুরুর চরণ চিনে লওরে তারে,
ঐ এক মনের ঢেউ আসে লাগল যার অন্তরে,
বিনে দাঁড়ী বিনে পাল্লায় ও দরদী গো
সয়াল সংসার জ্ঞান করছে তিলে তিলে।
সোণাতে সোহাগা মিশায়ে ও দরদী গো
দেখরে সোণা এক রঙ্গ ধরেছে,
ওমনি মনের সোণা লও গলায়ে।

১২১*

মনের অনুরাগী পোষা পাখী আমার গিয়াছে উড়ে।
যখন পাখীর মন ছিল সরল, ফাকি দিয়া কাট্যা গেল,
তিন পেঁচের শিকল।
ফাতেমা তোর পায়ে ধরি, আমার পাখী দাও ধরে।
মনের অনুরাগী পোষা পাখী আমার গিয়াছে উড়ে।
পাখীর মাথে ময়ূরের পাখা, গৌর বরণ সেই না পাখা,
চোখ দুইটী রাঙ্গা,
হিঙ্গুল বরণ সেই না পাখী, দেখলে মুনির মন ঝুরে
মনের অনুরাগী পোষা পাখী আমার গিয়েছে উড়ে।

১২২

অধরাকে ধরতে পায়, কই গো তারে তার।
আত্মা রূপে ঘুরে ফিরে মানুষ ধরায় কলের পর।
ঘাট ছাড়া অঘাটে রাজে, বাবা, পথ ছাড়া অপথে চলে
ক্ষেণে আকারে, ক্ষেণে নৈরাকারে ক্ষেণে ধরা থাকে ক্ষেণে অধর।
প্রেম লোভে হেলে হেলে, প্রেমে বিষ দিলে,
প্রেম জ্বালাতে অঙ্গ জ্বলে বিষম বিফল আমার।
এনাত চাঁদের গুপী যন্ত্র, করে ফস ফস।
বাজেনা বুজেনা করে ঠস্ ঠস্।

* তুলনীয় দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম পৃষ্ঠা ৫২
ওসে পলক ভরে ভবপারে যায় সে নিরিখ ধরে।
আরও তুলনীয়
খাচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দি তার পায়।
গোরা—রবীন্দ্রনাথ]

১২৩

পাকে পাকে তার ছিড়ে যায় দৌড়াদৌড়ি সার।
মনের অনুরাগ তরীতে একান্ত চিত্তে সোয়ার হওরে মন।
ছয় রিপুরে বশ করিয়ে আল্লার নামের পেরাগ দাও আটিয়ে,
তরীর কর সৃজন।
ও মনের হিংসা নিন্দা কাটে গুড় আটো,
তোমার রাগের কর পাটাতন,
শার্দ্দি দিয়ে ছই বানায়ে নাড়িতে গুণ মস্তুল গাড়ে,
কপির কর সৃজন।
এবার চল ধর্ম্মের নামে বাদাম দিয়ে যথায় রে মানুষ রতন।
মানুষ রত্ন জনা, কাঁচা সোণা,
চর্ম্ম চোখে তা চিনলাম না, সুভাব থাকিতে।
মনের উর্দ্ধ রতি জ্বালাও বাতি
তবে ঘুচ্‌বে মনের অন্ধকার।

১২৪

এস গুরু হৃদয় মন্দিরে,
বসে গান কর মধুর সুরে,
আমার দেহ কর সচেতন।
সকাল বেলা মেঘের আশা,
গুরু অমনি জানি আমার দশা।
তুমি সদাই থাক আড়ে আড়ে,
দেও না চরণ দরশন।
প্রভাতী চাতকী হয়ে,
ও গুরু বিষয় পেয়ে রইলে ভুলে,
ভব সিন্ধু বারি দিয়ে,
তৃষ্ণা কর নিবারণ।

১২৫

গুরু যা কর সে ভাল !

অনিত্য সংসারে এসে কাঁদতে জনম গেল ॥

তোমার নাম ল'য়ে কলঙ্ক ঘরে ঘরে ।

আমি কোন হিল্লায় দাঁড়াব ॥

আমি হ'তেম গুরুর ভালবাসা

ফল্‌তো কিছু ফল ॥

আমার নাই অন্য আশা, কেবল গুরুর চরণ ভরসা ॥

আমি ধার ধারি না কারো ॥

আমার দেহ ধন পরিজন, সকলি তোমার ।

তুমি হে জগত স্বামী, যত কৈফৎ জান তুমি,

তুমি সর্ব্ব পারাবার ॥

আমার মুর্শিদ চাঁদের চরণ বিনে,

আমার নাই কোন সম্বল ।

১২৬

কেমন ক'রে আল্লা পাব তোমারে,

ভজন সাধন জানিনা, চরণ দেও দয়া করে ॥

পালিতে পাষণ্ড দেহ, আল্লার প্রতি হয় না স্নেহ,

বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল, আমি মরব কোন কাজে ॥

গুরু শিষ্য এক আত্মা শুনি, মিলন হয় তারা কিসের জন্যে,

কোন কার্য্যে চক্ষুদানী, মুর্শিদ বল আমারে ॥

চাতক রইল মেঘ ধিয়ান, অন্য বারি করে না পান

ফকির লালন কয় জগৎ প্রমান, ও সাঁইসিরাজ যা করে ॥

১২৭

মনের মানুষের কি আকৃতি, এ দেহের কোনখানে আসন।
তুমি মন মন কর সর্ব্বক্ষণ আপনাকে ঠিক জেনে
পরকে কর জিজ্ঞাসন ॥
মন পবন এরাই দুইজন, তারাতো ধড়ের মহাজন,
ধড় ছাড়া হ'লে পরে, খালি ধড় কি আপনি চলে,
নিরিখ নিরূপণ ॥
তার নয়ন চলে আগে আগে, কলের ঘরে মন পবন।
শুনি তার নাই উপাসনা, সে কারো দোহাই মানে না ॥
ভাইরে লাশরিকালা বলছে ঐ জনা,
জগতে তার তুলনা, সে কারো সঙ্গে মিশেনা ॥
তারা পাঁচজনে এক তারে খেলে, ছবি নাচাচ্ছে যেমন।
স্বরূপের নাই বুদ্ধিবল, সে হইয়া অচল,
দিলবর সাঁই গুণের নিধি, সে মোরে চালায় যদি,
আকবতে হ'তে পারি রাগের ভূষণ ॥
রাগ ছাড়া কিছু হবে না ভাই, রাগের কর নিরূপণ ॥

১২৮

মস্ত আশাকি জনা, আছে এ দীন দুনিয়ায়,
নাম জপেনা কাম করে না,—সদাই দেল আশক দেওয়ানা।
তারি কাছে সাঁই রাব্বানা, থাকে মদত সদায়।
শুঁই ছিদ্রে চালায় হাতি, বিনা তেলে জ্বালায় বাতি।
কখন হয় নিষ্ঠারতি, স্থায়ী অস্থায়ীতে রয়।
আশকীর হজ্জ নামাজ, তাতে রাজি হয় বেনিয়াজ
ফকির লালন করে শেরেকের কাজ দিয়া হিন্দুর দায় ॥

১২৯

তোর মন যদি তুই না চিনিস, পরকে চিনবি বল কেমনে।
পরকে চেনার বাঞ্ছা কর, আত্ম তত্ত্ব শিরে ধর,
বারকার ঘর কি ত্বরে পর, দেখবি রে তুই পাপ নয়নে ॥
অজপারে নিহার কর, তালা মেরে আছে দর।
বিদ্যুতের ঘরেতে আলো, দেখবিরে তুই অধর জনে,
কালাচাঁন পাগলে বলে, ধোকা খাবে দেখা পেলে,
খেলে সুধা যাবে ক্ষুধা চরণ বিনে আর
জানবে কেনে ॥

১৩০

পার নিহেতু সাধনা করিতে, তবে যাও না ছেড়ে,
জরা মৃত্যু নাহি যে দেশে।
নিহেতু সাধক যারা, ও তার করণ খাঁটি জবান সারা
রূপ সেথা কেটে তারা, চলেছে পথে ॥
ভক্তি ভাবে রেখে হৃদয়, মুক্তির পথে যাচ্ছে সদায়,
তবে হয় প্রেমের উদয়, সাঁই রাজি যাতে ॥
তুমি সমজে সাধন করো ভবে, এবার গেলে আর কি হবে,
লালন কয় পারবি তবে লক্ষ্য জানিতে।

১৩০ (ক)

যে রূপে সাঁই, বল আছে মানুষে।
শুদ্ধ শাস্ত রসিক হ'লে পাবে তার দিশে

তালার ভিতরে তালা, তার ভিতরে আছে কালা
ঝলক দেয় সে দিনের বেলা শুধু রসেতে ভাসে।
নও মোকামে আছে সে কথার গম্য ভারি
ফকির লালন কয় সে দ্বারের দ্বারী আদি মাতা সে।

১৩১

আগে আব হায়াত * নদী লও চিনে,
ডুব্‌লে কি হয় সেই তরঙ্গ বিনে সাধনে।
চান কুটুরী জোয়ার ভাটা, বয় সে নদীতে,
এ নদীর মিলন হল, ঐ নদীর সাতে।
দেখ মন গম্ভীরে, হায়াত আনিবারে,
খানিক রয় ভাঙ্গার পরে, রাখে গোপনে।

---

* আব হায়াত—Water of life,
তুলনীয়—Diwan-i-Shamshi Tabriz.
Ab-i-hayat ast ishq, dar dil wa janast Pazir.
Love is the water of life ; receive it in thy heart and soul. P. I.
[A Dictionary of Quotations (Arabic and Persian) by Claud Field. London, 1911.]
Az abi-shar safar kun basue ab-i-hayat.
Travel away from the bitter stream towards the water of life.
Ibid. P-50.

উপরে তার উজ্জল বরণ, টুঙ্গির* নীচে পানি,
একটা অমৃত জলের ঝরণা, নীচে লোক তার মানি।
জ্ঞান ময়ূরের পৃষ্ঠে দেখা,
ত্রিভুবন হয় তার আলো কিরণে।
বড় যোগ ধরে নৈরাকারে, সে করে সাধন।
অবশ্য সদাই বলছে সেই আছমদ্দি ভজন সাধন
সিদ্ধি অমূল্য শিগি সেই নিরাঞ্জনে

১৩২

ত্রিপিনের ঐ পিছল ঘাটে মন,
সদাই কাম কুম্ভীরে আগমন।
বারে বারে করিরে মানা,
ও ঘাটেতে নাম না ভাই বলি রসনা।†
মণি মগজ লিবে টেনে, হারা হবে পিতৃধন,
যখন নদীর ভাটা জোয়ার সময় জেনে।
বাঁধ বাঁধলে মীনকে ধরা যায়।

* টুঙ্গী—কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত উচ্চ স্থান। তুলনীয় কামটুঙ্গী, জলটুঙ্গী। মৈমনসিংহ-গীতিকায় এই শব্দটী বহুল ব্যবহৃত।

তুলনীয়

একদিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে।

চৈতন্য চরিতামৃত।

রঙ্গ বিরঙ্গ টঙ্গি কারে দিয়া গেলা।

[গোরক্ষ বিজয় পৃঃ ১৭৩]

† অধীন আলেক বলে না ডুবিলে কি রতন মেলে।

[হারামণি ১ম পৃষ্ঠা ১৫।]

নদীর জল শুখালে মীন পালাবে
পস্তাইবে তাই সকল।
সিঁরাজ সাঁই তাই কয়রে পাঁচু শুন,
ডুবারু যারা পাবে তারা,
তোর কপালে ঠনাঠন।

১৩৩*

দোকানী ভাই দোকান সার না, আর কত করবে বেচাকিনা।
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মসলা চোর ছ জনে নিল।
ও তোর ঘরের মাঝে সিঁদ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না,
পরেরে ঠকাতে গিয়ে নিজের ঠকালি
যা ছিল তোর আসল টাকা সব খোয়ালি।
ও যে মহাজনের কি করিবি, তাগাদার দিন বল না।
ফকির চাঁদ কয় ফিকিরের কথা
এখন মহাজনের স্মরণ নিয়ে জানাওগে ব্যথা।
তিনি বড় দয়াল শুনলে আহওয়াল তোর নিদয় হবেন না।

১৩৪

পোড়ামুখী কলঙ্কিনী রাই লো।
তোর মতন কেও কুলমজানী গোকুলেতে নাই লো।

---

* তুলনীয়—আনেছিলি বসে খালি,
মহাজনের মাল ফুরালি,
হিসাব কালে লবে বুঝে।
[দ্রষ্টব্য হারামণি ১ম পৃ ৭০]

যমুনার জল আন্‌তে গেলে,
রসের খেলা কদম তলে, (হায় লো)
দেখে এসে লোকে বলে,
সকল শুনতে পাই লো।
খাওয়াইয়ে পাগলা গুড়া !
পতিকে করেছিস্ ভেড়া (তুই লো)
দাদার মুখে নাইকো সাড়া,
বুক বেড়েছে তাই-লো ॥
ওলো রাধে রাজার মেয়ে,
ভুলে গেলি রাখাল পেয়ে, ছি লো।
খাস দৈকে ফেলে দিয়ে, কাপাস খেলি তুই লো ॥
আ মরি কি রূপের ছটা,
কয়লা হ'তেও ময়লা সেটা, (হায় লো)
তার সঙ্গে তোর প্রেমের ঘটা,
লাজে মরে যাই লো ॥
আঁকা বাঁকা অঙ্গখানা,
ভঙ্গী দেখে যম ছুঁয়ে না, (তায় লো)
দাস পীতাম্বরের সেই সাধনা, করিছে সদাই লো ॥*

১৩৫†

রসিক সুজন তোমরা দুজন বসে আছ কোন আশে
একটী কন্যা সতী ছিল, বিপাকে তার মৃত্যু হ'ল,
মরা নারীর গর্ভ হল, এই ছিল তার কপালে।

---

* Full Text of Mr Amarendra Nath Roy's collection.

† এই গানটী হিঁয়ালীপূর্ণ। ইহার অর্থ ভেদ করিতে পারা গেল না।

যখন নারীর মাংস পচে, ছেলে তিনটী হেসে আসে,
তিন ছেলে তিন দেশে গেল, বড় ছেলের নাম কাদের গণি
মাঝের ছেলের নাহি জানি, ছোট ছেলের নাম চিন্তামণি
সদাই চিন্তা করতেছে।

১৩৫ (ক)

মন তুমি মায়ার বশে ভুলিও না,
মনের বাঘে না খাইলে বনের বাঘে খাবে না।
কত দেবদেবীগণ তুলসী মানে,
কুকুরে করে প্রসাব পানা।
আছে রংপুরে এক রঙ্গের মানুষ,
দিল্লীর খবর রাখে না।
দিনাজপুরে যা'রে মন দিনের কর ঠৈকানা।

১৩৬*

চিনায়ে দে গুরু ধন, চিনায়ে দে।
জলের তলে তালের গাছটী, তারি তলে চিতে,
মায়ে পুতে যায় সহমরণে দাঁড়িয়ে দেখে পিতে।
উত্তর হতে আইল সাধু রামাবলী [=নামাবলী] গলে,
(ওরে) এই সাধুটী ম'লে পরে শ্মশান হবে কোলে।
দক্ষিণে তার পা দুখানি উত্তরে তার মাথা,
(ওরে) পূর্ব্ব দিকে হস্ত দুখানি পশ্চিমে কয় কথা।

* এই গানটীও হেঁয়ালীপূর্ণ। অনুরূপ একটী গান হারামণি ১ম খণ্ডে রহিয়াছে।
দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮

গাই বিয়াল মধ্য গাঙ্গে, কুমীর বিয়াল চরে,
(ওরে) সেই কুমীর ধরে খা'ল দাঁরকার পোনা মাছ
রৌদ্র তাপে উঠান ঘামে, আসন গেল স্রোতে,
গঙ্গা ম'ল জল পিপাসে ব্রহ্মা ম'ল শীতে।

১৩৭

কোথায় হে কাঙ্গালের হরি কোথায় আয় আয়।
তোমার ডাকলে কি আর পাব হরি চাঁদ ॥
ঐ পারে এক ফুলের গাছটি ফুল ফুটেছে সাদা
(ও সে) কোন ফুলে হয় যুগল মিলন কোন ফুলে হয় রাধা

১৩৮

একটি ফুল ফুটেছে কদম্ব ডালে যমুনা আলো ক'রে।
একটী কদম্বেরী চারা ও তার চারি পাশে বেড়া
ডাল ছেড়ে ফুল ফুটেছে বাড়ে
গোসাই নীল কণ্ঠ কয় ফুলে কিবা হয়,
এ ফুলে সাধু জনার মন মজেছে।
গোপাল একা পুরুষ তিনি ও তার ষোলশ গোপিনী,
তারা ঐ চরণের দাস হয়েছে।

১৩ .

গুরুর চরণ ভজব বলেরে মনে আশা ছিল,
আশা নদীর ঘাটে বসেরে, ভাবতে জনম গেল,
রে মন!

---

* এই গানের অন্য একটী পাঠ পাওয়া গিয়াছে। উহা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

আশা বৃক্ষ রোপন করে, আমি বসে রলেম বৃক্ষমূলে রে,
সে ফল পাব বলে।
আশা ফল না ফলিতে রে, আশা বৃক্ষের মূল ভাঙ্গিয়া পড়ল
রে, মনে!
অনেক দিনের পাড়ি, মাত্র বেলা দণ্ড চারি রে,
পাড়ি কিসে পারি দিতে রে, অবেলায় ধরেছি পাড়ি রে,
আমার জীর্ণ তরী, কিনারা লাগাও রে মনে।
চাতক রল মেঘের আশে, মেঘ বর্ষিল অন্য দেশে রে,
চাতক বাচে কিসে, জল বিনে চাতকী ম'ল, ঐ মেঘের আশে,
রে মনে!

১৪০

চারু আমার ছোট ছেলেরে জলকে যাবে না,
জলে আছে কুলুম লতা গো কলস ডোবে না।
জলে ঢেলে জল আনতে গেলে, আসান মিয়ার ঘাটে
আসান মিয়া দাঁড়িয়ে আছে ঐ কদম তলে।
ঢাকায়েতে দেখে এলাম রে হায় রে সাধের তাঁতী
আমার নামে নিয়া আসবে ঐ নীল প্যারা ধুতি।

১৪১

রাধে গো তোর সাধের মরা লেগেছে ঘাটে,
মরা নয় ছলনা করা, নারীর প্রাণে দগ্ধ করা
জীয়ন্তে মরা।

নাকে ঘুমটা দিসনে রাধে, নামগে ঘাটের এক পাশে,
মরারে তোর বাড়ী কোথায়, ঘাটে এসে লাগল মাথা,
মাথা কয় কথা।
নদে জেলার পণ্ডিত এসে, মরার বিধান করলে বসে,
তিল তুলসী গঙ্গাজলে, ও মরার দেওগো পিণ্ডি গয়াতে।

১৪২

আমার জঙ্গলা গোঁসাই করগ সাধন।
ও গোঁসাই দিনে থাকে জঙ্গলে বনে,
হায়রে গোঁসাই রাত লাগলে বারা'য।
ও গোঁসাই কচু ঘেচু সেবা করে রে,
হায়রে গোঁসাই আরও কিছু চায়।

১৪৩

মন আমার অল্পজলের তিতপুঁটি।
খল্‌সা পুঁটি টেংরা তিন জনা,
অল্প জলে বাস করে,
প্রেমের ধর্ম্ম জানে না।
রুই কাতলা তারা থাকে গভীর জলে,
দিন অন্তর ছাড়ে এক ভুঁটি;
আড়া চাকির জল শুকাল টাকীর ম'ল ভুরকুটী*।
রণের ঘোড়া দৌড়িয়ে বেড়ায়
মরার সময় ছটবটি।

---

* ভুরকুটী—ভ্রূকুটী নহে—ভৃকুটী হইতে উৎপন্ন। অর্থ ভেঙচান, অঙ্গভঙ্গী করা।

১৪৪

নিতাই আমার পরম দয়াল, জীবকে হরির নাম বিলায়,
ও নিতাই জাতের বিচার করে না রে, জীবকে হরির নাম বিলায়,
হরি নামের তরী নিতাই কাণ্ডারী
হরি নামে তরী বহে যায়।
নিতাই অদ্বৈত তাহার সহিত নিত্যানন্দ রসনা,
লয়ে গদাধরে, এস কোলে করে, হেরিয়ে তাপের প্রাণ জুড়াই।
উজান বাতাসে, মনের উল্লাসে সাধু মহাজন পারে যায়।
আয় আয় তোরা কে কে যাবি।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে জীবকে হরির নাম বিলায়!

১৪৫

আগে বল্লাম গুরু ভজরে মন,
ভাই বল, বান্ধব বলরে মন,
শ্মশান ঘাটে লয়ে যায়ে জ্বলাবে আগুন
সকল অঙ্গ থাকতে রে মন!
তোর চাঁদমুখে দিবে আগুন।

১৪৬

এ নাম ভুলনা যেন দাসীরে, দয়া যেন থাকে অন্তরে,
ও তোর নীল শাড়ীখান ভিজে গেল দুই নয়নের নীরেরে।
ও তোর রাধা নামের সাদা (= সাধা) বাঁশী, রাধার বোল
আর বলে না।

১৪৭

এস গৌর নিতাই, তোমরা দুভাই,
ও এস বস আমার কাছে।
বড় ভয় পেয়ে তোমারে ডাকি,
হায়রে গৌরাঙ্গ এস আমার কাছে।
আসিলে আনন্দ হবে, এস আমার কাছে,
বাহুতে চাঁদ ধর্‌ব বলে, হায়রে যে চাঁদ গগনে ছেড়ে গেছে,
যমের হাতে দেখলাম হায়রে যম কি বেঁধে লইতে আসে।

১৪৮

এস এস বস কাছে, বস লো রাজনন্দিনী,
ধর ধর খোপায় পর পারিজাত পুষ্প গন্ধিনী।
আহা এই যে সহচরীর মধ্যে তুমি যে কেবল রূপসী,
আহা এই যে পুষ্করিণীর মধ্যে তুমি যে কেবল উপাসী।

১৪৯*

চারটা মেয়ের হয়নিরে বিয়া, একটী সন্তান চারজনার,
আমি বুঝলাম মিয়ার [—মেয়ের] অধিকার।
একটী মেয়ের হুজুর যে এনেছে দুনিয়ার ভার,
ওরে সেই মিয়াটীকে সাধলে পরে কার্য্যসিদ্ধি হবে তার।

---

* চারিটী মেয়ে—সম্ভবত আব, আতশ, খাক, বাদ। —ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎকে বুঝাইতেছে। এই সম্পর্কে মলকুত, জবরুত, লাহুত এবং লাহুত তুলনীয়।

একটী মেয়ে—জীবাত্মা।

আর একটি মিয়ার মুখে অগ্নি দেখে লাগে ভয়ঙ্কর,
ওরে সেই মিয়াটিকে সাধলে পরে হায়াত বৃদ্ধি তার।
আর এক মিয়ার বুকে পাষাণ দেখে লাগে ভয়ঙ্কর,
ওরে সেই মিয়াটিকে সাধলে পরে বাক্য সিদ্ধি তার।
আর এক মিয়ার নৈরাকারে ভেসেছিল ডিম্বের আকার,
ওরে মিয়াটিকে সাধলে পরে ফুল শয্যাতে হবে বাস তার।

১৫০

কি অপরাধ করেছি সাঁই তোমারই দরবারে,
আমি যদি না পাপ করি কিসে যাব দরবারে ?*
নীরোগী ঐ বৈদ্যবড়ি খাওয়াইতি কারে ?
কাকের বাসায় কোকিলের ছা বন্দী কারাগারে,
জ্ঞান হলে যায় না তারা, অমনি উড়েন ছাড়ে,
শামুকের মধ্যে মধুপোড়া, কাণা খোঁড়া কি জানে।
তেল মাথায় ঢালছে রে তেল, যথা উচিত ধারে,
অতেলারে দেয় না রে তেল, অনেক লাগবে বলে রে।

১৫০ (ক)

আল্লা আল্লা বল বান্দা-সকল বল বল এই বেলা,
পিপাসা ছুটিবে টুটাসা (?) মিটিবে আঁধারে ঘুচিবে জ্বালা।

---

* তুলনীয়

If grace be grace, and Allah gracious be
Adam from paradise why banished He ?
Grace to poor sinners shown is grace indeed
If grace hard-earned by work, no grace I see.
[Omar Khayyam by E. H. Whinfield. Quatrain no. 120.]

১৫১

ক্ষেপা ঘুমিয়ে রইলি, ঘণ্টা প'ল, টিকিট কই নিলি।
ঐ দেখ বেড়িয়াছেরে ভাই সত্বরে সমত্য হয়ে,
সময় নাই ত আর।
এবার পড়বে পাকা, হবে ভেকা, ওরে বোকা তাই বলি।
গাড়ীর গার্ড সে গোলকপতি, ধন্য বলা যায় চল ইঞ্জিল,
চাপায়ে দিয়ে,
জীবকে চালায় সমুদয়।

১৫২

(নদের চাঁদ কুমীরের গান।)
তোরা শুন সবে ভাই সকল, গোয়ালন্দের দক্ষিণেতে ফুলতলার বন্দর।
ও নদের বাপে কান্দে, ও নদের চাঁদ, তোমায় লয়ে থাকব বসে
ফুল শয্যার পরে।
ও নদের ভায়ে কান্দে, ও নদের চাঁদ, একবার দাদা বলে আয় কোলে,
তোমায় লয়ে কর্‌ব খেলা ঐ ঘরের তলে।
ও নদের বোনে কান্দে, ও নদের চাঁদ, একবার দিদি বলে আয় কোলে,
তোমায় লয়ে করব খেলা ফুলশয্যার পরে।
ও নদের বৌ'য়ে কান্দে ও সোনার পতি,
পতি আমার গতি কি হবে?
ছয় মাস হল হয়নি দেখা শিয়রের পরে।
ও পতি শিখলি মন্ত্র, খাটালে জন্মের মনে,
পতি আমার জলের কুমীর হইয়াছে।
ও নদের ওস্তাদ কাঁদে ও নদের চাঁদ, একবার ওস্তাদ বলে আয় কোলে
ছয় মাস অন্তর ভান হবে নিপুর (?) যাবে না।

১৫৩

কোন্ বা দেশে রইল গৌর চাঁদ, আমি দান করিব দেহখান,
গৌর তোমারি লাগিয়ে যোগিনী সাজিব, আমি রাখব না আর কুলমান।
ও যেমন কাপাসের তুলা বাতাসে উড়ে গো, ও গৌরাঙ্গ
সেই মত উড়ালে আমারে।
যেমন জলের উপরে শেওলা ভাসে গো ও গৌরাঙ্গ সেইমত
ভাসালে আমারে।

১৫৪

আজ আমার কাদা মাখা সার হ'ল,
কি ক্ষণে বিল গাবালাম,
ডাঙ্গায় খালই হারালাম।
ভূতের বেগার খাটিয়া আ'লাম
উপায় কি আমার বল।
এ ধর্ম্ম মাছ মারব বলে, নামলাম জলে
ও ভক্তি জাল ছিঁড়ে গেল।

বারমাসী

১৫৫

শান্তির বারমাসী *

ভাদরে আউলাল নারীর কেশ, আশ্বিনে বরিষার শেষ,

কার্ত্তিক মাস গেল নারীর কাতরে কাতরে, ওরে কাতরে।

ঘরের সাধু দূরে যায়, মন লাগে মোর উদাস হয়,

মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আয়, জলদি আয়, জলদি আয়।

কত পাষাণ বেধেছে সাধু, বৈদাশে, বৈদাশে, বৈদাশে।

আগন মাসে ক্ষেতে পাকা ধান, পৌষমাসে গেল নারীর

লায়রে লায়রে লায়রে।

মাঘ মাসের জার নারীর মন্দিরে মন্দিরে, ওরে মন্দিরে,

ঘরের সাধু দূরে যায়, মন লাগে মোর উদাস হয়।

---

* তুলনীয়ঃ Bărămăh is an account of the twelve months of the Panjabi year. The poet describes the pangs of divine seperation in each of these months. At the end of the twelfth month he relates the ultimate union with tho Almighty. Almost all the Sufi poets have composed a Bărămăh. PXXIII. Panjabi Sufi Poets by Lajwanta Rama Krishna. Oxford, 1938.

'বারমাসী' [দ্রষ্টব্য চট্টগ্রামের পার্ব্বনী, ১৩৪৫] সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বিবরণী এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে প্রদত্ত হইবে। গোরক্ষ বিজয়ে (পৃষ্ঠা ১৪২—৪৪) একটী বারমাসী পাওয়া যায়। এতৎব্যতীত নিম্নলিখিত বারমাসীগুলির নাম পাওয়া যায়। (১) সীতার বারমাসী, (২) রাধিকার বারমাসী, (৩) কৌশল্যার বারমাসী, (৪) রামচন্দ্রের বারমাসী, (৫) দকিনার বারমাসী, (৬) মেহের নেগারের বারমাসী, (৭) জয়গুনের বারমাসী, (৮) নিমাইচাঁদের বারমাসী, (৯) বিভার বারমাসী, (১০) সখীর বারমাসী, (১১) বদুনাথের বারমাসী, (১২) খুলনার বারমাসী ইত্যাদি বারমাসী চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করিয়া প্রাপ্তব্য। [দ্রষ্টব্য প্রাচীন পুঁথির বিবরণ—আ, করীম]

মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আয়, জলদি আয়, জলদি আয়।
কত পাষাণ বেধেছে সাধু বৈদাশে বৈদাশে, বৈদাশে।
ফাগুণ মাসে রোদের জ্বালা, চৈত্র মাসে নারীর শরীর কালা
বৈশাখ মাসে গেল নারীর অঙ্গে বায়, রঙ্গে বায় রঙ্গে বায়।
ঘরের সাধু দূরে যায় মোর লাগে, মোর উদাস হয়,
মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আয়, জলদি আয়, জলদি আয়।
কত পাষাণ বেধেছে সাধু বৈদাশে, বৈদাশে, বৈদাশে।
জ্যৈষ্ঠমাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ়ে বরিষার জল,
শ্রাবণ মাসে গেল নারীর সায়রে, সায়রে সায়রে।
ঘরের সাধু দূরে যায়, মন লাগে মোর উদাস হয়,
মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আয়, জলদি আয়, জলদি আয়,
কত পাষাণ বেধেছে সাধু বৈদাশে বৈদাশে, বৈদাশে।

১৫৬

ফুলের বারমাসী

ও সখি হে ! এইত চৈত্রমাসে কৃষাণ মারে হালি।
বান দিয়া তোলে কন্যা, এ জালি কুমুরী,
জালি নয়, কুমুরী নয়, ফল বাসি খাব,
এ জালি কুমুরী অনষ্ট নারীর ভোগ, লৌ ফুল রায়।
ও সখি হে এইত বৈশাখ মাসে গাছে পাকা সেওয়া (?)
হারা [—সারা] কোণে মেঘ লাগালো গর্জ্জে আ'ল দেওয়া।
আসুক আসুক, সাধু, বর্ষুক পঙ্কধারে, লৌ ফুল রায়।
ভিজিতে ভিজিতে সাধু আসুক নিজ ঘরে।
ও সখি হে ! এইত জ্যৈষ্ঠ মাসে, গাছে পাকা আম,
আম খাব, জাম খাব, খাব গাভীর দুধ,
প্রাণের সাধু ঘরে নাই করিব কৌতুক ! লৌ ফুল রায়।

ও সখি হে ! এইত আষাঢ় মাসে, আষাঢ্যা মণ্ডা খাও (?)
সে কেমন কামিনী তার মুখে নাই রাও।
মুখে নাই রাও কামিনীর চোখে নাই ঘুম,
কে মোর কাড়িয়া নিল আবালের গাবিণী, লৌ ফুল রায়।
ও সখি হে ! এইত শ্রাবণ মাস, শাউনা মণ্ডা খাও
এহেন সুন্দর কন্যার কোলে নাই ছাওয়াল।
ভালই কথা ক'লি সাধু, লইল মোর মনে
বেগর পুরুষে ছাওয়াল জন্মিবে কেমনে, লৌ ফুল রায়।
ও সখি হে ! এইত ভাদ্রমাসে গাছে পাকা তাল
নগর মাগিয়া খাব হাতে করে থালা,
হাতে করে থাল, গলায় জড়ে কেঁথা
নগর মাগিয়ে সোয়ামী পাব যথা লৌ ফুল রায়।
ও সখি হে ! এইত আশ্বিন মাসে নব দুর্গা পূজা*
ধান দুর্ব্বা দিয়ে পূজে বামনের বিধবা,
কেহ পূজে আতপ চাউল কেহ পূজে কাঁচাকলা ;
জয় সারে কাটিয়ে দিব এক লক্ষ এক পাঠা, লৌ ফুল রায়।
ও সখি হে ! এইত কার্ত্তিক মাসে গুয়ার গাছে বাতি
ঐ দেখ তোর সাধু আল কাঁধে ফেলে ছাতি।
কাঁধে ফেলে ছাতি রে, জোড়ায়ে পঞ্চ বাতি
আগে যায়ে লেহ পরিচয় জয়ধর বান্যার বেটী ; লৌ ফুল রায়
ও সখি হে ! এইত অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেতে পাকা ধান
কেহ কাটে কেহ মারে কেহ করে লবান ;

---

* নবদুর্গা :—নয়টি পত্রিকা (অর্থাৎ নবপত্রিকা) কদলী, কচু, হরিদ্রা, অশোক, দাড়িম, বিল্ব, জয়ন্তী, মানকচু, ধান্য। এই নব পত্র দ্বারা নবপত্রিকা বাসিনী দুর্গার একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়, এবং ঐ মূর্ত্তি সপ্তমী পূজার দিনে প্রবেশ করাইয়া পূজা করা হয়। জ. চ.

করুক করুক লবান দিয়ে গাভীর দুধ,
প্রাণের সাধু ঘরে নাই লবানের কিবা সুখ ; লৌ ফুল রায়।
ও এইত পৌষ মাসে পৌষ অন্ধকারী,
দিনে দিনে নারীর যৌবন হয়ে গেল ভারী।
কেহ চায় আরের তক্তে কেহ দেখ রয়ে,
আর কতদিন রাখব যৌবন লোকের বৈরী হয়ে, লৌ ফুল রায়।
ও সখি হে! এইত মাঘ মাসে বনে গন্ধ বাও,
স্বশরীর শুখাইয়া কন্যার, মুখে নাই রাও
মুখে নাই রাও কন্যার, চক্ষে নাই ঘুম
কে মোরে কাড়িয়া লইলে আবালের গাবিন, ও ফুল রায়।
ও সখি এইত ফাল্গুন মাসে ফাগুয়া খেলে রাণী,
মায়ের কপালে দেখি তিলকের ফোটা,
তিলকের ফোটা নয়রে কাজলের রেখা।
মুষ্টে মুষ্টে মারে বাটুল নারীর বদন চায়, লৌ ফুল রায়
ও সখি বার মাসে তের পূজা লেহত গণিয়ে,
নিত্য করে যায় পূজা জয়ধর বানিয়ে।
বানা লয় পানা লয় এ জয়ের ধুতি (?)
যেবা গায় যেবা শুনে মোর খণ্ডে দুখ, লৌ ফুল রায়।

১৫৮

ইহত অগ্রাণ মাস ক্ষেতে পাকা ধান,
কেউ কাটে, কেউ মারে কেউ করে লবান
সাদু ইহ মাস রে।
ইহ মাস গেলরে সাদু লইল মোর মনে,
পোষ মাসের দুঃখ সইব কেমনে,
সাদু ইহ মাস রে।

ইহত পৌষ মাসে পৌষা আন্ধারী,
সাবধানে থাকিও কন্যা তোর মন্দির হবে চুরি।
মন্দির হবে চুরিরে, মুই চুরার নাগাল পা'লে,
সন্ধানে কাটিব মুণ্ডু চণ্ডীর সাক্ষাতে,
সাহু ইহ মাস রে।

ইহ মাস গেলরে সাহু লইল মোর মনে,
মাঘ মাসের দুঃখ সইব কেমনে,
সাহু ইহ মাসরে।

ইহত মাঘ মাসে তরে পড়ে শীত,
লেপ গিরদা বিছায়ে কন্যা করেছ আলিস।
করেছ আলিস কন্যা করেছিলুঁ রোদন,
কে মোরে কাড়িয়া নিল শীতের ওড়ন।
শীতের ওড়ন লয়রে গিরিশ কালের বাতি,
ওরে আমি নারী অভাগিনী ঘরে নাই মোর পতি।
সাহু ইহ মাস রে।

ইহ মাস গেলরে সাধু লইল মোর মনে,
ফাল্গুন মাসের দুঃক্ষ সইব কেমনে।
ইহত ফাল্গুন মাস ফাগুয়া খেলায় রাজা,
আম্বু ডালে ভর করিয়ে রে কোকিল সাজায় বাসা।
সাজাক সাজাক বাসা বসে পঞ্চধারে,
ওরে চারি কোকিলার রব শুনিয়া অ মোর বস্থুক পঞ্চলায়ে
সাহু ইহ মাস রে।

ইহত চৈত্রমাসে গাছে পাকা বেল,
ঘরের সাহু দূরে গেছে রাখাল মারে ঢেল।
সাহু ইহা মাস রে।
ইহ মাস গেলরে সাহু লইল মোর মনে,
বৈশাখ মাসের দুঃক্ষ সইব কেমনে।

ইহত বৈশাখ মাস জোয়ারে ছিচে পানি,
তিঙ্গুর ছাড়িয়া কান্দে বনের বাঘিনী
সাহু ইহ মাস রে।

ইহ মাস গেলরে সাহু লইল মোর মনে,
জ্যৈষ্ঠ মাসের দুঃক্ষ সইব কেমনে।
ইহত জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে পাকা আম,
বাদুরে খায়ে গেল শুকে রৈল চাম।
সাহু ইহ মাস রে।

ইহ মাস গেলরে সাহু লইল মোর মনে,
আষাঢ় মাসের দুঃক্ষ সহিব কেমনে,
ইহত আষাঢ় মাসে গাঙ্গে ভাসে লাও,
আমি নারী অভাগিনী নাইক বাপ মাও।
সাহু ইহ মাস রে।

ইহ মাস গেলরে সাহু লইল মোর মনে,
শাওন মাসের দুঃক্ষ সহিব কেমনে।
ইহত শাওন মাসে সংসারে ক্ষেত মূল
কেমনে রাখিব আমি ছৈয়দের জাত কূল।
সাহু ইহ মাস রে

ইহ মাস গেলরে সাহু লইল মোর মনে,
ভাদ্র মাসের দুঃক্ষ সহিব কেমনে।
ইহত ভাদ্রমাসে গাছে পাকা লেওয়া,
হাওয়া কোণে মেঘ নাগালো গুঁজরে এল দেওয়া।
আসুক আসুক দেওয়া বর্ষুক পঞ্চধারে,
আমার সাহু আইল ঘরে ভিজিতে ভিজিতে।
সাহু ইহ মাস রে।

ইহ মাস গেলরে সাহু লইল মোর মনে.
অরে আশ্বিন মাসের দুঃক্ষ সহিব কেমনে।

ইহত আশ্বিন মাস নব দুর্গা পূজা,
বামনেরি বিধবা পূজে ধান দুর্ব্বা দিয়া।
কেহ পূজে ধানদুর্ব্বা কেহ চাম্পাকলা,
জয় শব্দে কাট্যা দিল লক্ষ একটা পাঁটা।
ইহ মাস গেলরে সাদু লইল মোর মনে,
কার্ত্তিক মাসের দুক্ষ সহিব কেমনে।
ইহত কার্ত্তিক মাসে গুয়ার গাছে বাতি
আমার ঘরে আইল সাদু কান্দে করে ছাতি।
কান্দে করে ছাতি লয় যে হস্তে মোমের বাতি
ঐ দেখ তোমার স্বামী এল জয়ধর বানিয়ার বেটী।

১৫৯

সারাদিন থাক বন্ধু ক্ষেতে আর পাথারে,
সন্ধ্যা লাগলে বন্ধু ঐ কলার আদারে।
কলারি আদারের মশা লম্বা লম্বা দাড়ি,
কেমনে চিনিলি মশা তেঁতল তলার বাড়ি।
গাও তোল প্রাণের বন্ধুরে।
পান দিলাম, সুপারি দিলাম, না দিলাম খ'র,
আজকার মত যাও ফিরে বন্ধু গায়ে আছে জ্বর।
গাও তোল প্রাণের বন্ধুরে।
যাতে আসতে কর বন্ধু হস্তে করে লাঠি,
আজকার রাত্রে কুকুর ভোকে দখিন পাড়ার দিকি
ফুল মধ্যে শরিষার ফুল রূপে বহু দানা,
আবা নারী যুবা হলে জ্বলে কাচা সোণা।
উরে গেল হাসাল পক্ষ বলে গেল ঠারে (?)
আমার চেঙ্গারা পতি গেছে মারা নিধুয়া পাথারে।

ঝারিতে জল নাহি থাকেরে আইস ঘরের মাঝে,
তোমার দুটি সোনার চরণ মোছ আমার কেশে।
দুগ্ধ মিঠা, দধি মিঠা, আর মিঠা ঘোল,
ইহার অধিক আছে মিঠা যুবা নারীর কোল।
শাশুড়ী জাগে, শ্বশুর জাগে আর জাগে জাও
ঘরের সোয়ামী জাগে লয়ে মোর গাও।
পানিত কাঁদে পানিকাউর শুকানে কাঁদে উদ,
যুবা নারী বিছানায় কাঁদে না পেয়ে পুরুষ।
আমিও গোয়ালে নারী দুগ্ধের কাটি ছানা
তোমার সঙ্গে করে পিরীত, লাইয়র যা'তে মানা।

১৬০

বাড়ির কাছে কামার ভাই খাইয়া যাও পান,
ভাল করে গড়াইও কাঁচি আলি কাটিবে ধান।
দুঃখেরে যৌবন প্রাণের বৈরী।
আলি যাবে ধান কাটিতে খাইয়া যাবে কি ?
মেনা গাবীর ছানা দুগ্ধ গমের কাটি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
যৌবন জ্বালা বড়ই জ্বালা সইতে না পারি,
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দিব দড়ি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
ঝাড়ের বাঁশ কাটেনে সাধু বান্দিও বাঙ্গেলা,
তুমি সাধু বাণিজ্যে গেলে কে খাবে কমেলা ?
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
হাটে যাও বাজারে যাও গাছে পাকা বেল,
তুমি সাধু বাণিজ্যে গেলে রাখালে মারবে ঢেল ?
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।

হাটে যাও বাজারে যাও যাদু কিনে আন কলা,
তুমি সাদু বাণিজ্যে গেলে কে ধরিবে গলা ?
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
যৌবন জ্বালা বড়ই জ্বালা সইতে না পারি,
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে জলে ডুবি মরি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সাদু বান্দিও লাওয়ের গুড়া,
তুমি সাদু না যাইও বাণিজ্যে যাবে তোমার খুড়া।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া যাদু বান্দিও লায়ের বাতা,
তুমি সাদু না যাইও বাণিজ্যে যাবে তোমার দাদা।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
লাউয়াক দিব লাল পাগড়ি মাঝিরে দিব সোনা,
আমার সাদু বাণিজ্যে যা'তে তোমরাই কর মানা।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
যৌবন জ্বালা বড় জ্বালা সইতে না পারি,
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দিব ছুরি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।

১৬১

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টফল আষাঢ়ে বরিসার জল,
শ্রাবণ মাস কাটাইল নারীর সায়রে সায়রে,
সায়রে আর সায়রে।
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা, আশ্বিন মাসে শশা মিঠা,
কাত্তিক মাস কাটাইল নারীর কাতরে কাতরে আর কাতরে।
দারুণ পাষাণ বাঁইদাছে পতির মন বিদেশে বিদেশে
বিদেশে আর বিদেশে।

আঘন মাসে নওয়া খায়, পৌষমাসে কাটাইয়া যায়
মাঘের শীত লাগল নারীর বুকেতে
বুকেতে, বুকেতে আর বুকেতে।
দারুণ পাষাণ বাঁইদাছে পতির মন বিদেশে.
বিদেশে বিদেশে আর বিদেশে।
ফাল্গুণে নগুন জ্বালা, চৈত্রেতে শরীর কালা,
বৈশাখ মাস কাটাইল নারীর বৈশাখে,
বৈশাখে বৈশাখে আর বৈশাখে।

১৬২

সখি হে! ইহত অগ্রাহণ মাস ক্ষেতে পাকা ধান,
কেহ কাটে কেহ মারে কেহ করে লবান।
করুক করুক লবান, দিয়ে গাবীর দুধ,
ঘরের সাধু দূরে গেছে লবানের কি সুখ।
লো ফুলরা।
ও সখি হে! ইহত পৌষ মাস পৌষ অন্ধকারী,
দিনে দিনে নারীর যৌবন হয়ে গেল ভারী।
কেহ থাকে আরে ওতে, কেহ দেখে চেয়ে,
আর কতদিন থাকবে তুমি লোকের বৈরী হয়ে।
লো ফুলরা।
ইহত মাঘ মাস বনে গাঙ্গায় বাঘ,
সে কেমন কামিনী কন্যা পায়েসা দূর নাথ (?)
সাদুর লাও পায়য়ে কন্যা দিল করিল থির,
খোপে দুটা চখা চখি তারা বাটে লালি (?)
লো ফুলরা।

ইহত ফাল্গুন মাস রাজা খেলায় ফাগুয়া,
রাই করে কপালে দেখি তিলকেরই ফোঁটা।
তিলকেরই ফোঁটা লয়রে কাজলেরি লেখা
মুষ্টে মুষ্টে মারছি বাটুল নারীর বদন চায়া।

লো ফুলরা।

ও সখি হে! ইহত চৈত্রমাস হে,
চত্রি মন্দা বাও হইল সুন্দরী কন্যার মুখে।
নাই কো আও [—রাও] মুখে, নাই কো আও কন্যার চোক্ষে,
নাই নিন্দা কে তোরে করিয়া লইল এ সোনার সবিতা।

লো ফুলরা

ইহত বৈশাখ মাস হে কৃষাণ মারে হালি,
ঝাপ দিয়ে ধরে কন্যা লাউ কুমরের জালি।
লাউ কুমরের জালি লয়রে ফল বানিয়ে থোব,
এ রকম যেন জ্বলে তোর অষ্ট ভগ্নীর ঝিও।

লো ফুলরা

ও সখি হে! ইহত জ্যৈষ্ঠ মাস গাছে পাকা আম,
আম খাব, জাম খাব, খাব গাবীর দুধ।
ঘরের সাধু দূরে গেছে খাবার কিবা সুখ।

লো ফুলরা।

ও সখি হে! ইহত আষাঢ় মাস হে গাছে পাকা লেওয়া,
হারা কোণে মেঘ লাগলো গজ্জি এসে দেওয়া।
বর্ষুক বর্ষুক দেওয়া বর্ষ ক পঞ্চধারে,
অবশ্য আসিবে পতি ভিজিতে ভিজিতে।

লো ফুলরা।

সারি গান*

১৬৩

নৌকা বাইচের গান

ওহে থম্‌কে থম্‌কে ফেলাও পাও
চলে যাইছে বাইজের লাও।
দেখ ওরে ভাই সকল, চলিয়াছে বাইসিকলের গাড়ী,
ওহে গিয়াছিলাম পেষ্যা (?) বাড়ি
ছয় বৌয়ের ছয় রংগের সারি।
তারা বৈসে রসের পান চিবায়।
ওহে লাল নীল হলুদ কালো,
চার রংগের চাব চুড়ি বালা,
ঐ চুড়িটা দিলে না মনের বাঞ্ছাপূর্ণ করলে না।
(সকলে) হ্ রো হো আহা বেশ ! পুঁঠার নার্‌কলি সন্দেশ।
ওহে কলিকালের মেয়ে লোক,
অন্য স্বামীকে বলে,
"মনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লে না।
জনম গেল সাদা ধুতি,
একখানা সাড়ি দিলে না।
যারে যা কুড়ে স্বামী, তোর ভাত আর আমি খাবনা।"
(সকলে) হ্ রো হো, আহা বেশ ! পুঁঠার নারকলি সন্দেশ।

---

* [অশ্লীলতা দুষ্ট লোক সঙ্গীতে] কুৎসিৎ সামাজিক গান বা নৌকা বাইচ খেলিবার সময় বিশেষ করিয়া গীত হয়। পৃষ্ঠা ২০৫৩ ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

ওহে সারা ঘাটে বাঁধিয়া পুল,
সাহেব হলো নামাকুল।
শূন্য ভরে তার টাঙ্গেয়ে করিয়াছে হেউতের কারখানা,
আস্‌বে বলে আমার বাসা।
তারা সব আশাতে কাল কাটায়।
(সকলে) ভ্রূ রো হো আহা বেশ! পুঁঠার নারকলি সন্দেশ

১৬৪

পয়ার ফুল কে পরায় গলে।
ওহে ইহত আশ্বিন মাস পূজা ঘরে ঘরে,
কখন বা আসিবে কিষ্ট পূজা দেখিবারে।
পয়ার ফুল কে পরায় গলে।
ওহে ইহত আশ্বিন মাসে গাঁথে নূতন বাড়ি,
কেহ হারে কেহ জিতে সবাই তাড়াতাড়ি।
ওহে নন্দ গেল বাগানে যশোদা গেল জলে,
খালি ঘর পা'য়া কিষ্ট ননী চুরি করে।
পয়ার ফুলকে পরায় গলায়।
ওহে জল ভর, জল ভর রাধে জলে দিও ঢেউ,
বদন তুলে কও না কথা সঙ্গে নাইকো কেউ।
পয়ার ফুল কে পরায় গলায়।
ওহে ঘরে ঘরে বেড়ায় কিষ্ট ননী নাহি পায়,
ছিকায়ে নবনী ভাণ্ড দেখিবারে পায়।
পয়ার ফুল কে পরায় গলায়।
ওহে ছেঁদন ছিড়িয়া কিষ্ট সকল ননী খায়,
ওহে হাতে নড়ি নন্দরাণী পিছে পিছে ধায়।
গোকুল ভুবনে কিষ্ট পলাইয়া যায়।
পয়ার ফুলকে পরায় গলায়।

১৬৫

পয়ার আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না।
জামাই গৌরব সভা করো না।
ওহে নাও কিনিবার গেলাম আমি তারাপুরের বাঁয়ে,
চল্লিশ টাকা নায়ের দাম,
তার পঞ্চাশ টাকা খোসা।
জামাই আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না।
ওহে যে পুষ্করিণী নাইকো জল,
কি করিবে কুপে ?
যে নারীর সোয়ামী নাই
তার কি করিবে রূপে।
জামাই আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবেনা।
ওহে দায়ের মিঠা বালু রে
কুড়ালের মিঠা শিল
ভাল মানুষের জবান মিঠা
কামিনীর মিঠা কিল।
জামাই আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না।

১৬৬

বেলা গেল চল্ ভাই সকালে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।
ওহে ডুবিল বেলা
ছাড় খেলা মায়ের কোলে যাই।
বেলা গেল চল্ ভাই সকলে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।

ওহে তুমি ত সুন্দর কন্যা ঘাটে ভাঙ্গা নাও,
কোথায় থোব দধির পসরা কোথায় থোব পাও।
বেলা গেল চল ভাই সকালে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।
ওহে কি করিব কোথায় যাব, কতই উঠে মনে,
অন্তরে প্রেমের ধারা বহিছে রাত্রদিনে।
কাল বিষে।
প্রাণ ত জিনিল রে ছিদাম ভাই,
চল্ ভাই সকলে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।
ওহে বিষের জ্বালায় কিষ্ট ঠাকুর কান্দে জ্বারে জ্বার,
কেমন করে যাব আমি কালিদা সাগর।
কাল বিষে।
প্রাণ ত জিনিল রে ছিদাম ভাই,
চল ভাই সকালে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।
ওহে ছানা, মাখন, ঘৃত, কাঞ্চন, আছে থরে থরে,
কার বা মুখে তুলে দিব পতি নাই মোর ঘরে।
কাল বিষে।
প্রাণ ত জিনিল রে ছিদাম ভাই,
চল ভাই সকালে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।
ওহে পুষ্করিণীতে নাইকো পানি পাহাড় বন চুপে,
যে নারীর সোওয়ামী নাই রে কি করিবে তার রূপে।
কাল বিষে,
প্রাণ ত জিনিল রে ছিদাম ভাই,
চল্ ভাই সকালে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।

ওহে বাপকে কই না লাজ সরমে মাকে কই না ডরে,
সরু সুতার বস্ত্র মোর ছিঁড়িল যৌবনের ভরে।
কাল বিষে,
প্রাণ ত জিনিল রে ছিদাম ভাই,
চল ভাই সকালে মায়ের কোলে যাই।
কাল বিষে।
প্রাণ ত জিনিল রে ছিদাম ভাই
চল ভাই সকালে মায়ের কোলে যাই।

সারি গান

১৬৭

ও রায় কিশোরী তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?
ঐ কাল জলে চান করাব সই,
ও সইরে, ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?
বেড়াই আমি তোমার লাগে
অন্নধারী হলাম সাথী, তোমার লাগে
ঘুর্‌ছি আমি রাত্র দিনে, করিছো কেন চাতুরী ?
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?
ও সইরে তোমার লাগে পাক পাড়িয়ে
পথের দুর্ব্বা মাইরাছি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?
ও রায় কিশোরী তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?

১৬৮

দেহ-তত্ত্ব

হরিহে দুঃখ দাও যে জনারে,
হরিহে দুঃখ দাও যে জনারে ,
ও যার কপালে নাইকো সুখ বিধাতা বৈমুখ,
সুখ নাইরে তার ত্রিসংসারে।
বাণিজ্যের আশে গেলাম পরবাসে,
কপাল ক্রমে মিলে তামা, দস্তা, সীসে।
খাঁটি রূপা দিলে লোকে বলে খেদে,
হরিহে চিনি বিকায় চিটার দরে।
হরিহে দুঃখ দাও যে জনারে,
হরিহে দুঃখ দাও যে জনারে।
হরিহে ! পিতৃ মাতৃধন গাড়া ছিল ঘরে,
কপাল ক্রমে ধন যায় স্থানান্তরে।
যা ছিল ঘরে পরে নিল হরে,
হরিহে ! দলিলপত্র উই যে জারে।
হরিহে ! দুঃখ দাও যে জনারে,
হরিহে দুঃখ দাও যে জনারে।
মনের আগুনে জলে বান্ধি ঘর
ঘরে হয় আগুন।
পোড়ে বাড়ী কোঠা ছুটে টালী চুণ।
লোহার কলাই ঘুনে জারে' জায়,
হরিহে ! দুঃখ দাও যে জনারে।
হরিহে ! দুঃখ দাও যে জনারে।
হরিহে ! যেদিন যায় ঘরে, ব্যাধি প্রবেশ করে,
আগে মরি তায় পুত্র পৌত্রাদি,

হরিহে ! পোষ্যপুত্র তায় সাথী ।
হরিহে ! দুঃখ দাও যে জনারে ।
হরিহে ! দুঃখ দাও যে জনারে ।
ক্ষেত্রে হয় না শস্য, বৃক্ষে হয় না ফল.
দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধহীন সকল ।
শুষ্ক হইল দেহের সরোবরের জল ।
বারি বিনে জীব মরে ।
হরিহে ! দুঃখ দাও যে জনারে ।
হরিহে ! দুঃখ দাও যে জনারে ।

১৬৯

মন ঘুমাইছ নিরে,
বেভুলে যায় তোর দিন ।
ও তোর রংমহলের চৌচালী ঘরে চোরে দিছে সিঁদ ।
মন ঘুমাইছনিরে ।
ও তোর ঘরেতে সাঁধাইয়া চোরায় চতুর্দ্দিকে চায়,
ধনকড়ি থুইয়া চোরায় মানিক লইয়া যায় ।
মন ঘুমাইছনিরে ।
এত চোরা চোরা নয়রে বিষম চোরার নাতি,
ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিব ঘরের জ্বালানি বাতিরে ।
মন ঘুমাইছ নিরে ।
আট কুটুরী নয় দরজা সদাই হাওয়া খেলে,
হাওয়া বন্ধ হইলেরে মনুয়া অমনি যাইবে চলেরে ।
মন ঘুমাইছনিরে ।

১৭০

বন্ধু তুমি আসিও

বন্ধু তুমি আসিও,
ভয়না করিও কিছু মনেরে।
তোমার বাড়ী গাংগের পাড়,
ভাব কেমনে হইব পার রে।
কুমিরনীরে দিছি গলার হার,
বনের বাঘিনীর সাথে সই-আলা আমার রে!
বন্ধু তুমি আসিও।

১৭১

মন আর কি বস্‌ব এমন সাধুর বাজারে,
কোন সময় কোন দশা ঘটে আমারে।
সাধুর সঙ্গ কি আনন্দময়,
অমাবস্থার চন্দ্র পূর্ণিমার উদয়।
অতি ভাগ্য যার যে চন্দ্র দৃষ্ট তার,
ভব বন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে,
দেবের দুর্লভ পদসেবে, সাধু গুরুর নাম শাস্ত্রে ভাগে
যে যা বাঞ্ছা করে সে ফল তার ফলে।
সাধু! গুরুর চরণ সেব না করে।
দাসের অনুদাস যোগ্য নই,
বহুত ভাগ্যফলে সাধুসঙ্গ পাই,
অধীন লালন শাহে কয়,
সব দেখি ভক্তি শূন্যময়,
এবার ভবে এসে পড়েছি কদাচারে।

১৭২

মন ডুব্‌লো তোর মানব তরী,

ভব সাগরের পাকে পড়ে।

দয়ার গুরু বিনে কে আছে এমন বান্ধব,

তুলে নিবে হাতে ধরে।

মানব তরীর মাল্লারে ছয় জনা,

ছয়জনে ছয়দিকে টানে কোনও কথা মানে না।

ওরে গুণ ছাড়িয়া সব পলালো

একা র'লাম পড়ে।

১৭৩

বাঁধাল আটিয়া দেও রসনা, (ও মন রসনা)

যে দিন নদীর ছুট্‌বে মোহনা।

সেদিন খোঁচা খাবার কিছুই মানবে না।

যেমন সমুদ্দুরে পানা ভাসে,

মুরশিদ ঐরকম আমায় রাখিলে,

গুণগুণা গুণ লাগলো আমার অন্তরে।

১৭৪

চেতন গুরুর সঙ্গ না নিলে,

শুধু কথায় কি রতন মিলে,

একদিন সিংহাসনে সাঁই বসে একেলা।

সাধের ইস্‌কিন পয়দা করলেন আমার
মালেকুল আল্লা,
ইস্‌কের মুরে নবীর পয়দা করলেন জগতে।
সেদিন যাবিরে গোলেমালে,
তারা কে আছে মন কি কলে।
তারা ছস্তি করে ছদলে।

১৭৫

আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে,
মনের মানুষ যেখানে।
অন্ধকারে জ্বল্‌ছে বাতি,
দিবারাত্র নাই সেখানে।
সুজন যারা, পার হয় তারা,
তারা সে নদীর দাঁড়া চিনে।
যত কুজন লয়ে যায় গো যারা,
তারা পড়ে নদীর ঘোর তুফানে।

১৭৬

এই নয়নে তোরে না দেখিলে,
শুধু মুখের কথায় প্রাণ জুড়ায় না।
শুনা কথা সবাই বলে, দেখা কথা কেউ বলেনা।
বর্ত্তমান রূপ যে দেখেছে, তার মনে কি আন্ধার আছে,
তারা সদাই থাকে রূপ নেহারে পলকে পলক ফিরে না।
অনুরাগী জ্যান্তে মরা, বেদ বেদান্তের করণ যারা,
যার হয়েছে করণ সারা, মরার আগে সেই মরেছে।

১৭৭

গুরু আমায় ফেলো না, দুটি চরণ দিতে ভুলো না গো।
আমি পদে পদে অপরাধী গো, আমার বাদী রিপু ছয়জনা।
কে ছাড়ে পাঠায়ে দিল, সুরতা রূপে দেখাইল গো,
অমান্য দেখাও মুরশিদ গো আমায় মক্কা শরীফ মদিনা।
নেজামুদ্দিন পাপী শিল, পাপের ভাগী কেউ না হলো গো,
তারা খুন করে খুন উদ্ধারিলে তাদের মক্কর বুঝ্‌তে পারলাম না।
গুরু আমায় ফেলো না, দুটি চরণ দিতে ভুলো না গো।

১৭৮

সম্মুখে বিষম দরিয়া ও পার হবি কেমন করে,
হাতে নাই পুঁজিপাটা, পার হওয়া বিষম লেটা,
মাঝি রেখেছে পাটা রেজিষ্টারি করে।
ও তুই কড়ি বিনা পার পাবি না,
অমনি আস্‌বি ফিরে,
ও পারে যাবি কেমন করে!
ত্রিরপিনের কিনারাতে কুমীর ও আছে তারে,
যদি যাও সাঁতার দিতে, অমনি খাবে ধরে।
সেই কুমীরের দণ্ড হতে, ও তুই বাঁচাবি কেমন করে?
কুমীর আছে দৃষ্টি করে।
নদীর তরঙ্গ ভারী, দেখে আতঙ্কে মরি।
যাস্‌ না মন সেই ত নদী, ও তুই দেখলে আবার,
ওলা ভলা লাগাবি যদি যাবি মরে,
পড়বি বিষম ফেরে।

গোপাল কয় ও ভোলা মন, ভজ্ মুরশিদের চরণ
ভক্তি ভরে করো স্মরণ হেলায় যাবি তরে,
আবার সেই চরণে নেহার দিলে,
ও চরণ রেখো দৃষ্টি করে।

১৭৯

রজুতে (=অজুতে) এক আত্মা আছে ক'নে, (=কোনখানে)
কোন মোকামে স্থাপিত আত্মা,
কোন মোকামে যুগল আত্মা,
কোন মোকামে বসে কর্ত্তা,
কথা কয় জবানে।
রজুতে এক আত্মা আছে ক'নে।
রজুতে এক আত্মা আছে,
রূপাই চাঁদের বাড়ী তারি কাছে,
লালন বলে নয় রে মিছে,
দম কষে দেখ টেনে,
রজুতে এক আত্মা আছে ক'নে।

১৮০

একদিন যেতে হবে মন, ভাব সে কারণ,
কেন হারালে মাণিক রতন,
আমার জনম বিফলে গেল, বিফলে গেল জীবন
একদিন যেতে হবে মন, ভাব সে কারণ,
কেন হারালে মাণিক রতন।

তোমার মোটা বালাখানা, ফুলের বিছানা,
পড়িয়া রবে খাটে।
তোমার শমন আসিয়ে, দুহাত জুড়িয়ে,
বান্ধ্যা লবে হাই কোর্টে।
(পরাণ) সেদিন কি জ’ব দিবে,
এবার বল দেখি মন, করে অন্বেষণ,
সে দিন কি জ’ব দিবে।
কেবল মিছে কান্দাকাটি তোমায় দিবে মাটী,
দেখবে না নয়ানে।
খোদা হাহাকার হইয়ে হইয়ে, সকল ত্যজিয়ে,
কান্তারে পথে পথে,
ও কেউ নাই নিকটে।
তোমার খাস বেরাদার, বেটা বেটি আর
ও কেউ নাই নিকটে।
তোমার এই সুখের পরিবার, হইবে কাহার,
দেখবে না তখন।
একদিন যেতে হবে মন, ভাব সে কারণ,
কেন হারালে মাণিক রতন।

১৮১

*

জানতে হয় আদম ছবি, আদি কথা,
ওসে, না দেখে রাজজিল (= আজাজিল) যেরূপ গড়লেন,
আদম কিরূপ হেথা।
জান্‌তে হয় আদম ছবি আদি কথা,
আনিয়ে জেদ্দার মাটি, গড়লেন আদম পরিপাটী,
মিথ্যা নয় সে কথা খাটী।

কি দিয়ে সাঁই গড়লেন আত্মা,
জান্‌তে হয় আদম ছবি আদি কথা।
আদমি হ'লে আদম চিনে,
ঠিক নামায় সেই দেল-কোরাণে,
ওসে পাঞ্জু বলে লালন সাঁইর গুণে,
আদম ধরা আধর সুতা।
জান্‌তে হয় আদম ছবি, আদি কথা।
এই তো আদমের ধরে
অনন্ত কুঠির গড়ে।
মাঝখানে হাতিনা ফল-জুতের,
কীর্ত্তিকর্ম্মা বস্‌লেন কোথা,
জানতে হয় আদম ছবি আদি কথা।

১৮২

বসরে মন গুরুর কাছে
ও সে, গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে।
ও সে গুরু বস্তু ধন চিন্‌লি নারে মন।
ও অবোধ মন, বস্‌রে গুরুর কাছে।
অযতনে সে ধন মারা গ্যাছে।
ওসে আলেক্‌ রূপে সাঁই ভ্রমিছে সদাই,
সহজ মানুষ সহজ পথে আছে।
ওসে গয়া গঙ্গা কাশী, তীর্থ বারাণসী,
সকল তীর্থ গুরুর শ্রীচরণে আছে।
ওসে, পদ্ম পত্রের জল, ক'রেছে টল্‌মল্‌,
অল্প বাতাসে নদীর তুফান ছুটে।
ওসে জল ছাড়া মীন, বাঁচে না একদিন।

গুরু ছাড়া শিষ্য বাঁচে কিসে?
বস্‌রে মন গুরুর কাছে।
ওসে গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে?
যে জন সাধন করেছে, গুরু ধরেছে,
অধর মানুষ ধরে বসে আছে,
ওসে গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে?

১৮৩

আমি ঠেকলাম হুজুরের নিকাশের দায়।
ও সে তোমার জমা শূন্য খরচ বেশী,
পাঠিয়ে দিলেন যমালয়।
মহাজনের অমূল্য ধন, ভার দিল তোমার মাথায়;
(ও মরি, হায়, হায়রে।)
ও তুমি খ'লে আর কি, বিলায়ে গেলে,
মনে ভেবে দেখ তাই।
মহাজনের হাতে ধরি, ডিগ্রীজারী করলেন ভাই;
(ও মরি, হায়, হায়রে।)
আছে নাছুত লাহুত মালকুত জবরুত
হাতে মোকাম জানিতে হয়।

১৮৪

আপনার আপনি হয়ে, ওরে আপনি চিন্‌লি নারে মন!
মিছে দুনিয়ার লোভে হারালে জীবন।
আপন ঘরের নাই ঠিকানা,
মন রে কেন কর পর বাসনা,

হারালে চাঁদি সোনা অমূল্য রতন,
সন ১২৭১ সালে আলেক সাঁই সায়ার কেরেরে
দোষের কোন দিনে মরণ।

১৮৫

গুরুবিনে ভক্তিহীনে পারে যেতে চায়,
পারঘাটাতে পারের দায়ে বসে ভাবি দিবা রাতি।
কখন জানি মরি ডুবে হাওয়ায় মিশে যায়,
যে জন গুরুবিনে ভক্তিহীনে পারে যেতে চায়।
মান্য ব্যক্তি সবাই গুরু, তার উপরে আছে গুরু,
দীক্ষা শিক্ষা দুটি গুরু নৌকার মাঝি কে হয়।
গুরু বিনে ভক্তিহীনে পারে যেতে চায়।
ষড় রিপু বাধ্য রেখে পার হয়ে যাও দিনের পথে,
ছুঁবেনা তোকে কাল শমনে খোদা ফকির কয়।
গুরুবিনে ভক্তিহীনে পারে যেতে চায়।

১৮৬

ভব সাগরের তরঙ্গ ভারি,
ঢেউ দেখে মন আতঙ্কে মরি
আপন দোষে সব হারালেম
দোষ দিব কারে।

১৮৭

আমি সেই গুরুর চরণে দাসের যোগ্য নয়,
নইলে মোর দশা কি এমন হয়।

ভাব জানি না, প্রেম জানি না, গুরুর দাস হতে চাই চরণে
এখন ভাব দিয়ে ভাব নইলে মোর,
এখন যা কর সাঁই দয়াময়।
আমি যার জন্যে ভবে গো আসা
সেই আশা কই পূর্ণ হলো।
আরে আরে ওরে মন পাগেলা
আমার গুরু কেমন বস্তুধন।

১৮৮

আর আমার কেউ নাই, আর আমার কেউ নাই,
মুরশিদ তোমায় বিনে।
একবার দয়া করে চাও গো মুরশিদ,
দীন হীনের পানে।
মুরশিদ, তোমার করুণাগুণে, শোলা ডুবে শিলা ভাসে,
ভক্তের বাঞ্ছা পুরাও না কেনে।
আমি হয়ে থাকি অপরাধী, তুমি ত জগতের পতি,
তোমার দীনবন্ধু নাম, না জানি সন্ধান,
চেয়ে আছি তোমার চরণ পানে।
মুরশিদ যে জন তোমার স্মরণ লয়,
তার দশা কি এমন হয়,
তাত তোমার করা উচিৎ নয়।
আমি অপরাধী, তুমি হে জগত স্বামী,
গতি নাই তোমার চরণ বিনে।

১৮৯

ঝড় তুফান দেখে ভাবিও নারে মন,
আছে বিপদে গুরুর চরণ।
সামাল্, সামাল, আগল তরী,
ভয় ক'রনা মাঝি, হাল যেন ছাড়িও না কখন।
ভক্তি ডোরে ভাই যে জন বাঁধে তায়,
তার আর দুকূলে আছেরে মরণ?

১৯০

তুমি যে আমার আমি যে তোমার,
এ দ্বিত্বকার থাকে না যেন আর।
আলেফ, লাম, মিম তিন জনে, ডুবেছে তারা একই প্রেমে,
তারা তিন জনের একই ভাব মিলন তারে তাব।
যেই ভাবে তুমি আমি দুই দেহে,
মিলরে ভাবে ভাবে দোঁহে,
উঠে যবে আমি তুমির দ্বিত্ব ভাব।

১৯১

ওরে, একমন হলে, সেই যাবি পারে,
কাজের কাজী না হলে।
ও রসের রসিক না হলে,
ও প্রেমের প্রেমিক না হলে,
বিনে কাজে ধনমস্ত কে করতে পারে।
ইস্কুলেতে দশজন পড়ে
আমার গুরুর মনের বাসনা সব সমান করে

ও নদীর ধার না চিনে নৌকা দিয়ে
ফেল্‌লে গুরু সাঁতারে।
ওরে গুরুর তরী আছে যার ঘাটে,
ওরে হাস্‌তে খেলতে পারে যাবি,
ওরে ভাবনা কি তাতে।
আমার গউর তরী আছে যার ঘাটে,
হাসতে খেলতে পারে যাবি ভাবনা কি তারে,
দীন এরাজ বলে সেরাজুদ্দীন
গুরুর চরণ রেখ নিহারে,
সেই যাবি পারে।

১৯২

ওরে চোগমখোর বিনামাজি দাগা বাজি
জুয়াচোর,
ওসে নামাজে কি গুণ তার দলিলে তা শুন।
নামাজ বিনে ঘুরে বেড়াবি বেকুবের মতন।
ও তুই পরগা নামাজ হবে সবার,
দোজকের মাপ হবে তোর,
ওসে আলস্যা বেটা কয়, নামাজ না পড়লে তো হয়,
না পড়লে দোজকে যাবে নাইকো তার ভয়।
ও তুই পরগা নামাজ হবে সবাব
দোজকের মাপ হবে তোর।
ভেবে শ্যামা ফকির কয়, কথা মিথ্যা নয়,
নামাজ পড়লে ভেস্তে যাবি দোজকে কি ভয়?

১৯৩

দীন দয়াময় ধরি পায়,

আমি তোর বড় অবোধ ছেলে।

আমার অপরাধের মন হয় না সুবোধ,

তাই ঘেন্না করিলে।

গারস্তেরা করে হেলা, রাখালগণ সব মারে ঢেলা,

করোনারে হেলা ফেলা,

পথের কাঙ্গাল বলে।

আমি ছেলে অপরাধী,

আমার বলবুদ্ধি নাই চলবার শক্তি,

বাউল কয় গুণের নিধি,

তাই ঘেন্না করিলে।

রে বিধি যারে হলোরে বাম, ত্রিশুল মারে ত্রিগুণ ধাম,

সেই পাপী হয় পুণ্যবাণ,

কান্দে দীন দয়াময় বলে।

১৯৪

জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না,

নৌকা পানি ত আর মানে না।

একে আমার জীর্ণ তরী,

নদীর তরঙ্গ ভারী,

অকুলে পড়েছে তরী,

তরী কেনারা আর পা'ল না।

(জীর্ণতরীর ভাবনা গেল না।)

পবন কাষ্ঠের নৌকাখানি

মন ! মন কাষ্ঠের বট্যাখানি

জয় আল্লা বলে মার থাবা

ডুবে যেন যায় না ॥

(জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না ।)

১৯৫

তারের খবর জান নারে মন

কোন তারেতে আছেন গুরু

কল্পতরু সাধনের ধন ।

বাত পিত্ত কফ জ্বরে

কবিরাজে ঔষধ করে,

তারের খবর না জানিলে সেই রোগী মরে

ডিস্পামাণ ঔষধ করে,

ভব পারের ল্যাটা সড়ে,

যাবে তোর রোগের বৃদ্ধি

সাধন সিদ্ধি

গুরুর চরণ কল্পতরু সাধনের ধন ।

ইংরেজেরা এক তার এনেছে,

তারের খবর তারে আসে,

এই তারের তুলনা কি,

সেই তারের কাছে ।

মন ধরবি যদি তারে,

খুজে দেখ মন তারে তারে,

খুজলে তারে পাবে তারে,

সিদ্ধ হবে গুরুর চরণ ।

১৯৬

খাড়া ভাঙ্গনের উপর আছ রে মন বসে,
একাই ভাঙ্গিতে পারে ঢেউ লাগে যদি কশে।
ধর্ম্ম ডিঙ্গা বাঁধলি নারে মন,
জলে পলে বাঁচ্‌পি কিসে।
যে বেঁধেছে ধর্ম্ম ডিঙ্গা তার,
পাড়ের ভাবনা কিসে।

১৯৭

গুরুর চরণ ভজব বলে রে বড় আশা ছিল
আশা নদীর কূলে বসে রে ভাবতে জনম গেল।
(রে বড় আশা ছিল)
আশা বৃক্ষ রোপণ করে,
বসে রইলাম বৃক্ষ মূলে,
সে ফল পাব বলে,
আশা না পুরিতে বৃক্ষের রে
ঐ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়ে প'ল।
(রে বড় আশা ছিল)
চৌষট্টি বৎসরের পারি,
বেলা বাটে দণ্ড চারি,
নৌকা কেমনে দিব পারি,
আমি অবেলায় ভাসাইলাম তরীরে।
ও তরী কেনারা না পা'ল।
(রে বড় আশা ছিল)

১৯৮

ভবে মিছাই ধন্ধ বাজী গোসাঁইজি
কোন রঙ্গে বাঁধিছ ঘর।
হাড়েরি ঘরখানি,
চামড়ার ছাওনী,
ছন্দে বন্দে যোড়া,
তাহার মধ্যে মুনরা মুনরী করুছে রঙ্গের খেলা গোসাঁইজি।
(কোন রঙ্গে বাঁধিয়াছ ঘর)
আবাল কাল গেল হাসিতে খেলিতে
যৌবন কাল গেল রঙ্গে,
বৃদ্ধকাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে
মরশীদে ভজ্‌ব করে গোসাঁইজি।
(কোন রঙ্গে বাঁধিয়াছ ঘর)

১৯৯

মনের এক ঘুয়া বেঁধে, পাগল কানাই রাত্র দিন কাঁদে।
বিড়াল রূপ ধরে,
পাগল কাঁন্দে,
চার চৌকিদার ষোল পহরী,
পাখীর সাড়ে চব্বিশ চাঁদে,
বিনে সুত
ধওয়ায় সুত
রেখেছে রথে বেঁধে।
তোরা দেখে যা ভাই রে
বগ বেধেছে সেই উড় ফাঁদে।

২০০

ও এক ঘর বেঁধেছে নিরাঞ্জন
মুক্তি কথা মুক্তারণ
গটন তার বুঝ্‌তে পারিলাম না।
সে ঘরে চার জেলা বার থানা,
সে ঘরের মধ্যে কি তার উদ্দেশ হ'ল না,
সে ঘরের চারিদিকে ঝড়্‌কা কাটা,
জন্দের মাথা সাড়ে তিন কাঠা
কমি বেশী নাই।
(আঁয় আঁহা আঁ)
গান বাজনা রাত দিন শুনতে পাই,
নবত খানায় বাজেছে সানাই।
কেউ দিল না খবর এসে,
সুমুক দরজায় রইলাম বসে,
পিছ বাড়ীতে হচ্ছে কি তার ঠিকানা নাই।
(আঁয় আঁহা আঁ)
করেছে রাঙ্গব নকসার কাজ,
বা'র দরজায় দিয়ে ডাকের সাজ,
বাহা দুই মসাল জ্বলে,
বসে আছ দোকান খুলে,
বেচি কেনি হচ্ছে মোর শুধাই বসে।
(আঁয় আঁহ আঁ)

২০১

রঙ্গের এক ধুয়া বলি ভাই সবাই বিদ্যমান।
কলির ভাব দেখে বাঁচেনা প্রাণ,
যুবা নারীর মুখে ছাচি পান,
আঁখি ঠারে কথা বলে পতিক মারে নয়ন বাণ।

পাছা পাড়া কাপড় পড়ে একখান

আবার গোল খাগুড়া মল গুঁজরী দিয়ে পায়,

ধান তাবিজের কত শোভা হয়,

মোহনমালা গলেতে পরায়,

হেলে দুলে কলস লয়ে,

কলস লয়ে নদীর ঘাটে যায়।

ঐ পাড়ার ছুট মিঞার বয়ে কয়,

বেশ মানেছে দিদির গায়,

সাথাক সাথ্যক তোমার সোয়ামি

গড়ন দিছে সর্ব্বগায়।

২০২

ক্ষেপা ঘুমায়ে রইলি ঘণ্টা প'ল টিকেট কই নিলি,

এখন পরবি পাগা হবে ভেকাধরে বোকা তাই বলি,

(টিকেট কই নিলি।)

এই ট্রেণে চড়তে গেলে,

লক্ষি টিকেট চাই তা ন'লে,

চড়বার উপায় নাই।

ও মাল লকেচার করলেন মিছে,

মিছে মাশুল কেন দিলে

(টিকেট কই নিলে)

গ্রেনডিয়ান রেল ক্রেয়ান প্লেট-ফরমান দাড়ায়ে আছে (?)

ষ্টেসন মাষ্টার,

ওপারে পানি-পাঁড়ে পিছন-দারকে দেয় চুরুট খিলি।

(টিকেট কই নিলি)

—O. P. 43

গাড়ীর গার্ড্ সে গোলকপতি ধর্ম্ম বলা যায়,
চলন এঞ্জিন চালায়ে দিয়ে চালাছেন সমুদয়,
ও মাল লকেছার কল্লেন মিছে, মিছে মাশুল কেন দিলে।
(টিকেট কই নিলে)

২০৩

পাগল করিলু বাঁশী রে,
বাঁশ লয় বাঁশালী লয় রে,
তরলার বাঁশের আগা।
নখের টিপে মুখের ফুঁয়ে রে,
বাঁশী বলছে রাধা রাধা।
(পাগল করিলু বাঁশী রে।)
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী ঝাড়ের লাগাল পা'লে,
কুড়ালে কাটিয়া বাঁশ যমুনায় ভাসাব রে!
(পাগল করিলু বাঁশী রে।)
এপার থেকে বাজাও বাঁশীরে ঐ পার থেকে শুনি
কেমনে হইব পার আমার কোলে যাদুমণি।
(পাগল করিলু বাঁশী রে।)

২০৪

বারমাস্যা

রাধের কাপড় কানা'র বাঁশী রাখে একঠাঁই
রাধের কাপড় রাধে নিল, কানাই এর বাঁশী নাই
বাঁশীহারা হয়ে কানাই চলে গোয়াল পাড়া,
গোয়ালপাড়া যাইয়ে বলে, বাঁশি চোরা তোরা।

তখনি বলেছি রে কানাই যা'য়ো না গোয়ালপাড়া,
কাড়্যা নিবে হাতের বাঁশি ছিড়বে গলার মালা।
জলভর জলভর রাধে জলে দিয়ে ঢেউ,
বদন তুলে কও না কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।
সাথ্যাক তোমার বাপ মাও, সাথাক তোমার হিয়া
এমন বয়সে তোমাক না দিয়াছে বিয়া।

২০৫

(১)

গাঙ্গ বয়ে যাও মাঝি ভাই নদী বযে যাও,
আমি নারী অভাগিনী আঁখি মেলে চাও।

(২)

গাঙ্গ বয়ে যাই সুন্দরী নদী বযে যাই,
গুণের টানে নাও চলেছে কেমনে ফিরে যাই (হে)।

(৩)

কোন টাকাতে বাড়ী মাঝি ভাই কোন টাকাতে থানা,
কোন নদীর জল খাইয়ে শরীর কাচা সোনা (হে)।

(৪)

উজান টাকে বাড়ী সুন্দরী ভাটাল টাকে থানা,
লহু গঙ্গার জল খাইয়ে শরীর কাচা সোনা (হে)।

(৫)

সাথ্যাক তোমার বাপ মাও সাথাক তোমাব হিয়া,
এমন বয়সে তোমাক না দিয়েছে বিয়ে (হে)।

(৬)

সাথ্যাক আমার বাপ মাও সুন্দরী সাথ্যাক আমার হিয়া,
তোমার বাড়ী আসব বলে না করেছি বিয়ে (হে)।

(৭)

আমার বাড়ী যাইও মাঝি ভাই বস্‌তে দিব পিঁড়ি
জল খাইতে আনিয়া দিব শালান্য ধানের মুড়ি (হে)

২০৬

নিদয়া দেশের বন্ধুরে !
বওয়ায়ী গেল বটানী দিতে তাতী গেল রোষে (?)
আজকার মনে যাও ফিরে রে,
কি রঙ্গের বুনাব কাপড় কি রঙ্গে বুনাব রে
নিদয়া দেশের বন্ধুরে !
হিটি রেখ যশোদা যোড়া,
কিটি রাখ তারে,
বুকে রাখ কমল কলি
ভ্রমর প্রাণনাথ যেন না হয় ছাড়া রে
নিদয়া দেশের বন্ধুরে !

২০৭

নটবর গত নিশি কোথায় কল্লেন কেলি,
বেলা গেল সন্ধ্যা লাগ্‌ল, গৃহে দাও বাতি,
রাঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন হে জাগব কত রাতি হে

ভাত হ'ল কড়কড়া হ'ল, হে নটবর,
ব্যঞ্জন হ'লরে বাসী,
শিকার উপড় দুধের বাটী
হানা গেল মাছি হে, (নটবর) ৷

আম্র ধরে ঝোঁপা ঝোঁপা তেঁতুল ধরে বেকা,
বাছিয়া বাছিয়া কর পিরিত যাহার হাতে শাঁখা হে।
(নটবর)

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল, কাক কোকিল গেল বাসা,
উঠ উঠ প্রাণ শয্যা দেও একবার দেখা। (হে নটবর)
বড় পাতারি চাকল চুকল, বাঁশ পাতারি সরু,
দেখে শুনে ক'রো পিরিত যাহার মাজা সরু। (হে নটবর)

২০৮

মালা কার গলে দিব রে ও প্রাণ ভ্রমেরা,
চাপা ফুলের মোহন মালা।
আমি না জানি উঠিতে, না জানি বসিতে, না জানি এ কেশ বাঁধিতে,
সকল সুজন বন্ধু না জানি পড়িতে মুই নারী অল্প বয়সে।
বাজারি ঝিয়ারী, মাটীরি কলসী,
যায় কন্যা যমুনার জলে,
কলসীর ভরে চলিতে না পারে,
হেলে দুলে পরে বন্ধুর গায়ে।
(মালা কার গলে দিব রে!)
অনলেতে রাঁধিব, জলেতে বাড়িব, জলেতে ভাসাব হাঁড়ি
যে জনে ভাঙ্গিল, এ নবীন পিরিতি তাঁই যেন হয় এ পাপের দাগী।
(মালা কার গলে দিব রে!)
আমারি বন্ধু অন্যেরি বাড়ী যায় আমারি বাড়ী দিয়া ঘাটা,
আরেক দিন দেখিলে আপন নজরে পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা।
(মালা কার গলে দিব রে!)
বন্ধুবাঁ বাড়ীতে একজোড়া কবিতর আভাগার বাড়ীতে চরে,
এক মুষ্টি শরিবা ফিকিয়া মারিলে খায় আর বাকুম বাকুম করে।
(মালা কার গলে দিব রে!)

২০৯

বাটুপার

বাটুপার বন্ধুরে নাম তোর বাটুপার।

বাটুপার বন্ধুরে বাটুপারও তোর কথা,

ওরে দিব গাছেরি বাড়ি দিয়ে, ভাঙ্গিব তোর মাথা রে !

(বাটুপার)

কাপড় দিবার চাছলি বন্ধু দিয়ে গেলেন কাপড়,

ওরে রাত পোহালে উঠ্যা দেখি গাছেরি বাকল রে !

(বাটুপার)

টাকা দিবার চাছলি বন্ধু দিয়ে গেলেন টাকা,

ওরে সেও টাকা দিয়ে গেলেন আঁধারি রাতে রে !

(বাটুপার)

টাকা লাড়ি টাকারে চাড়ি টাকা দেখি পাতল,

ওরে রাত পোহালে উঠে দেখি গাছেরি বাকল রে !

(বাটুপার)

কদম দিবার চাছলি বন্ধু দিয়া গেলেন কদম,

ওরে সেও কদম দিয়ে গেলেন আঁধারি রাতে রে !

(বাটুপার)

কদম লাড়ি কদমরে চাড়ি কদম দেখি মোটা,

ওরে রাত পোহালে উঠ্যা দেখি বরেবি ঝোপ রে !

(বাটুপার)

২১০

বিনোদ ভ্রমেরা রে

পরের নারী দেখে তুমি অমন কেন কর,

বোকা কলস গলে বেঁধে রে জলে ডুবে মর ॥

(বিনোদ)

কোথায় পাব বোকা কলস রে কোথায় পাব দড়ি,
তুমি হও যমুনার জলরে আমি ডুবে মরি।

(বিনোদ)

সাথ্যক তোমার বাপ মাও রে সাথ্যক তোমার হিয়া.
এমন বয়সে তোমাক রে না দিয়েছে বিয়া।

(বিনোদ)

২১১

তোলা মাটী পেয়েরে বন্ধু আরজে গেলেন তাল,
চাকর-ও ডালিম্ব ফল, যৌবন রাখব কত কাল।

(বন্ধুরে)

পাগলা মাটী পেয়ে বন্ধু আরজে গেলি বেগুন.
খালুনা বিলালুনা নারে বন্ধু মনে থুলু আগুন।

(বন্ধুরে)

পাল্টা মাটী পেয়েরে বন্ধু আরজে গেলেন কলা,
ও জোড় কলা বাদুড়ে খাল রে বন্ধু চোচার ভাগী তোরা।

(বন্ধুরে)

২১২

বিদেশেতে রইল বন্ধুরে !
বিধাতার কলমের কালি কাঁচা চুলে হলাম আঁটী,
ও আমার মনে বলে জহর খেয়ে মরি রে !

(বিদেশেতে রইলুঁ বন্ধু !)

পতি আমার ওলা ভোলা, তার ভাঙ্গিয়া দিস্‌লো বালারে,
ও আমার লক্ষ ভাঙ্গিয়া দিছলা কুন্তি মালা রে !

(বিদেশেতে)

বিধি যদি পাখা দিত, পাখী হয়ে উড়ে যা'ত
ও মোর উড়ে যাইয়ে পরতাম বন্ধুর গায়ে রে।
(বিদেশেতে)

অমতলাতে ঘরখানি দুই সতীনে বাড়া-বানি,
ও আমার বদন চিয়েয়ে পড়ে ঘাম রে,
আপনারি বন্ধু হ'ত এ ঘাম মুছায়ে দিত রে।
(বিদেশেতে)

বন্ধু আমার তিলেক চাঁদ তিল কাটিয়ে বুনে ধান,
ওরে সেও ধান হয়ে গেল উড়ি রে!
(বিদেশেতে রইলা বন্ধুরে!)

২১৩

গুরু যখন যে ভাবে রাখ সেই ভাবে থাকি
কখন দুগ্ধ চিনি,
কখন মাখন ননী,
কখন জুটে না ফেনা পানি,
কখনও আলবনের শাক ভোগী।
(সেইভাবে থাকি)

তুমি রোগ তুমি ব্যাধি,
তুমি বৈদ্য ঔষধি,
সকলেরই বল বুদ্ধি,
তোমারে কবির সাঁই বলে ডাকি।
(সেইভাবে থাকি)

২১৪

গুরুপদ নিষ্ঠা মন যার হ'বে
অমূল্যধন সেই সে হাতে পাবে।
আগম নিগমে গোসাই কয়,
গুরুরূপে দীন দয়াময়,
অসময়ের কাণ্ডারী সেই সে হয়,
নিহার করে যে তারে ভজিবে।
(সেই সে হাতে পাবে।)
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান,
অধঃগতি নরকে তার স্থান,
গোসাই লালন বলে সেই সে আমার
ঘটল বুঝি মনের কুস্বভাবে।
(সেই সে হাতে পাবে।)

২১৫

মধুর হরিনামে বাঁধিয়ে ঘর তা'তে বসত কর্।
ঘরে পড়বে না জল বৃষ্টি বাদল (মনরে),
কত বয়ে যা'বে তুফান ঝড়।
(তা'তে বসত কব।)
ঘরে জ্বালিয়ে অনুরাগের বাতি,
জ্বলতা'তে সে সারা রাতি,
টল্‌বেনা রতি,
ও ঘরে থাকৃবি শুয়ে পরম সুখে (মনরে)!
ঘরে আসবে না শমনের চর।
(তাতে বসত কর।)

ঘরের দীর্ঘে প্রস্থে কয় নড়ি (?)
কয় কাঠা তাত খোদ বাড়ী,
কয়টা ভাঙ্গা নালা চর।
ঘরের অধঃ উৰ্দ্ধ ঠিক রাখিও (মনরে)
মূল মূস্র দিয়া মটকা মার।
(তাতে বসত কর।)
ঘরে গাঁত ছাটন পঞ্চ নামে,
গাঁত সুতল পঞ্চ গুণে,
লতা চন্দ্র চার কোণে .
সাবে চব্বিশ অক্ষর ঘরের ছাওন (মনরে)।
ও দীনবন্ধুকে ঘরনী কর।
(তাতে বসত কর।)

২১৬

মন তুই কোন সাধনে যাবি ভব পারে,
কোন সাধনে যাবি
মন তোর সাহস দেখে তাইতে ভাবি।
(কোন সাধনে যাবি।)
সেই ত্রিপিনেরি তিনটী ঘাটে,
বাঁধা আছে তিনটী কাটে,
ভাব চাসায় আটা আছে,
উপর চারে কপাটে।
আছে সপ্তবিন্দু কল,
প্রেমেরি শিকল,
স্থানে স্থানে আছে উল্টা চাবি।
(কোন সাধনে যাবি।)

ত্রিপিনীর তিনটী কোণে,

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনজনে,

সৃষ্টি প্রলয় কারণে,

ব্যক্ত এ চৌদ্দ ভুবনে।

ত্রিপিনীরি ভাস,

স্বয়ং যিনি বাস,

নন্দের ঘরে চড়াচ্ছেন গাভী।

(কোন সাধনে যাবি।)

কত সাধু মহাজনে,

কাণ্ডারী আবানে,

বাউরীতে পারে যাচ্ছেন যাবি।

(কোন সাধনে যাবি।)

২১৭

উল্টা গাছে চড়বি যদি মন।

আগে কর গুরুর কাছে অন্বেষণ।

উল্টা গাছের ডাল ছাড়া পাতা,

আসমানে তার গাছের গোড়া,

জমিনে তার ডাল, রে ক্ষেপা জমিনে তার ডাল।

গাছের মূল গেলে রত্ন মিলে,

অখণ্ড গোলক ধাম।

(উল্টা গাছে চড়বি।)

গোলক বলে মন তোমারি দোষ,

বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাও।

এই কি সাহস তোর,

ও চাঁদ ধরবি যদি নিরবধি গুরুরূপে দে নয়ন।

(উল্টা গাছে চড়বি।)

২১৮

দেহের খবর রাখলি না রে ও মন মাঝি,

তুমি কুবাতাসে বাদাম দিয়ে, অবেলায় ঘুমালি।

(দেহের খবর)

নৌকার এক জায়গাযে লাগাছে নোনা,

কল্লি ক্যান গাব কালি।

(দেহের খবর)

নৌকার দুই ধারে দুই জ্বলেছে বাতি,

নৌকার মালখানা হ'ল চুরি।

(দেহের খবর)

২১৯

এল এক রসিক পাগল, বাধাল গোল

নদেবাসী দেখ লো তোরা ;

রসিকের সঙ্গে যা'ব পাগল হ'ব

দেখ্‌ব নব রসিকের রসিকের গোড়া।

(দেখ লো তোরা)

উজির পাগল, নাজির পাগল,

আরাক পাগল না দেয় ধরা,

তারা তিন পাগলে যুক্তি করে,

মক্কায় ক'রল নামাজ পড়া।

এল এক রসিক পাগল বাধাল গোল।

(দেখলো তোরা)

২২০

আমি নামাজ পড়িতে যাই চলো রে,
নামাজের সময় হ'লো, জ্ঞান বাতি শীঘ্র জ্বালো।
জায়-নামাজ কে বিছাল গো তাহার সন্ধান বলো।
মন পাগলরে!

মক্কার ঐ মসজিদ ঘরে,
পাঁচ জন হুরী নামাজ পড়ে,
তারা পড়ছে নামাজ হ'য়ে কাতারে।
রমজানের চাঁদ উঠ্‌ল,
চাঁদ দেখিয়া থেকো রোজা,
চাঁদ দেখিয়া ছাড় রোজা,
হ'য়ে হুঁসিয়ার।
সাবদাল কয় নিবেদনে,
মেছেরালী খোঁজ মনে,
কলামে কুরানে মিশায়ে গো,
ফোরকান বলো যারে।

২২১

প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে,
প্রেম করা কি কথার কথা, গুরু ধরো চিনে।
প্রেমেতে এই জগত বাঁধা,
মোহাম্মদ আর আপ্‌নে খোদা,
হায় গো প্রেম করো মন প্রেমতত্ত্ব জেনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
প্রেম করে ছিলো তারাই শুনি,
আর এক মরণে দুজন ম'লো
প্রেম সুধা পানে।

২২২

সাদের বোষ্টমী আমায় কর্‌লে দেশান্তর।
অঙ্গিভঙ্গী দেখে তোমার লজ্জা লাগল মনোভার।
বোষ্টমীরা খোপা বাঁধে কানের কানপাশে,
আমার দেখে মন হাসে।
বোষ্টমী খায় এক বিরা পান লও মণ সুপারী,
আওলা চোদ্দ পৈশারী,
তার আধ মন লাগ্‌ল পাপড়ী খর॥
ও পাড়া মণ্ডলের বাড়ী ঠাণ্ডা খাবো ভাত,
ও ভাত লিবো বইজি কা'ত,
দুই পাঁজরে কপনী বেঁধে, মগা ভরে লিব ডাল,
খা'ব কাল।
বোষ্টমীরা চান করে শানবান্ধা ঘাটে
ও আমার দেখে মন হাসে।

২২৩

দিনের কথা মনে যান হয়,
এবার মুরশীদ ধরে, সাধন করে, দিল কেতাবের খবর লও
শরিয়ত আর তরিয়ত, হকিকত আর মারফত,
মুরশিদেরই হ'য়ে গত সুধাইয়া লও।
সদাই থাকে রূপ নেহারে, তারাই দিনের কাম্য করে,
আখেরে জেনে শুনে কানা হয়।
চারি কালমা চারি মতে, তৈয়ম কালমা মূল নেহারায়।
ইমান অমূল্য রতন, তাই খুঁজি সদায়।
লাহুত লাছুত মালকুত জবরুত, কোন মোকামে আল্লা মজুদ,
আল্লাহ কোন মোকামে বারাম স্থায়।

মুরী জহুরী জব্বরী ছঁওরী পিয়ালা চারি।
কবুল করে হুসিয়ারী তারা দেলে রাখে কুলের ভয়।
জাহেবে বাতনে শুনি পঞ্জাতনে গুণমণি,
আলী কী মা জননী ইমাম দোন ভাই,
পাঞ্জাতনের মর্ম্ম জেনে পাঞ্জা পড় মনে,
যার সামনে মুরশিদ বরজখ ধ্যানে।
সাঁইজীর কদেমেতে ছের ঝুলায়,
জবরতের পর্দ্দা খুলে দিবেন মুরশিদ দয়া করে,
নূর ছেতারে উদয় হ'লে রূপে ঝলক দ্যায়,
অধীন পাঞ্জু বলে মোর কপালে,
কি ক'রবেন যেই মালেক সাঁই।

২২৪

মাগো, মা বউ আমাদের ক্ষেপেছে,
চেয়ে দেখ নয়নে চাঁদ বদনে কি ছিল কি হ'য়েছে।
ও বউ যমুনায় জল আনতে গিয়ে,
হাসে আর দেখে চেয়ে,
কালা বুঝি পাগলা-ঘুড়ি দিয়েছে।
বাঁশী স্বরে অনুপাম, তাই বুঝি রাই পেয়েছে।
ও বউ রান্না-শালায় রাঁধতে গিয়ে
কাঁদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
শুধাইলে কয় না কথা বলে ধুঁয়া লেগেছে,
লজ্জায় তাড়াতাড়ি নামিয়ে হাঁড়ি
নীল বসনে চোখ মুছেছে।

২২৫

কেন নামাজ পড়িতে দেরি করো,
ওক্ত বুঝে আপন আপন অজু গোছল সারো।
মসজিদে আজান দিল,
আল্লা রছুল মুখে বল,
আখেরে হবে ভাল,
বুঝে সবে চল।
সদায় যে বলে আল্লা,
তার সঙ্গে রছুলাল্লাহ,
সেই হবেন পারের হেল্লা,
তারে কেন ভুলো।
কেয়ামত কঠিন ঠাঁই,
কাজী হবেন আপে সাঁই,
ফাটি ফুটি খাটবে না ভাই,
এবেলা কাজ সারো।
তুমি আল্লা কর তার,
সব তেরা এখতার,
অধম মোবারকের কেউ নাই আর,
তুমি রাখ মারো আল্লা,
তুমি রাখ মারো।

২২৬

কাজ নাই ছাওালের বিহা ওহে সদাগর,
চাই না তোমার পুষ্প জল; (চাই না তোমার)
কাজ নাই ছাওালের বিহা ওহে সদাগর।
চম্পলা নগরে ঘর, চন্দ্র সদাগর,
কাজ নাই ছাওলের বিহা ওহে সদাগর।

ছয়টী পুত্র মারা গিছেরে, কালিদহ সাগরে,
একটী পুত্র আছে সাধুর সোনার লকীন্দর।
কাজ নাই ছাওয়ালের বিহা ওহে সদাগর।
বিভা দিয়ে রেখেছে তারে কাচের বাসর ঘর,
কাজ নাই ছাওালের বিহা ওহে সদাগর।

২২৭

জল ভর জল ভর কন্যা জলে দিছ ঢেউ,
মাথা তুলে কও না কথা সঙ্গী নাই মোর কেউ।
সার্থক তোমার বাপ ও সার্থক তোমার হিয়া,
এহেন সুন্দর কন্যার না হয়েছে বিয়া।
পরের নারী দেখে সাধু এমন কেন কর,
বোকা কলস গলে বেঁধে জলে ডুবে মর।
কোথায় পাব কলস কন্যা কোথায় পাব দড়ি,
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মরি।
বাবা দিল দিঘী সরোবর বাঁধা চারি ঘাট,
তুমি নীলা জল ভরিবে আমি চৌকিদার।
বাবা দিল দিঘী সরোবর বাঁধা চারি ঘাট,
আমি নীলা স্নান করিব কিসের চৌকিদার ?

২২৮

বারমাসী

যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি এক,
বাম কানের মদন করি ডান কানে দেখ,
প্রভু দয়া কর।
দয়া কর প্রভুরে পালনী কর যুবতী হ'ক নারী এ বৎসর বারো।

যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি দুই,
ছক্কার পাছে প্রভু মেঘলালের ফুল,
মেঘলালের ফুল প্রভু ঘন মেলে আগা,
তোমাকে দেখি প্রভু যেন ভুলিল বাঘা।
যখনি নারী প্রভু বৎসরি তিন,
হালুকা ঘোড়ার পিঠে না বাঁধ জিন।
যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি চার,
পাশা খেলায় প্রভু এসারে সার।
প্রভু দয়া কর পালনী কর এ বৎসর বারো।
যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি পাঁচ,
ছক্কার পাছে প্রভু তলবার বাঁশ।
তলবার বাঁশ প্রভু পাকলে হয় ঝুনা,
স্বজন কামিলা দিয়ে এতানা গুনা (?)।
যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি ছয়,
আপনার কোচ্ছার কড়ি না কর ক্ষয়।
প্রভু দয়া কর দয়া না কর প্রভু পালনী কর
দয়া কর প্রভুরে যুবত হোক নারী এ বৎসর বারো।
যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি সাত,
স্বর্ণের থালিত প্রভু বারে যেন ভাত।
ভাত বাড়িয়া প্রভুরে ডানে বাঁয়ে চায়,
কখন বা বনের বাঘা আমাক ধরে খায়।
যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি আট,
একখানা পুকুরের চারি খানা ঘাট।
যেই না ঘাটে নারী স্নান করিতে যায়,
আপনার আঁখি দেখে আপনি ভুলায়।
প্রভু দয়া কর দয়া না কর প্রভু পালনী কর।
যুবত হক নারী এবৎসর বার।
যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি নয়,

তাঁতিয়া বুনায় কাপড় না গণে শ'।
প্রভু দয়া কর পালনী কর যবত হোক নারী।
এ বৎসর যায়।
যখনি নারী প্রভু বৎসরি দশ,
কাচা লেবুত্ প্রভু না পাবে রস।
প্রভু দয়া কর পালনী কর নারী এবৎসর বাব।
যখনি নারী প্রভু বৎসরি এগার
সুজন কামিলা দিয়ে আট পালই গড়।
প্রভু দয়া কর পালনী কর নারী এবৎসর বার।
যখনি নারী প্রভুরে বৎসরি বার,
আপনি নাহি পার বেগারী ধর,
প্রভু দয়া কর পালনী কর নারী এবৎসর বারো।

২২৯

আগে নদী শুকনা ছিল, আচম্বিতে এক বন্যা এল,
এসে বন্যা হ'ল পারাপার।
বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।
নদীতে নেম্‌ব না ভাই খবরদার,
বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।
নদীতে নেম্‌লে পরে ক্ষেপে এসে হুসারে কর খেলা,
মাঝি ভাই সামাল সামাল।
ডুবাল তরী ভবনদীর তুফান বুঝি,
মাঝি ভাই হুসারে কর খেলা।

২৩০

দেল কেতাব খুঁজে দেখরে মমিন চাঁদ।
তাতে আছে রে সকল বয়ান ॥
এব্রাহাম মসলা নামে আত্তা খাজুমে মোকামে।
খোদাই যেদিন হজ ভেজিবে,
সেদিন মজিদের নিশান উঠিবে।
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে হবে।
যদি করে আল্লা মেহের বান :
ইঞ্জিল তৌরিত জব্বর ফোরকান,
চারি জায়গায় চারের বয়ান,
ইচ্ছা, মুছা, দাউদ, রসুল,
খোদার কাজে আছে মকবুল,
ফরমান করিবে কবুল পড়েছে সদাই চার কোরান।
লালন সাঁই দরবেশ বলে।
দেখ সবে অজুদ মাঝে
খুঁজে দেখলে পাবেরে সকল মন।

২৩১

কোথায় অলি [= রলি] হে দয়াল কাণ্ডারী,
এ ভব তরঙ্গে আমায় দেও চরণ তরী।
যত করি অপরাধ, তথাপি তা তুমি নাথ,
মারিলে মরি নিদান্ত
ওগো বাঁচালে বাঁচিতে পারি ॥

পাপীকে করিতে তারণ,

নাম রেখেছেন পতিত পাবন।

ঐ ভাবনা আছে যেমন,

ওগো চাতক মেঘ নিহারে।

সকলকে লইলে পরে

দিক চা'বে না ফিরে ;

দয়াল তোর চরণ কি এতই ভারী ॥

২৩২

মন তোর দেহের ভাবনা কেনো ?

গুরুর নাম লয়ে তুই বস্ নিরালে,

গাড়ীর টাকা খরচ ক'রে,

কেনো গেলি তুই গঙ্গাস্নানে ?

তোর গয়া কাশী শ্রীবৃন্দাবন

সব র'ল তোর গুরুর চরণে ॥

উট, দুম্বা, ছাগল ভেড়ী,

কাজ কি রে তোর বলিদানে।

আপন দেহের মধ্যে ছয়টী পাঁঠা,

কুরবানী দেও গুরুর চরণে।

ঢাক ঢোলক সারিন্দা বেহালা,

গুরুর কাছে সেবা দানে,

আপন দেহকে সারিন্দা বা'নে

বাজাও যন্ত্র রাত্র দিনে ॥

২৩৩

দেখ মন রাবের [=আবের] গাছে ফুল ফুটেছে
　　মীণ রয়েছে তার ভিতরে।
দেখ মন আদম ছবি, আল্লা নবি,
　　তিনজন গাছে খেলা করে।
দেখ মন রাব্বের ফেনা, যাবে জনা,
　　আল্লা নবি বল যারে॥
দেখলাম এক রজগুপি কল, ডাল ছাড়া ফুল,
　　ফুলছাড়া ফল তার ভিতরে।
লালন কয় রাব্বের ফেনা, যাবে জানা,
　　আল্লা নবি আছে তার ভিতরে॥

দেখ মন তিন বেড়ার এক বাগান আছে,
　　সেই ফুলেরই বোঁটা কাটা,
পাহাড়া দেয় ছয় রিপু বেটা।
　　তার ভিতরে মরা কান্না,
আল্লা নবি বলতেছে রে,
ডুই নামে এক বস্তু লেখা,
　　প্রেমরসেতে আছে মাখা,
মরা মানুষ গাছে ধরা;
　　মুর্শীদ আলি ব'ল্‌তেছে।
ব্রহ্মাণ্ডের উপর কমল কলি রত্নে তার আছে শির,
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আটা গুরুরূপে ঝিলক দিচ্ছে।
যে খেয়েছে ফুলের সুধা,
　　থাকবে না তার ভবের ক্ষুধা।
গোসাই কুবীর বলে
　　শুধু খেলে মরে বাঁচে।
চন্দ্র সূর্য্য ফুল ফুটেছে বোঁটা
　　নাই ফুল ঢুলে গাছে।

২৩৪

ওগো নয়ন জলে চরণ ধোয়াতে
পাল্‌লে মর্শিদ সাধন হয়।
শুধু হাউ মাউ করে কাঁদলে পরে,
তাতে খোদা রাজী নয়।
ওগো সামনে মুর্শিদ রজরত [= হজরত] মড়া,
খোদা ছাড়া সেজদা করা,
সেখানে এক সেজদা দিলে,
হাজার লোকের সুবাব হয় ॥
আর একটি কথা শুনি, পানির মধ্যে শুক্‌না জানি,
তাতে বয়তুল মজিদ হয়।
অধীন কুবমান কেঁদে বলে বলে,
এবাদ [এবাদ] বুঝা হ'ল দায় ॥
নয়ন জলে পা ধুইয়া, লেও গো,
চরণ কোলে তুলে।
তবে দেবে দিদার খুশে আপনে
সে দয়াময়।

২৩৫

আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে,
নড়ে চড়ে ঈশান কোনে, আমি দেখলাম না তো তুই নয়নে।
আমার জল কি হুতাশন, মাটী কি পবন।
আমায় নিলয় করে, দেখলাম নারে,
এ সবাই বলে প্রাণ-পাখী, আমি শুনে চুপে চাপে রাখি।
ওরে হাটের মধ্যে হাট ভবের হাট বাজার।

আমি হাত বাড়াইয়ে খুঁজে পাইনে তারে।
আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
রে ঘড়ি তালা, কলে চলে,
আমার লালন কালা সাঁই দরবেশ বলে,
আমি জনম ভরে খুজে পাই না তারে।
আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আপন বাড়ীর নাই ঠিকানা,
পরের বাড়ীতে দিয়াছে হানা।

২৩৬

ওরে সামান্যে কি সে ধন পাবে?
যুগ যুগান্তে যোগী ঋষি, তারা হয়েছে বনবাসী,
ও চরণ পাবো বলে কালো শশী তারা বসেছে ত্যজে
তারা বসছে ধ্যানে, তবে শ্যামের নেকী
ওরে গুরু ধনে যার আশা,
অন্য ধনে তার নাই লালসা,
ফকীর লালন ভাঁড়া বুদ্ধি নাশা,
মলো দু'আশায় ভেসে।
ওরে গুরু ভজে কিনা হ'লো,
কত বাদশারই বাদশাই ছাড়লো রে,
কত কুলবতীর কুল গেলো,
দেখ্ কালারে ভজে সামান্যে কি?

২৩৭

আল্লা বলে ডাকরে মন দিবা নিশি,
ও যে জন না জানি প্রেম করে,
সাপের মণি ধরেরে মন,
ও সাপ খেলাতে না জানে,
আপন গলে লয় রে ফাঁসি।
ও সাপ খেলাতে না জানে,
আপন গলে লয় রে ফাঁসি।
একবার আল্লা বলে ডাকরে মন দিবানিশি.
ভাই বান্ধব যারা ভবের কুটুম তারা,
চোরা ধরি, ধরি মনে করি, ধরিতে না পারি রে মন।
চক্ষের পলকে সোনার মানুষ দেয় রে ফাঁকি।

২৩৮

নবি নুর অংশ নিবংশ,
শুনি তার কারণ নিবংশ,
শুনি তাই লাগছে দিশে .
নুর চেহারা, সেই ভাব জানি কি আমরা,
ওরে খোদার সঙ্গে ছিল নবী না ছিলা বেওরা
ওরে আউয়ালে নবি, ও মা ফাতেমা বিবি,
দুঃখের সুখের ভার নবি ঐ ভাবের ভাবী।
ওরে তুই আয়রে উপই, নবির তাল নিশে,
ওরে দে রাগের ঐ ডালে
রাখেন নবি যুগল ময়ূরের বেশে।

২৩৯

হা, হা, হা, আগে তালাস করে দেখ রে আমার মন,
মনরে গয়া কাশী তীর্থে যায় যারা গুরু সাধন না করলে,
তার সব হয়ে যায় অকারণ।
মন রে মনের মধ্যে আর এক মন আছে,
মন রে বারো মাসে চব্বিশ ফুল ফোটে,
ও তার কোন কুলে ভ্রমরা বসে,
কোন ফুলে হয় গুরু সাধন।
আগে তালাস করে দেখরে আমার মন।

২৪০

ও দীন দয়াময় ধরে পাই,
আমি তোর ভারি অবোধ ছেলে।
মন রে গৃহস্থেরা করে হেলা, ও মন রাখালের মারে ঢেলা,
কর না হেলা ফেলা পথের কাঙ্গাল বলে।
ও দীন দয়াময় ধরে পাই, আমি তোর বড়ই অবোধ ছেলে।

২৪১

উজান স্রোতে নৌকা দিতে কত সাধু বসে ভাবছেন ভাই,
ধার চিনে ধার ধরতে পারলে, তার কি নৌকা মারা যায়?
উজান স্রোতে নৌকা দিতে কত সাধু বসে ভাবছেন ভাই।
পাখীর মত পাখীর পাখা, তবে পাখী না বলে কথা,
পাখী সদাই উড়ে সদাই পড়ে রাত্র দিন সমান চলে।

২৪২

ও মন গুরু গুরু গুরু বলো,
ও মন গুরুর নাম ভালো, গুরুর কাম ভালো,
গুরুর নাম মোর পথের সম্বল।
ও মন গুরু গুরু গুরু বলো।
মন রে কাঠুরিয়া এক মানিক পা'লো।
ওরে দোকানে বেচিতে গেলো, মানিক কান্দে অবিলাসে,
কাঠুরিয়া তুই চিনলি না রে।
ও মন গুরু গুরু গুরু বলো।
মন রে যেদিন সিন্দ কেটে চোর ঢুক্‌বে ঘরে,
সেদিন অঞ্চলের ধন মোর কাঁচা সোনা,
ওরে পড়বে ঘোর অন্ধকারে,
ও মন গুরু গুরু গুরু বলো।

২৪৩

আমি লাভ কর্‌তেছিলাম ষোল আনা গো ভবে,
আমি লাভ কর্‌তেছিলাম ষোল আনা।
ও তুই হাটে যেয়ে ভক্তি হয়ে কর্‌গে বেচা কেনা,
আমি লাভ কর্‌তেছিলাম ষোল আনা।
মন রে ঠিক রেখো তুই নয়নে।
ভয় রেখো মহাজনের, কা'কে যেন কমি বেশী কর না।
আমি লাভ করতেছিলাম ষোল আনা।
মন রে হাটের উপরে থানা, ওরে মন কামী লুভী যেতে মানা,
গেলে পরে ফেরে পড়্‌বে, মহাজনের মাল হারাবে ষোল আনা।

২৪৪

ভবে এসে লাগ্‌লো তোর ঘোলা, সত্যকথা নাহি হলো মিথ্যা কথায় জনম
গেলো,
ঐ ছাখ্‌ কাল শমন এল, ঘটুল রে যম জ্বালা, মন রে চার রং ধরে খেলা কর।
ওরে মন বদ রং হয়ে রংটী ধারা, যে রং গোপনে রলো টিকা কালু-বালা।
ভবে এসে লাগ্‌লো তোর ঘোলা॥

২৪৫

অবোধ মন আমার না জেনে পিরিতি মজ না
যার হয় পিরিতের বাসনা সাধুর সঙ্গ তার ভুল না
লোহা বলে হ'ব সোনা, মুরশিদ আমারো কপালে, না জেনে পিরিতে মজনা।
ওরে মানুষের পিরিত ভূতের বাজী, ক্ষেণে লগ্ন ক্ষেণে রাজী,
মুরশিদ লবান কয় বিদেশে মরণ
মাথা খাটায়ে, অবোধ মন আমার, না জেনে পিরিতে মজো না।

২৪৬

মন! বিধি যার কপালে যা লেখেছে রে,
দুখ কাঁদিলে যায় না।
এ দুখী যাচ্ছেন ভবের হাটে,
দুখের বোঝা লয় গো মাথে,
ও তার ধনী লোকে দর করে না।
ও তার দর করে দুখী জনা, দুখ কাঁদিলে যায় না।

কেহ থাকে দালান কোটায়, কেহ থাকে বৃক্ষতলায়,
বিধি যাক্ যে হালে রাখে,
আবার দুখ পেয়ে যায় বন্ধুর বাড়ী রে।
ও বন্ধু ডাক্‌লে কথা কয় না।
বন্ধু ডাকলে কথা কয় না
দুখ যায় না।

২৪৭

গুরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না,
গুরু তুমি হে খোদারই দোস্ত, অপারের কাণ্ডারী সত্য,
তুমি দেখা দিয়ে ওহে রছুল ছেড়ে যেওনা, ছেড়ে যেওনা,
গুরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না।
গুরু আশা দিয়ে আন্‌লে পথে, তুমি চল্লে গো আসমানেতে,
ওরে আসমানেতে আয়েন ভারী, আছে সান্তানা আছে সান্তানা (?)
গুরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পা'ব না।

২৪৮

গুরু তোমার চরণ ভজ্‌বো বলে বড় আশা ছিল,
আশা বৃক্ষ রোপণ করে, আমি বসে আছি বৃক্ষমূলে, ও ফল পাব বলে,
আশা না পুরিতে বৃক্ষ ডাল ভেঙ্গে পড়লো মাথে।
বড় আশা ছিল।
তিনসন্ধি বছরের পাড়ি, বেলা বাঁচে দণ্ড চারি,
আমি অবেলা ভাসালাম নৌকা কিনারা না পা'লো,
বড় আশা ছিল।

মেঘের আড়ে চাতক উড়ে জল বর্ষে অন্য দেশে
ও চাতক বাঁচে কিসে ?
ওরে জল বিনে চাতকী মলো
ও মেঘের বরিষণ না হলো।
বড় আশা ছিল।

২৪৯

ওরে হস্তে মালা স্কন্ধে ঝোলা,
মরণের পথে দাড়া'ছো মন রে তোর গলে ফাঁসি।
তুই হস্তে মালা জপিতাছো,
এ নৌকার ছয় জনা কাণ্ডারী,
ইমাম্ হোসেন তার প্রহরী।
নৌকার মাস্তুল হলো হজরত আলীরে,
বাদাম হ'লো জিন্দা শামাদার॥

২৫০

এ ভব সংসারে এসে আমার ভাব্‌তে জনম গেলো,
গুরু যা কর তাই ভালো।
আমার নাই অন্য আশা, কেবল তোমার চরণ ভরসা,
আমি ধার ধারি না কারো, গুরু যদি আমার হতো!
গুরু আমায় বাস্‌তো গো ভাল, গুরু যা করো তাই ভালো।
গুরু ও নাম ধরে কলঙ্ক ঘরে ঘরে, আমি কোন হিল্লায় দাঁড়াবো,
গুরু ও নাম ধরে কলঙ্ক ঘরে ঘরে, আমি কোন হিল্লায় দাঁড়াবো।

২৫১

ওরে গোলের মধ্যে মাল হারালো, ও মাল শেষে খুঁজলে আর পাবে না,
কাম কুম্ভীর লোনা জলে, ও মন চুমুক-লোহা সাঁতার খেলে,
পর লোহা পড়বে গোলে, ঠিক রেখো মন কলে,
আবার সে কল ভুলে আশানালী, গুলে গলই পেতে বসে রয়,
গুলের মধ্যে মাল হারালো, শেষে খুঁজলে আর পাবেনা।
রূপ নগরে রূপের গোলা, ওরে মন সাধা তার চাবি খোলা,
নীচে খাদ কাটা ছোলা, খাত ফেলে জল তোলা।
জল ছেঁচে কাল বয়া গেল, রূপ নগরে চল যাই,
তার আকর্ষণে লেয় গো টেনে,
এখন জাহাজ সামাল মাঝি ভাই।
গোলের মধ্যে মাল হারালে ও মন শেষে খুঁজলে আর পাবে না।

২৫২

চাঁদের সঙ্গে চাঁদ মিশায়ে আমরা ভবে করব কি,
এ পঞ্চম মাসের কন্যাটী দশম মাসের গর্ভবতী।
ওরে তেরো মাসের তিনটী সন্তানের, কোন টি তার ফকিরী,
ওরে তেরো মাসে তিনটী সন্তানের কোন টি তার ফকিরী।
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে, নদীর চলেছে উজান স্রোতে,
ওরে সে জলেতে রত্ন চলে, ধরলে রত্ন পাওয়া যায়,
চাঁদের সঙ্গে চাঁদ মিশাইয়ে গো আমরা ভবে করবো কি।

২৫৩

ওরে ভবেতে এসে কারে তুমি চিনলে না,
ভবের পরে একজনা মেয়ে, তুই কারে তুচ্ছ পেলে সোনার চাঁদ।

কারে কল্লে গো বিয়ে, আসমান গেল বাতাসে উড়ে,
জমিন রইল পানিতে মিশে,
ওরে এই তিন কথার অর্থমর্থ গো,
না বল্‌লে তোমায় ছাড়বো না,
ভবেতে এসে তুমি কারে চিন্‌লে না।।

২৫৪

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে,
ভবে যাবেরে তার শমন সুশাসন,
অমূল্য ধন সেই সে হাতে পাবে,
গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
আগমে নিগমে তাই কয়,
গুরু রূপে দীন দয়াময়,
পরকালের বন্ধু সে হয়,
অধীন হয়ে যে তারে ভজিবে॥
গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার,
অধঃপথে গতি হয় তার রে,
ফকির লালন বলে সেই দশা আমার,
ঘটলো বুঝি মনের কুস্বভাবে,
গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে॥

২৫৫

এ বড় আজব কুদরতি,
আঠারো মোকামের মাঝে,
জ্বলছে একটা রূপের বাতি,
এ বড় আজব কুদরতি।

কে বলে কুদরতি খেলা,
জলের নীচে অগ্নি জ্বালা,
ডুবে দেখতে হয় নিরালা,
যে জানে সে মহারতি ॥
এ বড় আজব কুদরতি ।
ছিয়া মণিলাল জহরা,
সেই বাতি রয়েছে ঘিরা,
খবর ক'র্‌তে হয় নিরালা ।
যে জানে সেই সাধু ব্যক্তি ।
এ বড় আজব কুদরতি ॥

২৫৬

আমি জান্‌তে এলাম সাধুর দ্বারেতে,
কোন নূরে ওগো কোন নূরে ॥
অন্ধকার, ধন্দকার, কুয়াকার, নৈরাকার,
ঘুরিতে ফিরিতে ও ঘুরিতে ফিরিতে ॥
সাঁইজি আমার ছিল একা ।
কার সঙ্গে হ'ল দেখা ঘুরিতে ফিরিতে ।
আমি জানতে এলাম সাধুর দ্বারেতে ॥
কার সঙ্গে কইল কথা ।
নক্‌ছো তখন ছিল কোথা
কে তারে পাঠাইল ভবের মাঝারে ॥
সাধু তা বল্‌বে না, বাউল তা মান্‌বে না ।
আমি জানতে এলাম সাধুর দ্বারেতে ॥

কোন নূরে নবিজি পয়দা আদম পয়দা।
আমি জানতে এলাম সাধুর দ্বারেতে ॥
আকার সাকার দীপ্তকারেতে কার সঙ্গে হ'ল দেখা,
আমি জানতে এলাম সাধুর ঘরেতে ॥
কার সঙ্গে হ'ল দেখা,
ওগো ঘুরিতে ফিরিতে ॥
মাতৃগর্ভে ছিলে একা তার সঙ্গে ছিল কেবা,
ভূগিষ্ঠে পড়িয়া কার সঙ্গে হ'ল দেখা।
মাতৃদ্বারে আইল কেবা,
আমি জানতে এলাম সাধুর দ্বারেতে ॥
কোন আকার প'ল দশ-কারে ॥

২৫৭

নবি দিনের রসুল আল্লার নাম হয় না যেন ভুল।
ভুল্লে পরে পড়বি ফেরে হবি নামাকুল ॥
আউয়ালে আল্লার নূর দৈয়মে তৌবার ফল।
ছিয়ামে ময়নার গলার হার চৌত্তলে তারা নবি,
পঞ্চমে ময়র ॥
আলেপের পানে চেও রে, আলেপের পানে চেও রে
দম গেলে আর দিন পাবে না ;
মনরে জান নারে, ডাইনে আলেপ বাঁয় মিম নিচে হয় নামরে ॥
ছায়তে চাইয়ে দেল ছায়ার আল্লার নামরে।
ছোয়াত ছালুতে কয় (?) মুরশিদ দিলে ভজলে হয়।
তিন প্রহর রাত বন্দেগী করেন এক প্রহর রাত ঘুমালি রে ॥

২৫৮

খোদে খোদা আল্লার রাধা দোস্ত মহাম্মদ,
অজুদে মজুদে সাঁই, দমে কিয়ামত।
বিস্‌মোল্লাতে বিস্ত হয় কিন্ত কারে দয়াময়,
করিম, কৃষ্ণ, রহিম, রাম আলেকুম ত স্বেত (?)।
কোরাণ কয় নামাজ রোজা, ভেস্তে যাবার রাস্তা সোজা,
হজরতে কয় নামাও বোঝা কর এবাদত।
খোদে খোদা আল্লার রাধা দোস্ত মহাম্মদ,
মনোমোহন ফিরেছেন খুঁজে হিন্দু মুসলমান।
বিবি ফতেমা কালী, শিব হ'ল হজ্‌রত,
জল পানি বায়ু একই হরফ ॥
খোদে খোদা আল্লার রাধা দোস্ত মহাম্মদ,
দরিয়ার মাঝখানে লাল নিশান।
গোসাঁই ডাকে কে যাবে উজান,
নদীব ধ্বজার নিচে নৈরাশ পানি, আকর্ষণে হতজ্ঞান।
সাজায়ে কত কে ডুবা পিল। ডুবে ম'ল হাকিম,
মোক্তার, দারোগা পুলিশেরে, ক্ষেপা দারোগা পুলিশ।
গোসাঁইয়ের পচা নৌকা ডিঙ্গী,
বোকা ভেসে বেড়ায় এক সমান।
মেঘাচ্ছন্ন হইলে আকাশ শুন দেখে কুল,
চেপে ধর যাবে কম্ম পার রে ক্ষেপা।
যাবে কম্ম পান নদীব ছনা ছুটে
জোয়ার আসে মাসে মাসে ডাকে বাণ ॥

২৫৮ (ক)

চান্দের গাছে চান্দ ধরেছে আমরা ভেবে কর্‌ব কি ?
ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম তারে তোমরা বল কি ?

তিন মাসের এক কন্যা ছিল নয় মাসে গর্ভ হ'ল,
এগার মাসে তিনটী সন্তান কোনটা করে ফকিরি।
সকাল বেলায় চার পায় হাঁটে, দুপুর হ'লে দুপায় হাঁটে,
সন্ধ্যাকালে তিন পায় হেঁটে দেশে চল বাবাজি।
ঘর আছে দরজা নাই, মানুষ আছে কথা নাই,
কে জোগায় তার খানাপিনা, কে জোগায় সন্ধ্যাবাতি,
লালন সা ফকিরে কয় এই তিন কথার মানে কি ?
কও দরবেশ কথার মানে কি ?
একটি ডিম্ব ছয়টি তার কুসুম,
বারটি রাস্তা শুনিতেছি, জলের নীচে মীন যে আছে,
আহার যোগায় কোন ব্যক্তি
আকাশে গাছের গোড় জমিনে ডাল শুনিতেছি।
গুরু দিলেন ডাল্ চাল্ মুরশিদে দিলেন খড়ি
তিস্তা নদীর পারে গিয়া পাকাইব খিচড়ী॥

২৫৮ (খ)

পার ঘাটীর মানুষ কভু কি মারা যায়,
ঘাটে লাগাইয়া তরী, খুব হুসারি আছেন মাঝি,
জানা যায় সেই না নদীর সরোবরে সর্প কুম্ভীর কতই করে,
কত জীব জানোয়ার আছে ধরে, কথা সত্য বটে মিথ্যা নয়।
কামে রত যত জনা, পথ থাকিতে পথ পাইবে না,
সেই খেয়া ঘাটে গেলে হবে কানা।
গুরু যার নদের সাথী, সে যা'তে হয় আসক্তি,
ঘাটে গেলে যে দুর্গতি তা'ত বলবার নয়,
ব্যাপার মালিক সাঁতার দিয়ে, হাটু জলে মাটী খাইয়ে,
কতশত যাচ্ছে মারা কে করে তার নির্ণয়॥

২৫৯

আজব সহর নহর বানাল কোন জন,
এক জাগাতে রেখেছেন জল আর আগুন ॥
আট দরজা যোল তালা, সে তালা ত মানে না,
সে সহরে চোর সান্দায়ে কোন দিনে দিবে হানা।
প্রহরী তার সচেতন, চোরের করে অন্বেষণ,
সে সহরে চোর সান্ধায়ে লুটিয়ে নিবে বস্তধন।
এ সহরে চালাইছেন রথ, দুই জনা তার সারথী,
দুই জনাতে সামিল হয়ে, দুই পাশে জ্বল্‌ছে বাতি,
মণিকোঠা আটা ঘর, তারই পরে রত্ন ঘর,
তারই পরে বিরাজ করে সে কোন জনে কোন জন।
আজব সহর নহর বানাল কোন জন।
এক জাগাতে রেখেছেন জল আর আগুন ॥
ভবে এসে যে জনা সেই নদীর তীরে যায় রে,
ও নদীর ভাব না বুঝে সাঁতার দিয়ে হাবুডুবু খায় রে।
বিষম নদীর ত্রিপিনে, মাঝখানে তার গহীনে,
হাবুডুবু খেয়ে ম'ল ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন, ত্রিলোচন।
আজব সহর নহর বানাল কোন জন।
এক জাগাতে রেখেছেন জল আর আগুন ॥
এ সহরে সকলেই বাস কারই কথা কেহ শুনে না;
সেই সহরেই খোদ মহাজন কেউ চিনে কেউ চিনে না ॥
ভবে আসা যাওয়া যে পথে, কার্য্যসিদ্ধি সেই পথে,
আপনি ইচ্ছা আপনি এসে আপনি সোদর মরণ ॥
আজব সহর নহর বানাল কোনজন।
এক জাগাতে রেখেছেন জল আর আগুন ॥

২৬০

ও যার মন চেতন নাই ধরে,
খোদার ভেদ জান্‌তে কোরাণ পাল্লে কি তা সারে।
ও যার মন চেতন নাই ধরে,
অজ্ঞানে শাস্ত্র পড়া, স্বপনে হাটবাজার করা।
আমি ঘুমে থেকে উঠে দেখি কেউ নাই ঘরে,
ও যার মন চেতন নাই ধরে ॥
ফকির পানা উল্লা ভেবে বলে,
আমি দিন-কানাকে চালাতে পারি রাত-কানাকে ধরে।
এবার জ্ঞান-কানাকে সঙ্গে নিয়ে,
পড়িলাম বিষম ফেরে ॥
ও যার মন চেতন নাই ধরে ॥
বেলা গেল ভবের হাটে, সূর্য্যদেব বসিল পাটে,
পসারি সব গেল উঠে,
চল যাই মন ভবের ঘাটে ॥
ভবের হাটে বেচাকিনা শুনেছি সাধুর নিকটে,
তুই কি ধন দিয়ে কি ধন নিলি, মন !
এই ব্যাপারে লাভ হ'ল কি বাকী হ'ল,
তোলা তোলে দেখাল তোলা, দেখাও মন ঘাটে ভবের হাটে।
বেঁধেছে সে নাও না জানি কখন কোন ঘাটে,
এবার হাটে এসে বামন, মাল হারাইল বুঝি বাটে।
যে ধনে হবি ধনী সে ধন আর,
নাই তোর নিকট ॥

২৬১

হাত মোর কাবাতুল্যা কান মোর কাবাশরী[ফ],
নাক মুখ মক্কা মদিনা ॥

তাহার উপর অধর চাঁন
আমার হাওয়ার পাখা টানিতেছে ॥
আলেক দরবেশ দরজায় ডাঁড়িয়াছে
ও যার ভাবে দুনিয়া মজিয়াছে ॥
আলেক দরবেশ দরজায় ডাঁড়াইয়াছে

২৬২

এবার গুরুপদে ডুবে যাবে মন মক্কা দেখ্‌তে পাব।
এই সহরে আছো ও মন কোন সহরে যাবি ॥
মাঝখানেতে আছে মক্কা হাত বাড়ালে পাবি,
মক্কার ঘরে তিন দুয়ারে আওয়াজ করছে।
পঞ্চ সুরা ত্রিশ দানা পঞ্চ মানিক দিতেছেন হজরত নাবি,
গুরু পদে ডুবে থাক মন মক্কা দেখতে পাবি।

২৬৩

গুরু গোসাঁই রজব [- আজব] কারখানা,
যার পাথরে লোহা ছিল কোন সন্ধানে গুরু স্বর্ণ নিল ॥
আসমানে এক আকরা বাড়া সে বাড়ীত কেহত চিনেনা,
গুরু গুসাঁই রজব কারখানা।
কেহ চিনে কেহ চিনেনা, সে কথা শাস্ত্রে লেখেনা,
গুরু গোসাঁই রজব কারখানা ॥
কোথাকার এক কারিকর আসি পরাল সোনার গহনা,
গুরু গোসাঁই রজব কারখানা ॥

২৬৪

ভবেতে এসে কারে চিনিলে না, কারে চিনিলেনা,
কারে মানিলে না সাধন ভজন হইল না।
আসমান গেল ঝড়েতে উড়ে, খাকি গেল জলেতে ডুবে,
কোনখানেতে বসে মুরশিদ শুনারে তোর নিজ নাম।
ভবেতে এসে কারে চিনিলে না॥
ভবের পরে যারে বলো মিঞে কাহারা দুগ্ধ খালে।
সোনার চাঁন কারে কর বিয়ে॥
এই চারিটি কথা না বলে মানব না, ও না বলিলে তো শুনিব না
ভবে এসে কারে চিনিলে না॥

২৬৫

আমি বশি ফেলেছি সাঁই জলে,
খাও বা না খাও ঠোক্ দিয়ে যাও বুঝ্ করিব কলে।
মন রে তুমি থাক শুক্না ডাঙ্গায় বসে,
আমি নামি অগাধ জলে॥
মন রে তুমি থাক শুক্না ডাঙ্গায়, আমি নামি গভীর জলে
ঐ দেখ পানির উপর ছিপ সুতা ভাসে মাথা যায় পাতালে
গুরু মাথা যায় পাতালে,
আমি বশি ফেলেছি সাঁই জলে॥

২৬৬

সুখলালে সুধারা, মন রে সুখলালে সুধারা,
আছে সাতসমুদ্র তের নদী ত্রিপিনেতে,
মিলন করা সুখলালে সুধারা।

যখন নদীর হুমা ডাকে সাধুলোক সব চেতন থাকে।
সামাল সামাল ও মাঝি ভাই ঠিক
রাখো তুই নয়ন তারা ॥
ও তরী যায় না যেন মারা ॥
সুখলালে সুধারা, মন রে সুখলালে সুধারা ॥

২৬৭

ও মুখে আল্লা বলো রসুল বল রে মন,
ভবে আর কিরে তোর মানব জনম হবে রে মন।
মুখে আল্লা বলো রে মন ॥
সমুদ্রের মধ্যে ভাই রে তির পত্যাবির ভাষা (?)
গরুরে করা (?) শিষ্যের আগে পাকিলে কোন ফল কাঁচা ॥
পার হইতে গেলাম ভাইরে ত্রিপিণির ঐ ঘাটে।
না'ও আছে খেওয়ানি নাই আমার করম কপাল দোষে ॥
আল্লা রসুল বল ভাই মুখে ॥

২৬৮

আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে,
ও ধারার সনে আছে মানুষ ধরো সে ধারায় রে।
আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে,
তিনশত ষাইট নদী, রসের নদী বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি ॥
সেই নদীতে প্রাণ বান্ধিলে মানুষ ধরা যায়।
লালন সা ফকিরে বলে রে পাঁচু, বুদ্ধি তোর নাই কিছু ॥
বেদাতির রস পান করিলে মৃত্যুহরণ হয়,
আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে ॥

২৬৯

আছে এক মনের মানুষ পরম পুরুষ দেহের মাঝে বিরাজ করে।
আমার সে রক্ত দেখি উজান নদী, নদী বয় তার তিনটী ধারে।
আছে সে গুপ্তভাবে ব্যক্ত হয়ে, তিনটী ধারে চরাচরে,
আমার সে ছয় মহলা ছয়টী খাসা, ছয়জনে তারা গাসমি ফিরে (?)
তারা সব আছে বসে সাধুর বেশে, ফাঁকে পাইলে ডাকাতি করে।
আছে এক মনের মানুষ পরম পুরুষ দেহের মাঝে বিরাজ করে॥

২৭০

হলাম আপন ধনে চুরি গো আমি আপন ধনে চুরি।
চোর ধর্‌বো বলে কল কৌশলে দিবানিশি জাগিয়া থাকি।
হ'লাম আপন ধনে চুরি গো আমি আপন ধনে চুরি।
চোরের কি বুদ্ধি সে চোর ধরা আগদ্দি (?)॥
ঘরের ভিতর থাকে' চোরে কর্‌ছে ছল-চাতুরী।
চোর বেটাকে ধর্‌বো বলে কত যুক্তি করি।
সবাই মিলে ধর ধর করি, সাহস পাই না সাপ্‌টে ধরি।
চোর বলে সন্দো না হয়, পছন্দ কোন কাজে নয় সে মন্দ করি
মণিপুরে থানা চোরের নয়নপুর কাছারী।
পলক ভরে চুরি করে, মিছে কেবল ধর্‌ ধর্‌ করি
হ'লাম আপন ধনে চুরি গো আমি আপন ধনে চুরি।

২৭১

কোন নূরে নবিজী পয়দা আদম হয় কোন নূরেতে,
আমি জানিতে এলাম ওগো সাধুর দ্বারেতে॥
না ছিল আছমান জমিন, না ছিল পবন পানি,
না ছিল আকার সাকার, দীপ্তকারতে সাঁইজি ছিল একা॥

কার সনে হ'লো দেখা, কার সনে হ'লো দেখা,

ওগো ওগো ঘুরিতে ফিরিতে।

আমি জান্‌তে এলাম ওগো সাধুর দ্বারেতে।

এগার কার ছিল জানেন তার খবর বল,

না বল্লে হবে না সাধু তা মানিবে না।

হ'বে না কাজের বিচার ঘুরিতে ফিরিতে।

ইছব আলী বলে গণি, ছয়জন তোর আছে গালিন (?)

আমি জানিতে এলাম ওগো সাধুর দ্বারেতে॥

২৭২

এ নজর এক দিক দিলে আর দিকে হয় অন্ধকার,

নূরে নিবে (?) দুইটী কথা কেমনে ঠিক রাখা।

আইন জারি জগত জোড়া, সেজ্‌দা হারাম খোদা ছাড়া.

মুর্শিদ বর্জক সামনে খাড়া, সেজদা সময় কোথায় থোব।

এ নজর একদিক দিলে আর দিকে হয় অন্ধকার

দলাতে হ'তে হ'তেছে বিচার, ঘুচিয়ে মনের ঘোর অন্ধকার

এ নজর একদিক দিলে আর দিকে হয় অন্ধকার,

ইউছুব আলী বলে সত্য সত্য, এ কথা নয় অমান্য

২৭৩

তারের খবর জান নারে মন কোন তারেতে আছে,

গুরু কল্পতরু সাধনের বস্তু ধন।

ইংরেজ এক তার টাঙ্গিছে, তারের খবর তারে আসে,

সেই তারের তুলনা ভাই, এই তারে কি মিশে।

তারের খবর না হয় তারে, ও সে খবর করো তারে তারে॥

তিন তারে হয় এক সমান, তারের খবর জান্ নারে।
বাই পিত্ত কপজ্বরে, কবিরাজ ঔষধ করে,
তারের খবর না জানিলে সেই রোগীটি মরে ॥
চিন্তামণি ঔষধ কর, থাকিবে না রোগের বৃদ্ধি,
গুরুর চরণ কর গা সার,
তারের খবর জান নারে মন তারের খবর জান না ॥

২৭৪

দুই দলে লুকিয়ে রোল কে রে লুকিয়ে রোল কে রে
প্রেম ডোরে বন্দে তারে রূপের ঘরে লেপ্ত রে।
দুই দলে লুকিয়ে রোল কে রে,
দল দল দশম দল দোয়া দশ দশম দল।
চতুর দলে মণিপুরে বসন্ত করে কে,
উপলালে ভেঁটা খেলে মিরনালের ভিতরে।
দুই দলে লুকিয়ে রোল কে,
চকি পহরা ছিল যারা, সন্ধান না পাইল তারা।
পা'ল সন্ধান তিন জনেতে একুশ ধারা ধরে,
ঐ দেখ ছয় জনাতে যুক্তি করে ঐ আগুন দিল ঘরে।
দুই দলে লুকিয়ে রোল কে রে ॥
হেঁটে উপরে দল সেই তো মানুষের খেলা, জীব বল পশু বলে।
দয়ারাম বসু কয় উপর দলে বিরলে কেমন ধরে।
দুই দলে লুকিয়ে রোল কে রে ॥

তামাম শুদ

পরিশিষ্ট

(ক

যাহাদের নিকট হইতে বা যাহাদের সাহায্যে এই গ্রন্থে প্রকাশিত গানগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় তালিকা।

৪৯ — রাজশাহী জেলার থানা নওগাঁর অধীনস্থ আতাইকুলা গ্রাম নিবাসী দেলবর রহমান ফকীরের নিকট হইতে আয়েজ উদ্দীন প্রামাণীক সাহেবের সাহায্যে সংগৃহীত।

৫০-১০৯ — রাজশাহী জেলার নওগাঁ থানার হরিপুর গ্রামনিবাসী বদিউ-জ্জমানের সাহায্যে দুর্গাপুর হইতে সংগৃহীত।

১১০-১১৩ — রাজশাহী জেলার ভীমপুর গ্রামনিবাসী মকিম উদ্দীন সাহার নিকট হইতে সংগৃহীত।

১১৪-১২৭ — রাজশাহী জেলার কালী গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

১২৮-১৩৬ — রাজশাহী জেলার মহাদীঘি গ্রাম হইতে কেফাতুল্লাহ আহমদ সাহেবের সাহায্যে মান্দু ফকীর ও কাদির ফকীরের নিকট হইতে সংগৃহীত।

১৩৭-১৫৩ — রাজশাহীর পলশা গ্রাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সাহার সাহায্যে পলশা গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

১৫৪-১৬১ — রাজশাহী কীর্তিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের সাহায্যে কীর্তিপুর হইতে সংগৃহীত।

১৬২-১৬৪ — রাজশাহী জেলার খাসখামার গ্রামের জনৈক জিওনীর নিকট হইতে সংগৃহীত।

১৬৫-১৬৬ — নওগাঁ মহকুমার কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

১৬৭-১৭৮ নওগাঁ মহকুমার কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

১৭৯-১৮৩ রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার হইতে অলঙ বেওয়া মদিরদীন ফকীরের নিকট হইতে সংগৃহীত।

১৮৪-১৯৩ রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

১৯৪-২১৯ রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার তিলাবদুরী গ্রাম হইতে তিলাবদুরী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ কছিরুদ্দীনের সাহায্যে সংগৃহীত।

২২০-২২৫ নওগাঁর রসিক প্রামাণীক, বদিরউদ্দীন ফকীর ও জনৈক ফকিরণীর নিকট হইতে সংগৃহীত।

২২৬-২২৭ রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার কোন গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

২২৮ নওগাঁর ছবেদ আলীর নিকট হইতে সংগৃহীত।

২২৯ রাজশাহী জেলার নওগাঁর আজিমুদ্দীনের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২৩০-২৩৪ রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার কালীপুর গ্রামের বোর্ড প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ [illegible] সাহায্যে কালিপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

২৩৫-২৫৩ রাজশাহী নওগাঁ মহকুমার অধীন কালিয়াবাড়ী স্কুলের শিক্ষক কাজী মোহাম্মদ মিজ্জার সাহায্যে কালিয়াবাড়ী গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

২৫৪-২৬০ রাজশাহী নওগাঁ মহকুমার কালীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] মণ্ডল মহাশয়ের সাহায্যে কালীগ্রাম হইতে সংগৃহীত।

২৬১-২৭৪ রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

(খ)

রবীন্দ্রনাথের পত্র *

বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক। হাল আমলের কলেজে পাশকরা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজী পোড়ো বাউলের রচিত গান আছে, দেখেছি তা, তা অস্পৃশ্য। আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি। সেগুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্র-বাউলের রচনা। কাব্য পরিচয়ে যে বাউলের গানগুলো আছে, সে আমার মাথায় কিম্বা কলমে আসত না; লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়তুম। ময়মনসিংহ গীতিকাও অনেকটা তাই। প্রচলিত লোক সাহিত্যে গ্রন্থ সহ থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের উপর তার ঐক্য সারা নষ্ট হয় না। ওর মধ্যে যে একটা আশ্চর্য্য কবিত্ব আছে, ইতিপূর্ব্বে তার এমন দুর্যোগ ঘটেনি যাতে একেবারে তার সুর কেটে যায়। তাল কেটে যায়। ওর ভেতরকার জিনিষ রয়ে গেছে, সেটা নষ্ট করবার সাধ্য কারো নেই—বইরে দুটো একটা যায়গায় একটু আধটু চূণ-বালির পলস্তরা লাগালেও ইমারৎটা বাতিল হয়ে যায় না। ময়মনসিংহ গীতিকাব্য কাল নির্ণয় চলে না, জাত নির্ণয় চলে; ওটা আবহমান

* এই পত্রের জন্য "বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা" লেখক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের নিকট ঋণী।

কালের। কেবল ওটা কলেজি কালের বাইরে। এইকাল যদি রিফু করতে যায় যদি, তখনি সেটা ধরা পড়বে এবং সেটাতে সবটার দাম নষ্ট হবে।

(গ)

লালন ফকীরের গান।

"আমি কুষ্টিয়া যাইয়া যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করি, আপনার চিঠিখানা দেই। তিনি বলিলেন "Examination শেষ হলে আমার সহিত দেখা করো। আমার আশ্রমে যাইবার উপায় নাই, একটী ছাত্র তোমার সঙ্গে দিব।" আমি Examination শেষ করিয়াই যতীনবাবুর কাছে গেলাম। তিনি দুইখানা বাইক ও একটী ছাত্র দিলেন,—তার নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ বাকচী। আমার সাথে আমার একজন বন্ধুও ছিলেন। তার নাম প্রফুল্লকুমার দাস। দুইখানা বাইকে আমরা তিনজন চাপিয়া আশ্রম অভিমুখে চলিলাম। প্রায় ২॥০ মাইল পর আশ্রমটী পাইলাম. আশ্রমটী দেখিলে একটী গৃহস্থের বাড়ী বলে মনে হয়। আশ্রমের লোক আমাদের বসার জন্য একটী বিছানা দিলেন; কিছুক্ষণ পরে আশ্রমের মালিক আমাদের দেখা দিলেন। আমি তাঁকে আদাব দিলাম। লোকটী বৃদ্ধ, বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। লালন ফকিরের বন্ধু ছেলে; তাঁর নাম ভোলাই সাহ ফকির। তাঁহার নিকট হইতে নিম্নোক্ত গানগুলো শুনিলাম। পরে তাঁহার এক শিষ্যের দুইটী গান শুনিলাম। তারপর আশ্রমের সেবক ভোলাই সাহেবের সহিত লালন ফকির সম্বন্ধে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "লালন সাহ জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের ঔরশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ী নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় অন্তর্গত চাঁপারা গ্রামে। তিনি হিন্দুদিগের তীর্থস্থান গয়া যাওয়ার পথে উৎকট বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার সহযাত্রীরা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি ঐ অবস্থায় রাস্তার উপর পড়িয়া থাকেন। দৈবক্রমে ঐ অঞ্চলের সিরাজ-সা নামক জনৈক বিখ্যাত ফকির তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া দয়াপরবশতঃ তাহাকে নিজ আশ্রমে নিয়া যান। বহু সেবা শুশ্রূষা করার পর তাঁহার শরীর ভাল হয়। কিছুদিন পর তিনি সিরাজসাঁইজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমি নীচের কয়েকটী গান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।"

মুহম্মদ জসীমউদ্দীন, খলিলপুর, পাবনা।

(১)

আমাবস্তের দিনে চন্দ্র থাকেন কোন অদূরে।
প্রতিপদে হলে সে উদয়, দেখা যায় না কেন তারে ॥
মাসে মাসে চাঁদের উদয়, আমাবস্তে মাস অন্তে হয়।
সূর্য্যের আমাবস্তে নির্ভর, জেন্তে হবে নেহাল করে ॥
ষোল কলা হইলে শশী, তবে যেন হয় পূর্ণ মাসী।
পুনরায় সাধু কিম্বা পণ্ডিতেরা কয় সংসারে ॥
জেন্তে নারে দেহ চন্দ্রের স্বর্গ চন্দ্রের পার।
সেথায় সিরাজ সাই কয়, লালনরে তোর মূল
হারালি কোলের ঘোরে ॥

নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল।
সে যে বিধি, বিষ্ণু, হর, আদি পুরন্দর তাদের সে ফুল
হয়েন মাতৃফুল ॥
কি বলিব সেই ফুলের গুন বিচার
পঞ্চমুখী, সীমা দিতে নারে হর
যারে বলি মূলাধার সেইতো অধর
ফুলের সঙ্গে ধরা তার সমতুল।
নিলে নেত্র নাএ স্থিতি, সেই ফুলের সাধনে মূলবস্তু।
সে যে বেদের অগোচর, সেই কুলের নগর,
সাধুজনা ভেবে করছেন উল ॥
কোথায় বৃক্ষ হারে কোথায় রে তার ডাল
তরঙ্গে উপরে ফুল ভাসছেরে চিরকাল।
সে যে কখন আসে অলী মধু খায় সে ফুলী,
লালন বলে চাইতে গেলে দেয় সে ভুল ॥

(৩)

জেনগে মানুষের করণ কি যে হয়।
ভুলনা মন, বৈদিক ভোলে, রাগের ঘরে রয়॥
ভাটীর স্রোত যার বস উজান তাইতে কি হয় মানুষের করণ
পরশনে না হইলে মন দরশনে কি পায়॥
টলাটল করণ যাহার, পরশে গুণকে মেলে তাহার।
গুরু শিষ্য যুগ যুগান্তর ফাঁকে ফাঁকে রয়॥
লোহা, স্বর্গ পরশ মানুষের করণ অমনি সে,
লালন বলে হলে দিশে জার বালা যার।

(৪)

সুম্‌জে করো ফকিরি মনরে
এবার গেলে আর হবেনা পড়রি ঘোরতরে।
অগ্নি জ্বল্‌ছে ভস্মে ঢাকা সুধা তেমনি গরল মাখা,
মৈমুস জন্তে যারে দেখা বিভিন্ন করে॥
বিসামৃত আছে মিলন জান্তে হয় কিরূপ সাধন,
দেখো যেন গরল ভক্ষণ করো নারে হায়।
কবার কল্লে আসা যাওয়া নিরাপন কি রাখলে তাহার,
লালন বলে কে দেয় খাওয়া চিনলে না তাহার॥

(৫)

মলে গুরু প্রাপ্ত হবে সেত কথার কথা।
জীবন থাকতে যারে না দেখলাম হেথা॥
সেবা মূল কারণ তারি, না পাইলে কার সেবা করি,
আন্দাজে হাতরায়ে ফিরি কোথায়, লতা পাতা॥
সাধন ভরে এভাবে যায়,
সেরূপ চক্ষে হবে নেহার।

তাইরি বটে সেরূপ থাকায় খেলে
ভজে পায়কি পেত্র তোজ কি যথা তথা।
ভজনে হয় গো রাজি
সিরাজ সাই কয়, কি আন্দাজে
লালন রে তোর মাতা।

(৬)

আর কি হবে এমন জনম বসব সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়, ঘিরে এলো কালে॥
কত কত লক্ষ যোনি এমন করে জানি মানব দলে
মন রে তুমি, এসে কি করলে॥ মানব দেলেতে
আবার কত দেবতা অঙ্কিত হয়' দিয়াছে কোল
কালে ভুলনারে কারখানা, সুমজে করো বেচা কেনা,
লালন কয় দল পাবেনা এবার চলে গেলে॥

(৭)

হুজুরে হবে কার নিকাশ দেনা।
লক্ষজনে আছে ধরে বেরাদর তার ফের জনা॥
ক্ষিতি, জলে, বাই, হুতাশন যে বস্তু যার সেই সে জানে
মিলায়ে তায় আকাশে মিশবে আকাশ
জান; যাবে এই, পঞ্চ জনা। মুন্সী মৌলভীর
কাছে, জনম ভর বেড়াই, সুধাই এসে ঘোর গেল না।
পেল মূল পেয়ে খবর নিজের খবর নিজে হয় না॥
হস্তা কস্তা কারে বলি কোন মোকামে তার
কোথায় গনি, আওনা যাওনা, সেই মহলে
লালস কোন জনা তাত লালনের ঠিক হল না॥

(৮)

যে জন পদ্মহীন সরোবরে যায়।
অটলে অমূল্য নিধি সেই জানায় সেই পায়।
অপরূপ সেই নদীর পানি জন্মে যাতে মুক্তা
মণি, বলবো কি তার গুন খানি পরশে পরশে যা॥

(৯)

সে যাক্ যাক্ রূপ সাগরে আমি যাব না।
এবার এসে জ্বালায় আমায় রূপ ত ছাড়ে না।
শয়ন অঙ্গ ভর ভরে রূপ স্বপমন ডুবে রয় না।
ছোট ছোট লব বালা বন বাগীচে করছে খেলা
ভুবন মোহন করছে লিলা দাঁড়িয়ে দেখো না।
কালা চাঁদ পাগল বলে মন্দ সকাল হবার কালে
ঐ সকালে উঠলে মেলে ঐ কালো সোনা॥

(১০)

হিরে মন জহরা কান্তি ময়।
সে চাঁদ লক্ষ যোজন দূরে রয়।
কটি চন্দ্র কোটী কোটী ময়, অনুকটী লেখা সঙ্গে আছে গাঁথা।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নারায়ণ জয় জয়॥
ষোল চন্দ্র বেগে বজ্র বাগে ধায়, সে চাঁদ পাতালে উঠে ব্রহ্মতলে
সে চাঁদ মৃনাল ধরে উজান ধায়।
ষল চক্র পারে আছে আদি বিধান, তাতে পূর্ণ যোগ
ষোল কলা ভেদ করে সপ্ততলা।
তার উপরে করে খেলা কালা চাঁদ।
মহা সুখে বসে প্রভু করে গান।

যেজন সাধক হয় সে চাঁদ দেখিতে পায়,
সে চাঁদ মহেন্দ্র যোগে দেখা যায়।
নব লক্ষ ধেনু ধেনু রাখে বাথালে
চাঁদের সন্ধান যে জানে,
সে দেখেছে বৃন্দাবন চাঁদ ধরে
শ্রীরাধার শ্রীকমলে ভাণ্ড ভাঙ্গে ননী খেতেন গোপনে।
লালনের ফাকরি করা নয়
ফিকিরে দরবেশ রাজ মইজদ্দি ছাড় দেয়॥

ভ্রম সংশোধন

৫৬ সংখ্যা গানটী ৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল, ভুলক্রমে উহা যথাস্থানে মুদ্রিত না হওয়ায় নিম্নে উহা মুদ্রিত হইল। এই গানটী রাজশাহী জিলার কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা
দেহের মাঝে বাড়ী আছে,
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে,
ছয় জনাতে সিঁদ কাটিছে,
চুরি করে একজনা॥

দেহের মাঝে বাগান আছে,
নানা জাতির ফল ফুটেছে,
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে,
কেবল লালনের প্রাণ মাতল না॥

অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী

পৃষ্ঠা ১৺/০ মাদার সম্পর্কে টীকা

According to the treatise called Mirat-i-Madari, Badiuddin Shah Madar, commonly called Shah Madar, was a converted Jew, born at Aleppo. Dam-i Madar (or vulgarly, Dhum-Madar) is still a popular ceremony with the agricultural and lower classes in India. It originally consisted by holding a bamboo banner (chhari) in hand and jumping into fire, and treading it out with the exclamation of Dam-i-Madar. It is devoutly believed that not a hair of these devotees gets singed and that those who practise the ceremony are secure against the venoms of snakes and scorpoins. * * * * * He is believed to be still alive, and hence is styled "Zinda Shah Madar," * * * * There is a class of Faqir, called Madaria, after his name, who are much addicted to the use of intoxcating drugs. P. 91.

The Rupam, 1920.

ফকীরে ফকীরে গানের মাধ্যমে লড়াইএর উল্লেখ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইংরাজী কবিতার ইতিহাসে অনুরূপ একটী ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়।

"Two troops of minstrels" says he "meet in a castle and attempt according to the custom of times to amuse the lord by a quarrel··· P 438. [A History of English Poetry by W. J. Courthope. London ; 1919.]

পৃষ্ঠা ১৮০ লালন ফকীর সম্পর্কে টীকা—

লালন ফকীর প্রভৃতি সম্বন্ধে ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন বিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উহা অতীব দুঃখের বিষয়। তিনি বলিতেছেন “এই কারণেই লালন, পাগলা কানাই, মেহের চাঁদ, হাকিম চাঁদ, আলম আকবর, কছিম, পাঞ্জু শা, হোছেন রেজা প্রভৃতি মুসলমান গ্রাম্যকবিগণ যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় নাই। মোটের উপর এগুলি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট বলিয়া ভদ্রসমাজে স্থান করিয়া লইতে পারে নাই।” [ত্রিপুরা জেলা মোসলেম ছাত্র সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। আজাদ] ইসলামী ধরণের লোকসঙ্গীতের ফলাফল অন্যত্র কিরূপ হইয়াছিল তাহার একটা উদাহরণ অন্ততঃ T. W. Arnold তদীয় Preaching of Islam এ ২৫৩ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন; তাহা লক্ষ্য করিবার,—Among the instruments of Muhammadan propaganda at the present time it is interesting to note the large place taken by the folksongs of the Kirghiz, in which interwoven with tale and legend, the main truths of Islam make their way into the hearts of the common people. P. 253

পৃষ্ঠা ২॥৵০ আরব্য শোকসঙ্গীত সম্বন্ধে টীকা

The function of composing dirges on the dead was in ancient Arabia very largely exercised by women, and some of the finest elegies are of their composition. Indeed it may be said that the great bulk of the poems composed by women consists of lamentations for the dead. P. 215. [The Mufaddaliyat by C. J. Lyall. Oxford.]

পৃষ্ঠা ৩৲

যাত্রা সম্বন্ধে এইবারে কিছু আলোচনা করা গেল না। যাত্রার প্রধান উপজীব্য ভারতীয় পুরাণ ও কাহিনী। যাত্রা চলিষ্ণু। জাপানের No-

play এবং চীন মালয় ও শ্যাম দেশে প্রচলিত Shadow play এবং মধ্য এশিয়ার মোঙ্গলদের মধ্যে প্রচলিত Meddahর [*Vide* Islamic Culture, 1934. Pp. 9-10] পরস্পরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। এবারে উহা আলোচনা করিতে পারিলাম না।

পৃষ্ঠা ৩/০ বাগ্দী সম্পর্কে টীকা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—

বাগ্দীর ভিতরে ঢুকিয়া উহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী মস্ত সমস্যা পূরণ হইবে। পৃষ্ঠা ৬৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩৩৭ সাল।

পৃষ্ঠা ৩/০ বেরা উৎসব সম্পর্কে টীকা—

ঢাকায় নবাব মকরম খাঁর সময়ে বাঙ্গালার মোসলমানগণের এই পর্ব্বানুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এই পর্ব্ব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবারে এতদুপলক্ষে ঢাকায় সমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিক হইতে কদলীবৃক্ষ এবং বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রকাণ্ড আলোকযান প্রস্তুত হয়, তাহার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে মণ্ডিত তরণী, গৃহ, মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই উৎসব বেরা উৎসব নামে পরিচিত। *** এতদঞ্চলের মোসলমানগণ ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবারের প্রদোষে আর্দ্রক তণ্ডুল ও কদলী সমন্বিত নৈবেদ্য সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা নদীবক্ষে ভাসাইয়া দেয়। মোসলমানগণ ব্যতীত জালিক ও নমঃশূদ্রগণ কর্ত্তৃকও এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। [পৃষ্ঠা ৫৫৮, ঢাকার ইতিহাস]।

পৃষ্ঠা ৩৷৵০ ভূমিকা, পুনশ্চ—

গ্রাম্য গান সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির অভাবহেতু গ্রাম্য গান সম্বন্ধে তুলনামূলক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর হইল না। গতবারে পাবনা জেলার

একটী পণ্ডগ্রামে বসিয়া ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকাংশ রচনার জন্য কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইমপিরিয়েল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী এবং এশিয়াটিক সোসাইটী লাইব্রেরী এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, মিউজিয়াম লাইব্রেরী ও জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরী ব্যবহার করিয়াছি। এতৎ ব্যতীত হাওড়া ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া জিলা স্কুল লাইব্রেরী, ঢাকা ইসলামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম কলেজ লাইব্রেরী, রাজসাহী কলেজ লাইব্রেরী এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান লাইব্রেরী কার্য্যব্যপদেশে ব্যবহারের সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল লাইব্রেরীতে Folklore লোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উপযোগী ও প্রচুর গ্রন্থাদির বড়ই অভাব অনুভূত হইয়াছে। আশা করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অচিরে এই অভাব দূর করিবেন। মনসুর উদ্দীন।

গ্রন্থপঞ্জী

(১)

১। সাঙ্গীতিকী—দিলীপ রায় (কলিঃ বিশ্বঃ)

২। মলয়া—মনমোহন, আফতাবুদ্দীন প্রণীত

৩। আশরফ হোসেনের গ্রন্থাবলী

৪। হারামণি ১ম খণ্ড—মনসুর উদ্দীন

৫। রঙ্গিলা নায়ের মাঝি—জসীম উদ্দীন

৬। বাউল গান—পবিত্র সরকার প্রকাশিত

৭। মৈমনসিংহ গীতিকা } দীনেশ সেন

৮। পূর্ববঙ্গ গীতিকা } কলিঃ বিশ্বঃ

৮ক। বারমাসের পুঁথি—বটতলা প্রকাশিত

৯। হিন্দুস্থানী গ্রামগীত

১০। Folksongs of Cecil Sharp.

১১। Folksongs of Southern India.—Govar.

১২। Music of Hindusthan.—Fox Strangways.

১৩। Music of Southern India.—Dey,

১৩ক। Music of India.—Popley.

১৪। হিন্দুস্থানী লোকগীত

১৫। বাউল গান—কাঙ্গাল হরিনাথ

১৬। হাসান—উদাস

১৭। Shah Abdul Latif.—S. T. Sorely.

১৮। Panjabi Sufi Poets.—L. Ram Krishna.

১৯। Kabir.—R. Tagore.

২০। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন (কলিঃ বিশ্বঃ)

২১। Kabir and his disciples.—(Oxford.)

২২। Castes & Tribes of Eastern Bengal.—Wise.

২৩। Yatra.—Dr. N. Chatterjee

২৪। Mystic India in the Middle Ages.—Yousuf Hussain.

২৫। Les Chants Mysteques.—Dr. Shahidullah.

২৫ক। Enthologie du Bengal.—B. Bonnerjee.

২৬। Folk element in Hindu Culture.—Benoy Kumar Sarker.

২৭। বৌদ্ধগান ও দোঁহা—Edited by Haraprosad Sastri.

২৮। Living Buddhism in Bengal.—Do.

২৮ক। Palas of Bengal.

২৯। Lamaism.—Waddel.

৩০। Bengali Drama—P. Guha Thakurta.

৩১। Burmese Drama—(Oxford)

৩২। English Popular Ballads.—Child

৩৩। Mythology.—Bulfinch.

৩৪। Songs of the Russian People.—Ralston.

৩৫। Science of Folk-lore—A. H. Krappe

৩৬। African Negro Music—E. M. H. (Oxford.) 1928

৩৭। Folksongs of the Appalachians.

৩৮। Folksongs of the Missicipi—(Oxford)

৩৯। Psalms of Dudu—T. Gairola.

৪০। দাদু—ক্ষিতিমোহন সেন (বিশ্বভারতী

৪১। কবীর—ঐ

৪২। ষট্‌চক্র নিরূপণ

৪৩। ঐ

৪৪। Developments of Metaphysics in Persia—[illegible]

৪৫। Islamic Mysticism.—R. A. Nicholson

৪৬। Islamic Poetry Do.

৪৭। Serpent Power.—A. Avalon.

৪৮। বাংলা কাব্য পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ

৪৯। বঙ্গবীণা—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

৫০। বৌদ্ধধর্ম্ম—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৫১। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৫২। ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ

৫৩। লোকসাহিত্য—ঐ
৫৪। Linguistic Survey of India.
৫৫। শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ
৫৬। Descriptive Enthology of Bengal.—Dalton.
৫৭। Indian Musalmans.—W. W. Hunter.
৫৮। Journal of the Department of Letters.—Cal. University.
৫৯। Literary History of the Arabs.—R. A. Nicholson.
৬০। Literary History of Persia—E. G. Browne.
৬১। History of Bengali Language and Literature
—Dr. D. C. Sen.
৬২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন
৬৩। The mystics of Islam.—R. A. Nicholson.
৬৪। কাশ্ কুল কালিমা—
৬৫। সিদ্ধ কানুপার দোঁহা ও গীত—শহীদুল্লাহ
৬৬। মারফতী সঙ্গীত—
৬৭। Sufism—W. Clark
৬৮। Notes on Mohammedanism—T. P. Hughes.
৬৯। Hasting's—Encyclopaedia of Religion and Ethics.
৭০। Encyclopaedia of Islam.
৭১। Bengal District Gazetteers.
৭২। Quazi's Beauties of Islam—A. Suhrawardy
৭৩। Sayings of Mohammad—edited by Dr. A. Suhrawardy
৭৪। Mathnavi.—edited by R. A. Nicholson
৭৫। গোরক্ষ বিজয়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত
৭৬। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ— ঐ
৭৭। সহজিয়া সাহিত্য—মণীন্দ্রনাথ বসু
৭৮। Dewani-i-Hazat Gausal Ajam.
৭৯। Diwan-i-khaza—Mainuddin Chisti.
৮০। সাধক রাজমোহন—কালীচরণ চক্রবর্তী
৮১। হেমন্ত গোধূলি—মোহিতলাল মজুমদার
৮২। Viswabharati Quarterly, August, 1940

৮৩। Dictionary of Islam—Hughes

৮৪। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত

৮৫। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—বঙ্গবাণী সংস্করণ

৮৬। Folk Art of Bengal—A. Mukherjee.

৮৭। Rupam

৮৮। বাউল গান—বটতলা প্রকাশিত

৮৯। Hindi Literature.—by Keny.

৯০। Indian Architecture—S. K.

৯১। Shadhanmala—B. Bhattacharyya.

৯২। Buddhist Gods—Do.

৯৩। Iconography of Buddhist Gods—N. K. B.

৯৪। Indian Antiquary

৯৫। Arts and Crafts of India—A Coomarswamy.

৯৬। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭। ঠাকুর দাদার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

৯৮। Folk Literature of Bengal—D. C. Sen.

৯৯। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ—কাঃ আঃ

১০০। Indian Music—Dr. A. Bake, [Baroda State Press

১০১। Post-Chaitanya Sahajiya Cult.—Prof. M. M. Basu

১০২। মীনচেতন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত

১০৩। Legacy of Islam.—Oxford.

১০৪। কোরাণ শরীফ—গিরিশচন্দ্র সেন

১০৫। A Dictionary of Quotation.—C. Field. (London).

১০৬। চৈতন্য চরিতামৃত—রাধাগোবিন্দ নাথ

১০৭। Quatrains of Omar Khayyam—Whinfields.

১০৮। তরিকত দর্পণ

১০৯। Hindi Folksongs.—Hindi Mandir. (Allahabad.

১১০। Behari Folksongs—Grierson.

১১১। Gond Folksongs—V. Elwin

১১২। বঙ্গে সূফী প্রভাব—এনামুল হক্

১১৩। Tazo-klmtul Awlia

১১৪। Taz Kiratul—Awlia-i-Hind.
১১৫। Giddha—Prof. Debendra Nath Satyarthi
১১৬। Tuscan Folksongs—by Grace Warack
১১৭। Studies in Folksongs and Traditional Poetry by A. N. Williams
১১৮। The Traditional Poetry of the Fins.—T. N. Andutu
১১৯। তাপস-মালা—গিরিশচন্দ্র সেন
১২০। Popular Religion and Folklore of Northern India —by Crooke
১২১। History of Sakta—S. Das
১২২। Folk-lore of Bombay—by R. E.
১২৩। Diwan-in Gidwani.—Abdul Latif
১২৪। New green mountain Songsters.—Oxford.
১২৫। Specimens of the popular poetry of Persia—A. Chodzko
১২৬। Three Persian Songs.—Selected by G H. Rayner
১২৭। European Balladry—by W. J. Entustle
১২৮। Journal of the University of Bombay, July, 1942.
১২৯। Main hun khan badosh—by Prof. D. N. S.
১৩০। Deva bde Sarnat—Prof D. N. S.
১৩১। হারামণি ১ম খণ্ড—মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম-এ

Journals

প্রবাসী—ভারতবর্ষ—ভারতী—বঙ্গবাণী—শান্তিনিকেতন পত্রিকা ইত্যাদি

J. R. A. S. B.—Indian Culture.

Indian Historical Quarterly, কল্লোল।

মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত, বাংলার শক্তি, বঙ্গলক্ষ্মী

---

(২)

এই প্রমাণপঞ্জী অসম্পূর্ণ। যাঁহারা বাংলা দেশে Folklore লোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাঠাইলে বা তৎ সম্পর্কে সংবাদ দিলে আমার বড় উপকার হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

			পৃষ্ঠা
		১৩১২	
১৪।	চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া	আব্দুল করীম	১৭৭—১৮৮
১৫।	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা	ডাক্তার মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য	৪০—৪৭
		১৩১৩	
১৬।	গ্রামগীতি	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১২৯—১৪৫
১৭।	বাঙ্গালী মেয়ের ব্রত কথা	অক্ষয় চন্দ্র সরকার	২৩—২৪
		১৩১৪	
১৮।	গ্রাম্য দেবতা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩৫—৪৪
১৯।	বরিশালের গ্রাম্য গীতি	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার	১২৪—১২৮
২০।	আদ্যের গম্ভীরা	হরিদাস পালিত	৪—১৬
		১৩১৬	
২১।	সাঁওতালী গান	ডাক্তার সরসীলাল সরকার	২৪৯—২৫২
		১৩১৬	
২২।	বাগাইএর ব্রত	যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক	১৬৭—১৭০
		১৩১৯	
২৩।	মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত	হরিনাথ ঘোষ	২৪১—২৫৪
		১৩২২	
২৪।	নিমাই সন্ন্যাসের পালা	শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৪৯—২৬৪

প্রবাসী

		১৩০৭	
২৫।	মেয়েলী সাহিত্য ও বারব্রত	অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	২২৫—২২৭, ২৯৫—২৯৭
২৬।	তুকের বাণ	গিরিজা কুমার ঘোষ	২৩৭—২৪২
২৭।	বিঙ	অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৬৩—২৬৫
২৮।	চৈত্রপূজা	রসিকচন্দ্র বসু	৪২৯—৪৩৫
		১৩১০	
২৯।	হোলী গীত	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৭২—৪৭৪
৩০।	কাজলী পরব	কোন প্রবাসিনী	৩৬০—৩৬৫
৩১।	পূর্ব্ব বঙ্গের মেয়েলী ব্রত		৫১৬—৫২০

		১৩১৪	পৃষ্ঠা
৩২।	বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান	জনৈক বাঙ্গালী	১৯১—২০৩
		১৩১৬	
৩৩।	গোপীচাঁদের মাতা	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৪১৩—৪১৯
		১৩৩৩	
৩৪।	রূপকথা ও ইতিহাস	শচীন্দ্রলাল রায়	৩২৮—৩৩২
৩৫।	'তুষু' পূজা	শিশির সেন	৩৮৬—৩৮৭
৩৬।	বঙ্গ ভাষায় বৌদ্ধ স্মৃতি	রমেশচন্দ্র বসু	৪৯৮—৫০৬
		১৩৩৪	
৩৭।	গ্রাম্য গীতি কবিতায় বারাষে	হিরন্ময় মুন্সী	৫০৪—৫০৫
৩৮।	ধর্ম্মের গান কতকালের	যোগেশচন্দ্র রায়	৬৩৯—৬৫২
		১৩৩৫	
৩৯।	লালন শাহ্	বসন্তকুমার পাল	৩৮—৪২
৪০।	বাউল গান	মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	৩১৪
৪১।	মৈমনসিংহের পল্লীকবি কঙ্ক	চন্দ্রকুমার দে	৫১৬—৫২২
৪২।	ইন্দ্রালীপূজা	রাজেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী	৯০১—৯০২
		১৩৩৬	
৪৩।	যমপুকুর ব্রতের প্রাচীনত্ব	অনিলচন্দ্র গুপ্ত	[illegible]
৪৪।	গুজরাটে গোপীচাঁদের গান	নন্দগোপাল চৌধুরী	[illegible]
৪৫।	গুজরাটী গরবা	পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	[illegible]
৪৬।	হুগলীর পল্লীকবি রসিকলাল রায়	মনোমোহন নরসুন্দর	[illegible]
৪৭।	সাবিত্রী ব্রত	অনুরূপা দেবী	[illegible]
৪৮।	পোলাণ্ডের প্রাচীন নৃত্য কলা	লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	[illegible]
		১৩৩৯	
৪৯।	বাংলার রসকলা সম্পদ	গুরুসদয় দত্ত	[illegible]
৫০।	পল্লীশিল্প	জসীমুদ্দীন	৮০৯—৮১৭
৫১।	বাংলার লোক নৃত্য ও লোক শিল্প	গুরুসদয় দত্ত	৮০৯—৮১৭
		১৩৪০	
৫২।	লিঙ্গোপাসনা	বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	৭৪১—৭৪২

পৃষ্ঠা

৫৩। রাজশাহীর ব্রতনৃত্য — গুরুসদয় দত্ত — ১০১—১১২

৫৪। বিদ্যাসাগরের উপাখ্যানের মুসলমানীরূপ — চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী — ৫০০—৫০১

১৩৪১

৫৫। নৃত্যরতা ভারতী — অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(৩)

বিবিধ

[ত্রৈমাসিক, মাসিক, এবং দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি]

সংক্ষেপে :—আঃ বাঃ পঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা

১। পূর্ববঙ্গের সারিগান—প্রভাত কুমার গোস্বামী। আনন্দবাজার পত্রিকা ৯।১১।৪১

২। ভাটিয়ালি—মনসুরউদ্দীন—সত্যবার্ত্তা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৪০

৩। বাঙ্গালার লোক সঙ্গীত—কবীন কলম, জ্যৈষ্ঠ, বিচিত্রা

৪। [illegible] পল্লীগীতি—চারুলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ বি, এল। দেশ, ১লা, ১৯৩৭

৫। শ্রীহট্টের পল্লীগীতি—আকবর বক্কাক, আঃ পঃ ২৯।৪।৪১

৬। লালন ফকির—বিশ্বনাথ মজুমদার। আঃ বাঃ পঃ ২৯।৪।৪১

৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গীত প্রশ্নপত্র
আঃ বাঃ পঃ ১৬।৩।৪১

৮। ছেলে ভুলান ছড়া—অধ্যাপক তারকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা
১৬।৩।৪১

৯। বর্দ্ধমান জেলা পল্লী-সাহিত্য-সম্মেলন—আঃ বাঃ পঃ ১৮।৪।৪১

১০। Spiritualism in Music—Hindusthan Standard. 17. 4. 38

১১। Philosophy of our people by R. Tagore. Modern Review.
June, 1926.

১২। The Bauls of Bengal by Rames Bose. Viswabharati Quaterly.
April, 1926.

১৩। লোক-সাহিত্য সংগ্রহ—সুরেন্দ্রনাথ দাস, যুগান্তর ১৪।১০।৩২।

১৪। Study of Hindu Music. Arnold Bake's Lectures. January. 1938

১৫। নিখিল বঙ্গ পল্লী সাহিত্য সম্মেলন—আঃ বাঃ পত্রিকা ৩১।৩।৪০

১৬। বাজনার আপত্তি—আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭শে এপ্রিল

১৭। শিলচরে শোচনীয় হত্যাকাণ্ড—আঃ বাঃ পঃ ১২।৩।৩৭

১৮। কথাকলি নৃত্য—শ্রীকিরীট রায়। যুগান্তর

১৯। বাংলায় পল্লীগান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা মনোমোহন ঘোষ, বিচিত্রা

২০। কবিগান—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আঃ বাঃ পত্রিকা ১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৬

২১। ঐ ৩১শে শ্রাবণ „

২২। উত্তর বঙ্গে চোরের ছড়া—তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আঃ বাঃ পঃ ১৫।৯।৩৯

২৩। বাউল ও মুর্শিদী গান—যতীন্দ্র সেন আঃ বাঃ পঃ ১৯৪০

২৪। রংপুরের ভাওয়াইয়া গান—যতীন্দ্র সেন, আঃ বাঃ পঃ ৭।১।৪০

২৫। জারীগান ও পাগলা কানাই—মাধব ভট্টাচার্য্য আঃ বাঃ পঃ ১১।১২।৩৯

২৬। পশ্চিমবঙ্গের ভাদো জাগরণ গীতি—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। ঐ ৯ই বৈশাখ ১৩৪৬

২৭। মুর্শিদী গান—যতীন্দ্র সেন। ঐ ১০।১২।৩৯

২৮। Folk songs and Folk dance in Bengal, Advance Oct. 12. 1931

২৯। Alluring Folklore' The Englishman, Oct. 13, 1930

৩০। Folk art of Bengal by Ajit Mukherjee. The Advance Puja Special 1931

৩১। Revival of Folk song and Folk dance in Bengal by Rai A. C. Banerjee Bahadur

৩২। Folk dance and Folk song in Indian Schools by G. S. Dutta. (A.B. Patrika) 13 Nov. 1931

৩৩। Folk song and Folk dance in Bengal by Cyrlees A. B. P. 11 Oct. [illegible]

৩৪। মেঘদূত—বিজলী, নবশক্তি Jan. 29. 1932.

৩৫। A visit to Romain Rolland by Prof. P. Sheshadri A. B. Patrika. Nov 3. 1931

৩৬। বাংলার পল্লী সম্পদ—গুরুসদয় দত্ত। বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুনী ১৩৩৭

৩৭। Recent Bengal Literature. The Modern Review. June 1931

৩৮। A Baul Musician in Dacca—East Bengal Times, Dacca 9.12.33.

৩৯। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য—যতীন্দ্র সেন, আঃ বাঃ পঃ July 6. 1939

৪০। Bratachari Principles of Training. G. S. Dutta's Lecture. A. B. P. 31. 3. 36.

৪১। বাউলের ধর্ম্ম—বঙ্গবাণী ৭ই মাঘ, ১৩৩৮

৪২। A break to monotony by Brajendra Nath Sarcar. Class IX. Mathbaria Khasmahal H. E. School Magazine. Barisal. 1932.

গানের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

পদসংখ্যা

পদসংখ্যা

ও